মৌনীবাবা।

স্বর্গীয় প্যারীলাল ঘোষের জীবন বৃত্তান্ত।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীবঙ্কবিহারী কর।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ

ঢাকা।

১১ই মাঘ, ১৩১৮

মূল্য আট আনা।

ঢাকা,
নয়াবাজার, শ্রীনাথ প্রেসে
প্রিণ্টার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভদ্রদ্বারা মুদ্রিত।

প্রাপ্তি স্থান—কলিকাতা এস্, কে, লাহিড়ী, ঢাকা গ্রন্থপ্রকাশক।

ভুমিকা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নব্যভারত পত্রিকায় মৌনীবাবার জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন উহা কতক গুলি নূতন ঘটনা সহ বর্দ্ধিতায়তনে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। নব্যভারতের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকেই অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন; এজন্য উহা গ্রন্থাকারে দর্শন করিতে অনেকের একান্ত আগ্রহ হয়। এইরূপ আগ্রহ আমার মনেও জন্মিয়াছিল। আমার আগ্রহের কথা শুনিয়া আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌনীবাবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয় উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করেন। মৌনীবাবার তীব্র ব্যাকুলতা, গভীর ধর্ম্মানুরাগ, অপূর্ব্ব বৈরাগ্য যাহা গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা নির্জীব প্রাণে জীবনের সঞ্চার করে, নীরস শুষ্কপ্রাণে সরসতা আনিয়া দেয়। এই জন্য আমি মনে করিয়াছি এমন পুণ্যশ্লোক সাধুর জীবন প্রকাশে জন সাধারণ লাভবান হইবে। আমার ইহাও বিশ্বাস এইরূপ সদ্‌গ্রন্থ সাহিত্যের গৌরবজনক। এজন্য সন্তুষ্ট চিত্তে এভার গ্রহণ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী এমন উপাদেয় সাধু জীবন লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের কতদূর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারিনা। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আশা করিতেছি গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে। সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর এই কার্য্যের ভিতরদিয়া আমাদের ভক্তি কৃতজ্ঞতা তাঁহারদিকে আকর্ষণ করুন।

প্রকাশক।

নিবেদন।

তিনবৎসর পূর্ব্বে আমার পরম ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগত সাধু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত "মৌনীবাবা" নামে নব্যভারত পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়া, তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিয়া এবং অন্যান্যস্থান" হইতে সংগ্রহ করিয়া নব্যভারতে মৌনীবাবা প্রকাশ করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রাচীন এবং নূতন পন্থার অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ইহা পুস্তকাকারে পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের আগ্রহ এবং পিতৃদেবের আদেশ এই অযোগ্যকে মৌনীবাবার ন্যায় অসাধারণ তাপস বরের জীবনচরিত প্রকাশে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আশা হয়, এই ইহসর্ব্বস্বতার দিনে এরূপ আত্মবিলোপের দৃষ্টান্ত কল্যাণ সাধন করিবে।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

মৌনীবাবা।

সূচনা।

স্বভাবসাধু, আজন্মবৈরাগী, আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অনিচ্ছুক, ভগবদ্ভক্ত মৌনীবাবা চিরদিন আপনাকে একান্তে মানবচক্ষুর অন্ত-রালে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন প্রদর্শন-প্রবৃত্তি-বিহীন মানুষকে আমরা প্রকাশ করিব কেমন করিয়া? তাঁহার কোন গুণ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি অসম্ভব; বরং সে মহজ্জীবনের নির্লিপ্ত বৈরাগ্য, ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা, গভীর ঈশ্বরানুরাগ সম্যক্ প্রকাশ করিবার সুযোগ এবং সামর্থ্য নাই, ইহাই একান্ত ক্ষোভের বিষয়। যে মহাসাধনার জন্য সে জীবন এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছিল শিশু-কালেই তাহার বিশেষত্ব আত্মীয় পরিজন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সঙ্গিগণ যখন খেলার আনন্দে মত্ত থাকিত এই শিশু-সাধু তখন একান্তে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে তাহা দেখিতেন। উত্তর-কালে ইনি ওঁকারনাথ পর্ব্বতে জীবনের শেষপঞ্চবর্ষকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। জীবনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে একই ভাব, একই উদ্দেশ্য এই সাধুজীবনের বিশেষত্ব ঘোষণা করিতেছে।

মৌনীবাবা।

মৌনীবাবা আশৈশব নির্ম্মল চরিত্র এবং আমরণ পবিত্র জীবন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে একটী অসত্য কথা কহিয়াছেন বা কাহারও মনে ব্যথা দিয়াছেন বলিয়া কেহ জানে না। আজীবন সর্ব্বজনপ্রিয় এবং ভগবানে সমর্পিত-চিত্ত থাকিয়া উন্নততর লোকে নীত হইয়াছেন। এমন সাধুচরিত্র প্রকাশ করিলেও পুণ্য, পাঠ করিলেও পুণ্য লাভ হয়। এই জন্য আমরা অযোগ্যতা সত্বেও ভক্তি-নতশিরে যথাসাধ্য সেই পূত-চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শৈশব।

১২৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আজুদিয়া গ্রামে গোপ জাতীয় এক ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে সাধু প্যারীলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভক্ত শিবনাথ ঘোষ মহাশয় বাল্যকাল হইতে বৈরাগ্য-প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের কথা আমাদের সবিশেষ জানা নাই; দুই একটী ঘটনা যাহা জানা গিয়াছে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শিবনাথের বয়স যখন ষোলবৎসর, তখন তাঁহাদের বাসগ্রামে এক সন্ন্যাসী আগমন করেন। শিবনাথ তাঁহার সঙ্গ লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবেন স্থির করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। জ্যেষ্ঠ ইহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু বালক শিবনাথের বিষয়-বিমুখ হৃদয় তাহাতে সম্মত হইল না। জ্যেষ্ঠ বিরক্ত হইয়া বলিলেন;—"যদি বিষয়কর্ম্মে মন না দাও তবে বিষয়ের এক কপর্দ্দকও পাইবেনা—ইহা লিখিয়া দিয়া যাও।" শিবনাথ অগ্রজের ইচ্ছানুরূপ লিখিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে তিনি অবিষয়ী হইলেন।

তিন বৎসর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবার সময় শিবনাথ আজুদিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এক লক্ষপতির গৃহে তিনি অতিথি হইলেন। এই সরল সাধু যুবককে দেখিয়া ইঁহার প্রতি গৃহকর্ত্তার অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি তাঁহাকে গৃহী হইতে অনুরোধ করিলেন। যুবক বলিলেন—"বিষয়-কর্ম্মে তাঁহার স্পৃহা নাই, মুক্তভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেই তিনি উৎসুক।" গৃহস্বামী বলিলেন;—"আমার একমাত্র কন্যাকে তুমি বিবাহ কর ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার তিন পুত্র, তুমি চতুর্থ পুত্র হইলে। বিষয়কর্ম্ম তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না।"

ধনীর একমাত্র আদরেরর দুহিতা। তৎকালীন প্রথা অনুসারে অতি শৈশবে তিনি কন্যার বিবাহ দেন নাই। দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই কন্যা পরম যত্নে পিতার গৃহে লালিতা হইতেছিলেন। সৌন্দর্য্য এবং সুশীলতার জন্য এই কন্যা সর্ব্বজন প্রশংসিতা ছিলেন। শিবনাথ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সহজেই সম্মত হইলেন। বিবাহ করিয়া তিনি অধিকাংশ সময় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেন, বিষয়কর্ম্মের ধার ধারিতেন না। কিন্তু শেষজীবনে কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে বিষয়কর্ম্মের ভার বহিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিবনাথ পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। চিরজীবন এক নিয়মে যাপন করিয়াছেন। প্রত্যূষে শয্যাতাগ করিয়া তিনি স্নান করিতেন, তারপর তিন চারি ঘণ্টা কাল পূজাহ্নিকে কাটাইতেন। পূজান্তে নিজেই নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন। শিশু প্যারীলাল সময় সময় তাঁহার এই নৃত্যগীতের সঙ্গী হইতেন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে তিনি কিছুকাল বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামান্তে গীতা, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ

পাঠ করিতেন। এই সময়ে গৃহের ও পল্লীর অনেক মহিলা ও পুরুষগণ আসিয়া ভক্তিভাবে পাঠ শ্রবণ করিতেন। সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ আবার নৃত্যকীর্ত্তনে মত্ত হইতেন। নিত্য নিত্য এইভাবে তাঁহার জীবন কাটিত।

শিবনাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সমারোহ হইত। তিনি কখনও দেবীর পূজা দর্শন বা প্রসাদগ্রহণ করিতেন না। ভক্ত বৈষ্ণবগণ—জাতিভেদের কঠোরতা গ্রাহ্য করেন না। শিবনাথও এসম্বন্ধে বড় উদাসীন ছিলেন। বাড়ীর মুসলমান ভৃত্যের প্রতি কেহ কোন রকমে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন, বলিতেন-'কৃষ্ণের জীব সকলেই সমান।'

পুত্রেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সহিত ইঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সময় আলোচনা হইত। ইনি বলিতেন—"ঈশ্বর নিরাকারও সাকারও। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া ভক্তের হৃদয়ে দেখা দিতে পারেন। আমি চোখ বুজিলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী আমার আরাধ্যকে দেখিতে পাই। তোমরা তাঁকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়াছ, সেই ভাবেই তাঁর পূজা কর। যে যে ভাবে তাঁকে পূজা করে—সে সেই ভাবেই তাঁকে পায়। যারতার খাওয়াটা লোকাচার বিরুদ্ধ। আমাদের ধর্ম্মে বলে—'লোকের কাছে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার। সমসাধকদের সঙ্গে অবিচারে আহারাদি নিষেধ নাই, কিন্তু সে সঙ্গোপনে। নতুবা সমাজের বন্ধন থাকেনা, সমাজ গেলে ধর্ম্ম দাঁড়ায় কোথায়?'

শেষজীবনে, প্যারীলালের সংসারত্যাগ সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ঠিক ঠিক, আমার যা আগেই করা উচিত ছিল প্যারী তাহা করিয়া আমাকে বড় লজ্জা দিয়াছে।" এই বলিয়া ভারতের

পুণ্যতীর্থ সমূহ পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছায় ভক্ত শিবনাথ সেই যে গৃহ ছাড়িলেন, আর ফিরিলেন না। সপ্তদশ বৎসর অতীত হইয়াছে শিবনাথ নিরুদ্দেশ। আজ তিনি এলোকে কিম্বা লোকান্তরে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এইরূপ পিতার পুত্র প্যারীলাল যে স্বভাব-সাধু ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

প্যারীলালের মাতা পরম নিষ্ঠাবতী নারী; সহিষ্ণুতা, কোমলতা, এবং আড়ম্বরবিহীন বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে তিনি ভূষিতা। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারকে তিনি প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। চিরদিন ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে বাস কিন্তু সে পরিবারে অশান্তি নাই। ভ্রাতৃবধূরা চিরদিন তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উদারতা দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রদিগের ধর্ম্মকে তিনি অত্যন্ত পবিত্র মনে করিয়া শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার পুত্রেরা যখন উপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন, তিনি অতি ভক্তির সহিত তাহাতে যোগ দিতেন এবং এখনও জপমালাহস্তে ভক্তির সহিত উপাসনাস্থলে আসিয়া বসেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যখন তাঁহার এক বালিকা কন্যাকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ লুকাইয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তখন তিনি কন্যাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেদিন রবিবার ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপাসনা হইতেছিল। জননী মন্দিরে উপাসনায় গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া নিরাশ মনে কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন —"কুঞ্জ বাবা, তুই আমাকে মিথ্যাকথা বলেছিস্।" পুত্র বলিলেন— "কেন মা?" মা বলিলেন—"তোর কথায় আমি বুঝেছিলাম যে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা দেবী—ধর্ম্মের জন্যই তাঁদের সব। দেখে তো

তা মনে হ'লনা। এত বিলাসিতার মধ্যে যে ভক্তি আস্‌তে পারে তা তো মনে হয় না। কুমুদিনীকে যদি সত্যই ধর্ম্মের জন্য এনে থাকিস্‌ তাহ'লে রাখ্‌; আর যদি এম্‌নি বিবি তৈরী করিস্‌, তাহ'লে ফিরিয়ে দে—আমি নিয়ে যাই।”

তিনি জাতিভেদের কঠোরতা মানেন না। পুত্রদের বন্ধুগণ বাড়ীতে আসিলে তিনি সকলকে পুত্রনির্ব্বিশেষে একত্রে আহার করাইতেন, কখনও জাতিরবিচার করিতেন না। ইহাতে প্যারী-লালের পিতাও আপত্তি করিতেন না, বরং দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

প্যারীলালের মাতার সহিষ্ণুতা অসীম। পতি সর্ব্বত্যাগী নিরুদ্দেশ, পুত্রেরা সমাজতাড়িত গৃহত্যাগী; কিন্তু তাঁহার মুখে কোন দিন অসন্তোষের অনুযোগ শোনা যায় নাই। পতিপুত্র ধর্ম্মের জন্য সব ছাড়িয়াছেন ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে তিনি একান্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“যে বস্তুর জন্য সংসার ছারখার কর্‌লে, এত দুঃখ দিলে, বল তা পেয়েছ কি না?” তিনি আরও বলিয়াছিলেন—“কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি নাই পাছে তোদের অকল্যাণ হয়। ভগবান তোদের ভালই কর্‌বেন। তাঁকে লাভ কর্‌তে পার্‌বি, নিশ্চয় পার্‌বি।”

এই মাতার প্রভাবে প্যারীলালের ধর্ম্মজীবন শিশুকালেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই পুণ্যবতী নারী এখনও জীবিত আছেন।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আজুদিয়া গ্রামের ও তৎকাল-প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের বর্ত্তমান হীনাবস্থা ছিলনা। বিশালকায়া পদ্মানদী গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিতা ছিল। গ্রামের ধনী দরিদ্র সকলের দিন সুখে কাটিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের রোল উঠিত।

পল্লী-মাতার এই শান্তিস্নিগ্ধ বক্ষে প্যারীলালের শিশুজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

শিক্ষা।

গ্রাম্য পাঠশালাতে গুরু মহাশয়ের নিকট প্যারীলালের শিক্ষারম্ভ হয়। পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি চারমাইল দূরবর্ত্তী ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে যান। এই দীর্ঘপথ প্রতিদিন তাঁহাকে হাঁটিয়া যাওয়া আসা করিতে হইত। তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া তিনি বৃত্তি লাভ করেন। এই সময়ে পঞ্চমবর্ষীয়া এক বালিকার সহিত প্যারীলালের বিবাহ হয়।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া তিনি পাবনা জিলাস্কুলে পড়িতে যান। এই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এই সময়ে প্যারীলালের এক অদ্ভুত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি সেই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক। লোকে ইঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া ঘৃণা করিত, কিন্তু ইনি ব্রাহ্ম। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বাহিরের একটি জীর্ণকক্ষ ইঁহার আশ্রয় স্থান ছিল। মেথর জাতীয়া এক রমণী ইঁহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইত। অপরে ঘৃণা করিলে কি হয়, ইঁহার কথাবার্ত্তা চলাফেরা মধ্যে এমন একটি তন্ময় ভাব ছিল যে, স্বভাব সাধু প্যারীলাল শীঘ্রই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি মাঝে মাঝে ইঁহার নিকটে যাইতে আরম্ভ করিলেন। শিশুকালে পিতার নিকট শুনিয়াছিলেন—'কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই, কৃষ্ণের জীব সকলেই সমান'—ইঁহার জীবনে তাহার

দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেন। রোগশয্যায় কষ্ট পাইলে পিতা বলিতেন 'হরিকে ডাক সব কষ্ট যাবে'—দেখিলেন ইনি সর্ব্বদাই প্রার্থনার ভাবে থাকেন ও ধর্ম্মকথা কহেন। এমন মানুষ তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই,—একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইনি কয়েকখানি ধর্ম্ম-বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক ও একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত দিলেন, নিত্য প্রার্থনা করিতে বলিয়া দিলেন। প্যারীলাল প্রতিদিন গান ও প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাল্যকালের ঐকান্তিকতা—যাহা শুনিতেন তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। একদিন গুরু উপদেশ দিলেন—"লোকে বলে, যার তার খাওয়া তো ধর্ম্ম নয়; ঘরে বসে ঈশ্বরের নাম কর, ভাল মানুষ হও, তাহাতে ধর্ম্ম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—মুসলমানের ভাত খাওয়া ধর্ম্ম—ইহাতে নিজের ও অপরের কুসংস্কার যায়। আমরা যে মুখে বলি—সকলেই আমাদের ভাই—কাজেও তাই করা চাই। সুতরাং তোমরা সকল জাতির অন্ন অবিচারে গ্রহণ করিবে; তাহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইবে।"

প্যারীলাল উপদেশ শ্রবণ মাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন। সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর বাড়ীতে যাইয়া পিষ্টকাদি খাইয়া আসিলেন ও মুসলমানের রুটি কিনিয়া খাইলেন। ইহা তিনি ধর্ম্মভাবে করিলেন, হাল্‌কাভাবে নহে।

ছুটীর সময় বাড়ীতে আসিয়াও তিনি সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেন। পিতা, পুত্রদের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া খুব সুখী হইতেন। ভক্তির গান ও ধর্ম্মকথা শুনিয়া ভক্ত পিতা, পুত্রদের শত অপরাধ ভুলিয়া যাইতেন।

পাবনায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্যারীলাল রাজসাহী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না, শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ী ও পরে সদ্যপুষ্করিণী (রংপুর) গমন করেন। শেষোক্ত স্থানেই তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের আরম্ভ এবং তথায়ই তাহার শেষ হয়।

সপ্তপুষ্করিণী রঙ্গপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামখানির কি এক বিশেষত্ব আছে জানি না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে এই স্থানের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ভক্ত সাধক কালীশঙ্কর কবিরাজ, যিনি পরবর্ত্তী জীবনে বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দলভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ স্থান সদ্যপুষ্করিণী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বত্যাগী প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয়ের ধর্ম্ম জীবনেরও সূত্রপাত্র এই স্থানে। ইনি সপ্তপুষ্করিণী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত এবং মৌনীবাবা অর্থাৎ তৎকালীন প্যারীলাল বাবু উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা এই স্থানেই জন্ম গ্রহণ করেন।

প্যারীলালের গার্হস্থ্য জীবন নানা পরীক্ষায় পূর্ণ ছিল। বার বৎসর বয়সে পাঁচ বৎসরের এক শিশুবধূর সহিত পিতা বিবাহসূত্রে তাঁহাকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই বালিকা বধূকে একটু শিক্ষিতা করিবার জন্য প্যারীলালের শতচেষ্টা ব্যর্থ হইত। বধূ কিছুতেই পুস্তক স্পর্শ করিত না। এই পত্নীকে ধর্ম্মপত্নী করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ করি তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

পরীক্ষা।

কন্যার বয়স পাঁচ ছয় মাস হইলে পিতামহ পিতামহী তাহার অন্নপ্রাসনের আয়োজন করিলেন। প্যারীলাল তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাই বলিলেন 'কন্যার অন্নপ্রাসন ও নামকরণ ব্রাহ্ম-রীতিতে হইবে।' পিতা মাতা বলিলেন—"সে তো বেশ! তোমরা ধর্ম্ম বন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম করে, কন্যার নাম দিবে, ইহাতে আপত্তির তো কোন কারণ নাই। তোমাদের বন্ধুরা যিনি যেখানে আছেন, তাঁদের ডাক।" কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে ধর্ম্মবন্ধুরা আসিলেন, হিন্দুসমাজের আত্মীয় কুটুম্বও সকলে আসিলেন। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কন্যার নামকরণ হইল।

উপাসনান্তে আহারের সময় এক সমস্যা উপস্থিত হইল। ঐ অঞ্চলের অনাচরণীয় দুই ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই সামাজিক ব্যাপারে লোকাচার রক্ষা করিতে হইবে, সুতরাং পুত্রেরা উহাদের সহিত একত্রে আহার করিতে পারেন না। পিতা বলিলেন,—"একত্রে আহার হইতে পারে না!" কিন্তু পুত্রগণ বলিলেন—"যে সকল ধর্ম্ম-বন্ধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই একত্র পান-ভোজন হয় আজ তাঁহাদের সহিত একত্র আহার না করিয়া কপটতা করিতে পারি না।"

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল—আহারের ডাক পড়ে না। হিন্দু-সমাজের বন্ধুগণ অনেকেই আহার করিয়া চলিয়া গেলেন; ব্রাহ্মবন্ধুগণ আলোচনা, সংকীর্ত্তনাদি করিতেছেন—সকলেই অভুক্ত। শুভদিনে এই অকল্যাণ চিহ্ন দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; বাড়ীতে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

বেলাশেষে স্থির হইল, নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে আহারের আয়োজন হইবে; রাত্রিতে সকলে সেখানে আহার করিবেন।

প্যারীলালের মাতা ইহা শুনিলেন, দেখিলেন গৃহ হইতে অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি সামাজিক নিয়ম তুচ্ছ করিয়া সকলের সমক্ষে আসিয়া বলিলেন—'আপনারা আমার পুত্রস্থানীয়—আমি আপনাদিগকে একত্রে আহার করাইব; আপনারা অভুক্ত অবস্থায় ফিরিবেন না।'

মাতা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে একত্রে আহার করাইলেন। কিন্তু প্যারীলাল সেইদিন পিতাকর্ত্তৃক বন্ধুগণসহ লাঞ্ছিত হইয়া গৃহ-তাড়িত হইলেন।

তাঁহার হৃদয় অতিশয় স্নেহ-প্রবণ ছিল। পিতামাতা, ভাইভগিনী, আত্মীয়স্বজন সকলের প্রতি তাঁহার ভালবাসা বড় গভীর ছিল। কাহারও দুঃখ সহিতে পারিতেন না—কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এমন কোমল হৃদয়েই পবিত্র বৈরাগ্য অবতীর্ণ হন। পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় শতধা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং সেই আহত হৃদয়ে বৈরাগ্য অবতীর্ণ হইয়া পরমপিতাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই সময় তিনি প্রায়ই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিতেন—"আমাকে তোমরা বিদায় দাও; আমাকে নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন করিবার সুযোগ দাও।" ভগবান শীঘ্রই সে সুযোগ করিয়া দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার পত্নিবিয়োগ ঘটিল। ইহাতে তাঁহার আহত হৃদয় আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; সংসারবিমুখতা বৃদ্ধি পাইল।

পত্নিবিয়োগের পর প্যারীলাল কর্ম্মস্থান হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা গমন করিলেন। ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদের তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে নানা স্থানে গমন করিতেছিলেন। লৌহ যেমন চুম্বকদ্বারা আকৃষ্ট হয় প্যারীলাল তেমনি তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া গেলেন।

বাগআঁচড়ায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ লোক পাওয়া যাইতেছেনা শুনিয়া প্যারীলাল পাঁচ ছয় মাসের জন্য সেখানে গমন করেন। দুঃস্থ পরিবারের শিক্ষাবঞ্চিত বালকবালিকাদের জন্য তিনি সেখানে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানে সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। এখনও প্রাচীনগণ ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্মরণ করেন।

উত্তরবঙ্গে বাসকালে বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই প্যারীলাল ঐ প্রদেশের ব্রাহ্মপরিবার ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত আগ্রহের সহিত মিলিত হইতেন। বগুড়ায় কোন পরিবারের আকস্মিক বিপৎপাত হইয়াছে, প্যারীলাল তথায় উপস্থিত; রংপুরে কোন বন্ধু বিশেষ পরীক্ষায় পড়িয়াছেন, প্যারীলাল তাঁহার পার্শ্বে। উৎসব, অনুষ্ঠানে সকল বন্ধুই প্যারীলালকে আগ্রহের সহিত চাহিতেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত মিলিবার জন্য সময় করিয়া লইতেন। তাঁহার সঙ্গ-লাভের জন্য উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মগণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গের প্রভাব তাঁহারা এখনও স্বীকার করেন।

প্যারীলাল রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সৈদপুর, নিলফামারী, শিলিগুড়ী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিতেন। তিনি যে শুধু মুখে উপদেশ দিতেন তাহা নহে, দুঃখে বিপদে আত্মীয়ের ন্যায় সকলের সহিত ব্যবহার করিতেন। একবার

ছয়মাসের অবসর লইয়া তিনি পরমপূজনীয় গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কাশী অঞ্চলে গমন করেন। এই সময়েই গোস্বামীদেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

কিন্তু এরূপ প্রচারে তাঁহার তৃষিত আত্মা পরিতৃপ্ত হইল না, অনুক্ষণ ভগবৎসঙ্গ লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল এবং এইরূপ নিত্যযুক্ত অবস্থালাভের পূর্ব্বে প্রচার করাকে তিনি গুরুতর আত্মবিনাশের কার্য্য বলিয়া অনুভব করিলেন। তিনি বলিতেন— "আগে অধিকারী হই।"

তাঁহার হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না। ব্রাহ্মসমাজের বহির্ম্মুখীন অবস্থা তাঁহার হৃদয়ের এই আগুনকে আরও প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইল, সাধনা দ্বারা জীবনলাভ করিয়া, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের এই বহির্ম্মুখী গতিকে অন্তরাভিমুখী করিতে হইবে। প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আহারে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। অনেক রাত্রি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাপন করিতেন। অবশেষে সর্ব্বত্যাগী অনন্যকর্ম্মা হইয়া তপস্যা করিবেন বলিয়া সংসার ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

সংসার ত্যাগে কৃতসংকল্প সাধু প্যারীলাল যখন কার্য্যত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন তাঁহার আত্মীয়-পরিজন, ধর্ম্মবন্ধুগণ ও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছাত্রবৃন্দ ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহাকে এ সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত। গুরুশিষ্যে এমন সুমিষ্ট সম্বন্ধ একালে বিরল। যে দিন প্রকাণ্ড সভায় স্কুলে প্যারীলালকে বিদায় দিলেন ও ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন সেদিনের দৃশ্য হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

প্যারীলালের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য কিছুদিন সপ্তপুষ্করিণীতে তাঁহার গৃহে ছিলেন। তিনি দেখিতেন প্যারীলাল প্রতিদিন প্রাতে একটি বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া দন্তধাবন করিতেন। একদিন দেখিলেন, ডাল ভাঙ্গিতে গিয়া আর ভাঙ্গা হইল না। বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্যারীলাল বলিলেন যে, "সবদিন তো মন জাগ্রত থাকেনা"—আজ তিনি বৃক্ষের মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছেন। তাহাতেও চৈতন্য আছে। প্রতিদিন যে তিনি ডালখানি ভাঙ্গিয়া লন, ইহাতে সে বেদনা অনুভব করে। সেইদিন হইতে প্যারীলাল আর দাঁতন ব্যবহার করেন নাই।

কর্ম্মত্যাগ করিয়া তিনি নলহাটীতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। এখানে সকলে তাঁহার সংকল্পে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা যাঁহাকে আহ্বান করেন, পৃথিবীর সকল বাধা তাঁহার নিকটে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয়। তিনি করজোড়ে সকলকে বলিতেন—"আমি দুর্ব্বল লোক। চারিদিকের এই সকল চিত্তবিক্ষেপকারিণী ঘটনা ও প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়া আমার ন্যায় ব্যক্তির ধর্ম্মসাধন হয় না। আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দিন। আমি যদি ভগবানকে লাভ করিয়া তাঁহার আদেশ পাই, অবশ্যই পুনর্ব্বার আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। তাহাতে আমার জীবন সার্থক হইবে, আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। এ অসার জীবন লইয়া আমি কি করিব? আপনারাই বা তাহাতে কি লাভবান হইবেন?" তিনমাস এইরূপে সকলকে বুঝাইলেন, কত সান্ত্বনা দিলেন, কত আশার কথা কহিলেন। এই তিনমাস নিজেও বিশেষ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

"জন-সমাজই ধর্ম্মসাধনের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র", বন্ধুগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। বিনয়ী প্যারীলাল শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেন নির্জ্জনসাধনের আবশ্যকতা কত বেশী। মহাত্মা বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইঁহারা কি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বুদ্ধ সাতবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সত্যজ্ঞান লাভ করেন; খ্রীষ্ট জোহনের নিকট অভিষিক্ত হইয়া চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় তপস্যা করেন। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশবৎসরের ঘটনা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সময় তিনি কোন নির্জ্জন স্থানে তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের মহাকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মহম্মদ আড়াই বৎসর হোরা পর্ব্বতের উপরে গভীর তপস্যা করিয়া মহান ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগকে যদি এত কঠোর সাধন করিয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে হইয়াছিল আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের তদপেক্ষা কত অধিক সাধনার দরকার আছে! সংসারে থাকিয়া বীরসাধকগণ ধর্ম্মরক্ষা করিয়া সাধারণভাবে চলিতে পারেন, কিন্তু উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদের ন্যায় একবার নির্জ্জনে গমন করিয়া তপস্যা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে লাভ করা দুষ্কর। বর্ত্তমান ব্রাহ্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের উপরে উপরে ভাসিতেছে। ধর্ম্মের বাহিরের অভিনয় আছে—ভিতরের বস্তু নাই। পাশ্চাত্য অনুকরণে লোক ঘোর রাজসিকভাবে পূর্ণ হইয়া ভক্তিধর্ম্ম হইতে

স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; তাহার আনুসঙ্গিক দুর্ব্বলতা ও পাপ তো দেখা দিবেই। যে ধর্ম্ম এদেশকে উদ্ধার করিবে, তাহাকে এমন হাল্‌কা ভাবে সাধন করিলে চলিবে না। অতএব আপনারা কৃপা করিয়া আমার জন্য প্রার্থনা করুন—আমি নির্জ্জনে যাইয়া সেই ধন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসি। আমার জন্য, আপনাদের জন্য, এই দেশের জন্য, আপনারা আমাকে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় দিন।

সেই শান্ত মানুষ এই সকল কথা বলিতে বলিতে অনবরত অশ্রুপাত করিতেন। জগৎগুরু মহাজনেরা যেমন জীবের দশা দেখিয়া অস্থির হইয়াছিলেন, সাধু প্যারীলালের নির্ম্মল আত্মাও দেশের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের দশা দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং আত্মীয় বন্ধুগণের শত চেষ্টা আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলনা। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তিনি নলহাটী হইতে চিত্রকূট পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। যাত্রার দিন, বাড়ীর মেথরাণী যখন কাজ করিতে আসিল, মৌনীবাবা তাহাকে ডাকিলেন, বলিলেন—"তুমি আমার মা। শিশু-কালে মা স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন; এতদিন তুমি আমার সেই কাজ করিলে—তুমি আমার মা। আমি তপস্যায় যাইতেছি—তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। তোমার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমার সাধনা সফল হইবে না।" এই বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে নমস্কার করিলেন। যাত্রাকালে ভ্রাতাকে বলিলেন—"আজ আমার কি আনন্দের দিন! অতঃপর আমার, 'আমার' বলিবার ভগবান ভিন্ন আর কেহ থাকিবে না। সংসারের দিক হ'তে একেবারে অসহায় ও নিরাশ্রয় হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত নির্ভরপরতা আসে। জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমাকে সেই অনুকূল অবস্থা দিলেন। পিতা আছেন—তোমাদের দুঃখ কি?"

সাধু প্যারীলাল সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্য লাভ করিতে গৃহ ছাড়িলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে বিদায় দিয়া সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য ঘরে ফিরিলেন।

এস্থলে প্যারীলালের বালিকা ভগিনীর নিকট লিখিত কয়েকখানি ও অন্য দুই একখানি পত্র নিয়ে প্রকাশিত হইল।

ওঁ

সপ্তপুষ্করিণী

বোন,

মাঘোৎসব হইতে আসার পর তোমার কোন সংবাদই পাই নাই। একবার তোমার সংবাদদানে সুখী করিবে। তোমরা বাগানে গিয়াছিলে—আমি তোমাদের সহিত দেখা করিয়াও আসিতে পারি নাই। আমি আসিয়া অবধি অসুস্থ আছি। গত শুক্রবার হইতে অধিকতর কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। আবার সেই বমি, আবার সেই জ্বালা। আজ ভাত খাইয়াছি। ঘাম হইয়াছিল। বোধ হয় পিতার কৃপায় এখন কয়েকদিন সুস্থ শরীরে তাঁহাকে ডাকিতে পারিব। রোগযন্ত্রণাও তাঁহার শান্তিক্রোড় হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। আমাকে এবার তত অস্থির করিয়া উঠাইতে পারে নাই। আমি পিতার অপার কৃপায় মধ্যে মধ্যে এমন শান্তি সম্ভোগ করিতাম যে বাহিরের জ্বালা আমাকে বড় ক্লেশ দিতে পারিত না।—মার মত আমার মাথার নিকট বসিয়া মাথা নাড়িত। তাহাতেও আমি জগন্মাতারই স্নেহ অনুভব করিতাম।

* * * * *

তোমাদের বোর্ডিংএ উপাসনার যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার চেয়ে তোমাদের নিজেদের উপাসনার জন্য অন্য সময় (যথন অ

কোন কর্ত্তব্য নাই) নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। সে সময় রাত্রিতে হইলেই ভাল হয়। তুমি যে উপাসনা করিতেছ তাহা কাহাকেও জানিতে দিও না। গোপনে পিতাকে ডাকিবে। পিতা তোমাকে ভাল করিবেন।”

তোমার বড়দাদা
প্যারীলাল

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

১৪।১২।৮৬
সপ্তপুষ্করিণী

প্রাণের বোন,

তোমাদের পত্র অনেকদিন পাইয়াছি। আমার জ্বর হইয়াছিল বলিয়া উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া মায়ের অপার কৃপা অনুভব করিতেছি।

* * * * *

বোন, আর অধিক কি লিখিব। যাহা লিখিয়াছি তাহাই যথেষ্ট যদি ঐ মূল্যবান কথাগুলি জীবনে পরিণত করিতে পার। যে পর্য্যন্ত মাকে জ্বলন্তভাবে না দেখিতে পাও সে পর্য্যন্ত মায়ের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হও। একদিকে কৃপাময়ী মার কৃপা যেমন অপার, অন্যদিকে মা আমাদিগকে চেষ্টা করিবার শক্তিও দিয়াছেন। কেহই বিনা সাধনায় তাঁহাকে লাভ করিতে পারে নাই। মহাত্মাদিগের জীবনচরিত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই দেখিবে, ঈশাই বল, মহম্মদই বল, বুদ্ধই বল, ধ্রুবই বল আর চৈতন্যই বল কেহই সাধনা ভিন্ন মাকে লাভ করিতে

পারেন নাই। এই সকল মহাত্মাদিগেরই যখন এত সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল তখন আমরা কি ছার! বিনা চেষ্টায় বিনা সাধনায় আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব? যে বলে, বিনা সাধনায় তাঁহাকে লাভ করা যায়, সে হয় দেবতা, না হয় ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ব্যভিচার করিবার জন্য ধর্ম্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দেবতা তাঁহারা যাঁহারা অতি শিশুকাল হইতে পবিত্রভাবে লালিত পালিত হইয়াছেন, পাপ কাহাকে বলে তাহা যাঁহারা জানেন না। এই সকল লোকের পবিত্র হৃদয়ে সহজেই মার আবির্ভাব হয়। আর আমার ন্যায় পাপী যদি বলে যে বিনা সাধনায় ভবসমুদ্র পার হইব তবে নিশ্চয় জানিবে সে শঠ প্রতারক। বোন, তাই বলি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হও, ব্যাকুল হইয়া মাকে ডাক, সমস্ত বাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ কর—কৃতকার্য্য হইবে, নচেৎ কিছুই হইবে না। যদি তোমার মাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা না জন্মিয়া থাকে তবে আমার কথাগুলি শূন্যেতেই উড়িয়া যাইবে, কোন ফল হইবে না? এইরূপ আমরাও অনেক উপদেশ লাভ করিয়া প্রকৃতভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। বোন, তোমরা পবিত্র আছ, এখন হইতে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। মা তোমাদিগকে অবশ্য কৃপা করিয়া দেখা দিবেন। বোন, তাঁহাকে জীবন্ত জলন্তভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সরলভাবে অনবরত ডাকিতে থাক, মা তোমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। অবিশ্রান্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হও—পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গে বাস করিবে। নচেৎ বাসনার তীব্র আগুনে অহর্নিশি জ্বলিতে থাকিবে। বোন! আর অধিক কিছু তোমাকে বলিব না। যাহা লিখিলাম তাহাই যথেষ্ট। মায়ের

নিকট প্রার্থনা তিনি তোমাদিগকে ভাল করুন, তাঁহার ভক্ত করুন।

* * * * *

তোমার শুভাকাঙ্খী দাদা

প্যারীলাল।

(কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট লিখিত)।

প্রিয় কুঞ্জলাল,

তোমার কার্ড পাইয়া সুখী হইলাম। মায়ের কার্য্য মা-ই করিবেন। আমি ভাই কিছুদিনের জন্য বিদায় চাই। আমার আর হট্টগোল ভাল লাগিতেছে না। আমি কিছুদিন নির্জ্জনে থাকিয়া মাকে ডাকিতে চাই। ভাই! প্রায় ৮ বৎসর সংসারে খাটিলাম এবং মা অনেক শিক্ষা দিলেন, এখন আর এ সকল ভাল লাগে না। আমাকে সময় সময় অস্থির করিয়া তুলে, কেবল তোমাদের চিন্তাতে আমাকে আবদ্ধ করে। আমার অনেকদিন হইতে এই মনোবাঞ্ছা আছে, যে তুমি উপযুক্ত হইলে সংসারের ভার তোমার উপর দিয়া কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিব। এখন সময় উপস্থিত ; আমার আশা আছে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার অবকাশ আমাকে দিবে এবং সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে। আর কি লিখিব।

* * * *

তোমার দাদা

প্যারী

(সোদরোপম কোন বন্ধুর নিকটে লিখিত)

ওঁ

প্রিয়,—

তোমার কার্ডখানি পাইয়া সুখী হইলাম, কিন্তু ভাই, তোমার একটি কার্য্যে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি যদি তোমার সহোদর ভাইএর নিকট হইতে একটা জিনিষ লইতে তাহা হইলে কি তাহার প্রতিশোধের জন্য আবার তাঁহার বাক্সের মধ্যে সেইরূপ একটা বস্তু রাখিয়া আসিতে?. বোধ হয় কখনই পারিতে না। যাহা হউক, ভাই! আমার হৃদয়ে বড় আঘাত দিয়াছ।

আমি কখন রংপুর যাইব বলিতে পারি না। আমাদিগকে গালাগালি দিয়াছে তাহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই কিন্তু দেশের লোকের অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়। আমাদের স্কুলের গোলমালের কিছুই নিষ্পত্তি হয় নাই। কি হইবে তাহা দয়াময়ই জানেন। আমার মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয়। শীঘ্র সংসার ছাড়িতে পারিলেই যেন বাঁচি। [illegible] বড় ফাঁপরে পড়িয়াছে।

স্নেহের—প্যারীলাল।

[illegible]কৃপাহি কেবলম্

১৭ই জুলাই, ১৮৮৮
নলহাটী।

প্রাণের বোন,

তুমি আমাকে [illegible] কেন? আমি পূজার বন্ধ পর্য্যন্ত এখানে থাকিব—এবং—এখানে আছে। আমি ইহাদের জন্যই এ পর্য্যন্ত এখানে আছি এবং আরও দুইমাস এখানে থাকিব। আমি

জব্বলপুর লাইনের মাকুর্ণ্ডা ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ ফটকশিলা নামক প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে বাস করিব ইচ্ছা করিয়াছি, এখন দয়াময়ের কৃপা। তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না। পিতা আমাকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে রাখিয়া লালনপালন করিবেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। পিতাকে লাভ না করিয়া ফিরিয়া আসিব না। দেহ বিনাশ হইলেও ফিরিব না। তুমি জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অবশ্য অবশ্য একবার আমার সহিত দেখা করিবে। এই আমার শেষ অনুরোধ।

*　　*　　*　　*

আমার শেষ চিহ্ন পত্রের মধ্যে পাঠাইলাম। আমার শেষ কথা———এর নোটবুকের মধ্যে থাকিল। যদি আবশ্যক মনে কর পড়িয়া দেখিও।

*　　*　　*　　*

তোমার বড়দাদা
প্যারী

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্

নলহাটী
১২ আগষ্ট ৮৮

প্রাণের বোন,

আজ আমি চলিলাম। পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে প্রসন্নচিত্তে আমাকে বিদায় দাও। আমার শেষ উপদেশ এই :—

১। জীবনের লক্ষ্য ঠিক রাখিও এবং তদনুসারে চলিও।

২। জীবন প্রস্তুত না করিয়া কখনই জীবনে প্রবেশ করিও না।

৩। যখন পিতার কৃপায় স্তুতিনিন্দা সমান হইবে তখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অধিকার হইবে নচেৎ পতন অবশ্যম্ভাবী।

প্রাণ গেলেও লেখাপড়া ছাড়িও না। জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অবশ্য অবশ্য আমার সহিত একবার দেখা করিবে। আমি জব্বলপুর লাইনের মাকুণ্ডা ষ্টেশনের ৭ মাইল দক্ষিণে চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ ফটকশিলা নামক গৃহে বাস করিব ঠিক করিয়া বাহির হইলাম এখন পিতার ইচ্ছা। জীবনে কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে আমাকে না জানাইয়া কিছু স্থির করিবে না। সকলদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবে।

*   *   *   *

তোমার বড়দাদা
প্যারীলাল।

ওঁ

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্

জানকীকুণ্ড
চিত্রকূট পোঃ
(বাঁদা)

প্রাণের বোন,

তোমার পত্র পাইতে চাই। তুমি আমার আশাস্থল। অনেককেই মনে করিয়াছিলাম ভাল হইবে কিন্তু সর্ব্বত্রই নিরাশ হইয়াছি। যে পিতা তোমার এত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন অহর্নিশি তাঁহার প্রেমে মগ্ন থাকিবার চেষ্টা করিবে। দেখ, তিনি ভিন্ন আমাদের আর কিছু নাই—আর কেহ নাই। তুমি আর কিছু না, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিবে

সংসারের সকল বস্তু এবং সকল মানুষের চেয়ে তিনি প্রিয়। তাঁহার চেয়ে যদি অন্য বস্তুকে কিম্বা অন্য কাহাকে প্রিয় মনে কর' তাহা হইলে তোমার সে প্রিয় বিনষ্ট হইবে। সংস্কৃত খুব মনোযোগের সহিত পড়িবে। তোমার কি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে? পরীক্ষার ফল জানিতে চাই। খুব মনোযোগ দিয়া পড়িবে এবং কাজের লোক হইবে। সাবধান, তুমি যেন বাবু হইও না। নভেল স্পর্শও করিও না। অবকাশের সময় ধর্ম্মবই পড়িবে। Bible খুব মনোযোগ দিয়া পাঠ করিও। ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল করিয়া ব্যায়াম করিয়া হস্তপদ কার্য্যের উপযুক্ত করিও। সুখাদ্যের প্রতি আসক্ত হইও না। ভগ্নীদের সেবা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিও। তাঁহাদের জন্য তোমার জীবন এই বাক্য ঠিক মনে করিও। কাহারও প্রতি খারাপ ভাব পোষণ করিও না। কেহ তিরস্কার করিলেও তাহার উপর সদ্ভাব রাখিবে।

আমার পত্রের উপরের শিরোনামা ইংরাজিতে লিখিবে এবং নিম্নলিখিত নাম লিখিবে, কারণ আমি এখানে এই নামেই পরিচিত।

তোমার দাদা।

সত্যানন্দ ব্রহ্মদাস।

সন্ন্যাস ও তপস্যা।

যাত্রাকালে প্যারীলালের সঙ্গী—উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, ব্রহ্মসঙ্গীত ও আর কয়েকখানি গ্রন্থ। চিত্রকূট অবস্থান কালে মাসে মাসে তিনি পুস্তক চাহিয়া পাঠাইতেন। তিনি প্রথম কয়েকমাস বন্ধু-বান্ধবদিগকে পত্র লিখিতেন এবং তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে দৈনিক কার্য্যাবলী লিখিয়া রাখিতেন। আমরা তাহার প্রতিলিপি দিলাম;—

১৮৮৮

১২ই আগষ্ট রাত্রিতে নলহাটী হইতে বাহির হইয়া কোথায়ও বিশ্রাম না করিয়া ১৩ই তারিখ প্রায় ১১টা রাত্রি নাইনি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পিতার কৃপায় পরম সুখে রাত্রি এবং তাহার পরদিন ১২টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ৪টার সময় মাকুর্ণ্ডা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রিতে পথ চলা অসম্ভব বোধ করিয়া সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারের অনুরোধে পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতে করিতে সুখে সে রাত্রি সে স্থানে অতিবাহিত করিলাম।

১৫ই। পূর্ব্বদিন গাড়ী হইতে নামিলেই পিতার কৃপায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজ ইচ্ছায় আমার সঙ্গী হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, আরও একটি ব্রাহ্মণ সঙ্গে ছিলেন। পিতার দ্বারা প্রেরিত দুইটি কোল (কোল জাতীয় লোক) আমাদিগকে অর্দ্ধ রাস্তা পর্য্যন্ত পথ দেখাইতে দেখাইতে আনিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। সেখান হইতে অগ্রগামী ব্যক্তির ঘোটকের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় ১২টার সময় চিত্রকূট পৌঁছিয়া মন্দাকিনী নদীর অপরপারে সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া ফটকশিলাভিমুখে গমন করিলাম। স্থানটী ধর্ম্মের জন্যই যেন প্রস্তুত হইয়াছে। নদীর উত্তর

পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে এবং নদীর উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর মন্দির। মন্দির সকল সন্ন্যাসী এবং দেবদেবীতে পূর্ণ। ফটকশিলাভিমুখে পৌঁছিয়া নদীর মধ্যে দুইটী প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখিলাম। বোধ হইল যেন সেই দুইটীর জন্যই স্থানের নাম "ফটকশিলা" হইয়াছে। সেখানে তিন জন লোক ছিল। তাহারা স্নান করিবার জন্য এবং অন্য কার্য্যে সেখানে আসিয়াছিল। তাহারা বলিল উপরে এক ঘর আছে,—সেখানে উঠিবার রাস্তা নাই। আমি এক খাড়া উচ্চস্থান দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অপারগ হইলাম। পুনরায় চেষ্টা করিয়া, অন্য রাস্তা দিয়া উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া না কাঁদিয়া থকিতে পারিলাম না। মধ্যম রকমের একটী বাড়ী এবং তাহাতে অনেকগুলি ঘর ছিল। এখন বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যেস্থানে বসিয়া পিতাকে লাভ করিব বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে এখানে আসিলাম, সে স্থানের দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইল। * * * অনাহারে প্রায় ১৩ মাইল পার্ব্বতীয় পথ পার হইয়া আসিয়া এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া নানা প্রকার গোলযোগে পড়িলাম। একবার মনে হইল নীলকান্তকে পত্র লিখি, আর বার মনে হইল কুঞ্জলালকে টাকা পাঠাইতে লিখি এবং মহর্ষির শান্তিনিকেতনে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, খণ্ডগিরিতে প্রস্থান করি; কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে এবং পিতার কৃপা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। প্রার্থনার স্থান, কয়েকটা বড় বড় বৃক্ষের নিম্নস্থ একটী ভগ্ন ইঁদারার পার্শ্বস্থ বাঁধানো স্থান। যতই প্রার্থনা চলিতে লাগিল, ততই আশা প্রবল হইয়া অবিশ্বাস চলিয়া গেল। উপাসনা, প্রার্থনা এবং সেই স্থানেই শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত হইল।

১৬ই। পিতার অপার করুণায় একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি নানা স্থানের কথা বলিলেন। সে সকল স্থান দেবদেবীতে পূর্ণ এবং গুরুমহাশয়দের আবাস স্থান মনে হওয়াতে যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার নিকট শুনিলাম—"নানকপন্থী এক বাবাজীর প্রকাণ্ড এক বাগান এবং বাড়ী কেবল উদাসীনদের জন্য আছে? আপনি সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন।" তাহাতে আমার মন বড় আনন্দিত হইল। আমি পিতার কৃপা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহারপর তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া এই পবিত্র স্থানে আনিলেন। আসিবামাত্রই নির্জ্জন একটা প্রকাণ্ড হলে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং দুই দিনের পর অন্ন এবং রুটি আহার করিয়া প্রচুর মার কৃপা অনুভব করিলাম।

"কি স্বদেশে কি বিদেশে
মা আমার সর্ব্বদা পাশে......

নানা প্রকার কুস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

১৭ই। প্রচুর মার কৃপা সম্ভোগ করিলাম। মা অদ্য রুটি এবং পরমান্ন খাওয়াইলেন।

১৮ই। অদ্য এক প্রকার যাইতেছে। দুই দিন হইল বৃষ্টি হইতেছে। খুব প্রার্থনা চলিতেছে। মা যেরূপ করিয়া আমার বাসস্থান এবং খাদ্য দিতেছেন, তাহা তাপসমালায় কোন কোন সাধকজীবনে যে পড়িয়াছি, তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্য নয়। এমন মাকে না পাইলে আর আমি গৃহে ফিরিব না। রাত্রিতে এক প্রকার জড়তা আসিয়া ঘুমকে অধিকার করিয়াছিল।

১৯শে। আজ কালকার চেয়ে অবস্থা ভাল। পিতার কৃপায় উপাসনা গাঢ়তর হইতেছে। "যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা" এই গানের মর্ম্ম এখন আমি বুঝিতেছি।

২০শে। প্রাতঃকালে একব্যক্তি মহন্তের আজ্ঞানুসারে আমাকে অতি বিনীত ভাবে প্রস্থান করিতে বলিল। আমিও কিঞ্চিৎ প্রার্থনার পর গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলাম। পুনরায় ফটকশিলায় গেলাম। সেখানে কয়েকজন লোক ছিল; তাহারা অনসূয়া মার আশ্রমে যাইতেছিল। আমিও তাহাদের সঙ্গী হইলাম। ১২টার সময় এখানে পৌঁছিয়া, লছমন ভায়ার পত্র দেওয়ার পরই রুটি ও ভাত খাইতে পাইলাম; তাহারপর অতি সুন্দর স্থানে এক নির্জ্জন গৃহ পাইলাম। আশ্রম অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতের দ্বারা বেষ্টিত; মধ্যে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। আশ্রমে অনেক প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘর আছে এবং অনেক প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা ঐ রূপেই রহিয়া গিয়াছে; যেহেতু সিদ্ধিবাবাজির মৃত্যুতে আশ্রমের আয় কমিয়াছে।

আশ্রমবাটিকা পর্ব্বতের বাহির করা (Projecting) শিরোদেশের নিম্ন হইতে আরম্ভ হইয়া পাদদেশের নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি পাদদেশের মন্দিরের বারান্দায় থাকি। রাত্রি একপ্রকার কাটিল।

২১শে। আমি আর উপরে যাই নাই; কাজেই দিনের বেলায় আমার আর খাবার আসে নাই। সন্ধ্যায়, মায়ের করুণায়, উপর হইতে যথেষ্ট দুগ্ধ এবং রুটি পাইলাম।

২২শে। অদ্যকার উপাসনায় বড় প্রীতি লাভ করিয়াছি। মায়ের কৃপায় বিশ্বাস এবং নির্ভর বৃদ্ধি পাইতেছে। অদ্যও মা যথেষ্ট খাদ্য দিলেন।

২৩শে। পাপের জ্বালায় মন বড় অস্থির।

২৪শে। জ্বালা আরও তীব্রতর। কাঁদিতে কাঁদিতে দিন যাইতেছে। সময় সময় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার অবস্থা অন্তর্য্যামী জানেন।

২৫শে। গত কল্য বিকাল হইতে অদ্য প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। আজ যেরূপ পিতার কৃপা অনুভব করিতেছি, এরূপ জন্মে কখন করিয়াছি কিনা মনে পড়ে না।

ধন্য পিতার কৃপা!

জয় ব্রহ্মকৃপার!

ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্।

এইরূপ সময়ে যদি ব্রহ্মকৃপা লোককে রক্ষা না করে, তবে মানুষ বাঁচিতে পারে না।

২৬শে। অদ্য এক প্রকার ভালই যাইতেছে। এক ঘণ্টা অবস্থা ভাল ছিল না। কেবল অবিশ্বাসের জন্যই এইরূপ হয়। এখানে যে প্রকারে আমার খাদ্য আসিতেছে, তাহা অধিকতর আশ্চর্য্য। মার অপার কৃপায়, একটি ভ্রাতা প্রত্যহ আমার খাদ্য যোগাইতেছেন। এখানেও অল্প রুটি এবং ডাইল মিলিতেছে। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, আমি ভিক্ষা করিব না। যাহার পিতা বিশ্বাধিপ, সে ভিক্ষা করিবে কেন?

২৭শে। বিকালে খুব ভাল অবস্থায় ছিলাম।

২৮শে। আজ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় দিন যাইতেছে। পিতার কৃপা ধরিয়া আছি। দেখা যাক কি হয়।

২৯।৩০।৩১শে। অল্লাধিক পরিমাণে নরকভোগ চলিতেছে। এইপ্রকার থাকিলে জীবন-ধারণ আমার পক্ষে কঠিন হইবে। অদ্য

বিকালে প্রার্থনায় খুব ভাব হইয়াছিল। শরীরের মধ্যে কেমন এক প্রকার কার্য্য হইতে লাগিল। সমস্ত বিকাল প্রার্থনায় কাটিল। সন্ধ্যার পর যেই আসন হইতে উঠিয়াছি এবং মনে করিতেছি, দাঁড়াইয়া কিছুকাল প্রার্থনা করি, অমনি অচৈতন্য হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেলাম। কিছুকাল পরে চৈতন্য হইলে দেখিলাম, হাতে পায়ে ঘা হইয়া গিয়াছে, আর বাহিরের লোক ভিতরে আসিয়াছে, এবং আমাকে ডাকিতেছে। পিতা মঙ্গলই করিবেন, কিন্তু আমি যে বিশ্বাসী হইতে পারিতেছি না!

আমি এখানে ধর্ম্মশালায় (পান্থ-নিবাসে) বাস করি। এই তিন দিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এখানে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হওয়াতে, আমি প্রথম দিন একখানা প্রকাণ্ড পাথরের নীচে কাটাইয়াছিলাম, আর দুই দিন দুই রাত্রি স্থানাভাবে দেয়ালের মধ্যের আল্‌মায়রার নীচের তাকে বাস করিয়াছিলাম। ধন্য পিতা! প্রত্যহই আমার গৃহে আমার খাদ্য যোগাইতেছেন। আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কিছু চাই নাই।

সেপ্টেম্বর।

১লা। আজও নরকভোগ চলিতেছে। এখানে বড় গোলমাল চলিতেছে। বর্ষার পর গুহাতে বাস করিব মনে করিতেছি। বর্ষা আরও দেড়মাস থাকিবে, শুনিতেছি। যাহা হউক, পিতাই এক প্রকার করিয়া দিবেন। বিকালে কথঞ্চিৎ ভাল ছিলাম। উপরে মহন্ত মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন—"বিনা গুরুতে সিদ্ধি হইবে না", ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিছু কটুভাষাও ব্যবহার করিলেন।

২রা। আজ পিতা দয়া করিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিতে দিতেছেন। আমি যে ঘরে বাস করি, তাহার কিছু দূরে, দক্ষিণের দিকে, নদীর তীরে অত্রিমুনি এবং অনসূয়া দেবীর আশ্রম।

পৃথক পৃথক মন্দিরে উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের হৃদয়ের তেজ মানব হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া পারে না। কি অনন্ত বিশ্বাস! যখন সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, তখন একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য অমিত তেজ এবং উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন। অনসূয়া দেবী অত্রিমুনির পত্নী। এইরূপই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হওয়া উচিত। মূর্ত্তিটী প্রকৃতই হউক আর অপ্রকৃতই হউক, দেখিলেই বোধ হয় তাহার মধ্য হইতে তেজ বাহির হইতেছে। ধন্য ধর্ম্মরত্ন! তোমাকে যে পাইয়াছে, সে যুগান্তরেও মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ সঞ্চালন করিতে পারে। ধন্য ভারতমাতা! তুমি এক সময় এমন কন্যা প্রসব করিয়াছিলে, যাঁহার তেজে বনভূমি এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মাতার দুই জোড়া খড়ম প্রস্তুত হইয়াছে; এক জোড়া পিত্তলের আর এক জোড়া, বোধ হইল পাথরের। সে দুই জোড়া তাঁহার সম্মুখে একখানা ছোট চৌকির উপর স্থাপিত। আরও অনেক দেবমূর্ত্তি আছে; সেগুলির সহিত খড়মের পূজা হইয়া থাকে। অত্রিমুনির চেয়ে অনসূয়া দেবীই অধিক তেজস্বিনী ছিলেন; কারণ তাঁহার নামেই আশ্রমটি পরিচিত এবং প্রবাদ আছে, তাঁহার তপঃপ্রভাবেই স্বর্গ হইতে মন্দাকিনী নামিয়া আসিয়া আশ্রমের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। তাহার গায়ে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে, যথা—শিব, গণেশ, কালী ইত্যাদি; কতকগুলি পুরুষ এবং স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। আমি সমস্তদিন গুহার মধ্যে কাটাইয়াছিলাম।

৩রা। অবস্থা খারাপ। প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত গুহার মধ্যে ছিলাম। পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। যন্ত্রণা ক্রমাগতই

অধিকতর হইতেছে। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, আমি খাঁটি অবিশ্বাসী। পিতার কৃপায় বিশ্বাস পাইলাম।

৪ঠা। অদ্য অবস্থা ভাল। প্রার্থনা করিতে পারিতেছি। পিতা কৃপা করিয়া "করুণাময়ী মহাশক্তি" এই নাম সাধন করিতে দিয়াছেন। তাহাতে সকল মেঘ দূর হইয়াছে। আজও অবিশ্বাস একবার দেখা দিয়াছিল; কিন্তু পিতার মহাশক্তিতে কুকুরের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। সর্দ্দী হইয়া জ্বরবোধ হইতেছে। পিতার ইচ্ছাতে ইহা হইতেও মুক্তি পাইব। রাত্রিতে জ্বর অধিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু পিতার আমার প্রতি কি আশ্চর্য্য কৃপা!

৫ই। আজ প্রাতঃকালে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। জ্বর আর নাই, আহার রীতিমত প্রত্যহই চলিতেছে। পিতা যাহা দেন তাহাই খাই এবং তাহাতেই সুস্থ থাকি। আহার গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া আবার বিকালে জ্বর আসিল।

৬ই। সমস্ত দিন জ্বর থাকিল। এই দিন উপবাস দিলাম।

৭ই। এই দিন প্রাতঃকালে জ্বর ত্যাগ হইয়া শরীর সুস্থ হইল। আজও উপবাস দিলাম। রাত্রিতে কিছুমাত্র ঘুম হইল না।

৮ই। কম্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বর থাকিতে থাকিতেই ডাল ভাত আহার করিলাম। খাওয়ার পরেই জ্বর ছাড়িল।

৯ই। সমস্ত দিন সুস্থ থাকিলাম; কিন্তু রাত্রিতে ঘুম আসা বড় কঠিন হইল।

১০ই। জ্বর আসিল। বিকালে কিছু আহার করিলাম।

১১ই। ভাল রহিলাম। বিকালে কিছু আহার করিলাম।

১২ই। জ্বর হইল। অদ্য কুঞ্জলালকে পত্র লিখিলাম।

১৩ই। এখনও ভাল। শরীর খুব স্বচ্ছন্দ। পীড়াতে কখন পিতার এরূপ কৃপা অনুভব করি নাই। পিতা আমার মঙ্গলই করিতেছেন। ইহার মধ্যে পিতার মঙ্গল ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

১৪ই। জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় প্রেমময়! পিতঃ! পাপীর প্রতি তোমার অপার করুণা। এরূপ পাপীকেও কি পিতা, এরূপ ভালবাসিতে হয়? দেখ পিতা! তুমি এই বন্ধুবান্ধব-বিহীন স্থানে রোগ-শয্যায় আমাকে যেরূপ করিয়া পালন করিয়াছ, যেরূপ ভালবাসিয়াছ, তাহা তুমি জান আর আমি জানি। হায় পিতা! আমি যদি বিশ্বাসী হইতে পারিতাম তবে না গলিয়া থাকিতে পারিতাম না। পিতা! তুমি ন্যায়বান, পরম দয়ালু। তোমার উপর যখন আমার সমস্ত জীবনের ভার, তখন আর আমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। তুমি আজ যেমন আমার শরীর সুস্থ করিয়া আমাকে অপার আনন্দ দান করিতেছ, পিতা, সেই প্রকার আমার মনকে ভাল করিয়া আমার হৃদয়ে তুমি নিত্য বিরাজ কর। তোমার পদে আমার কোটী কোটী প্রণাম। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

১৫ই। পরম দয়ালু, পরমমঙ্গলময় পিতার কৃপায় আজ কয়দিন সুস্থ শরীরে অতিবাহিত করিলাম। অদ্য, সুস্থতার সংবাদ দিয়া কুঞ্জলালকে পত্র লিখিলাম।

১৬ই। পিতা! এস্থান আর আমার ভাল লাগিতেছে না। আমাকে একটা নির্জ্জন স্থান ঠিক করিয়া দাও। পিত! তুমি তো আমার অবস্থা সমস্তই জান; তবে কেন, প্রভু, আমাকে এইরূপ গোলমালের মধ্যে রাখিলে? আমি তোমাকে চাই—অন্য কিছু চাই না। আমাকে এরূপ স্থান দাও, যেখানে বসিয়া নিরাপদে তোমাকে ডাকিতে পারিব। পিতা! তুমি আমার সঙ্গে কথা বল।

আমি যে আর এরূপ করিয়া দিন কাটাইতে পারি না। আমাকে দয়া কর। দোহাই পিতা! তোমার নামে যেন আমাদ্বারা কলঙ্ক পড়ে না।

১৭ই। পরম কারুণিক, পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আর একদিন অতিবাহিত হইতে চলিল। তাঁহার অপার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি।

১৮ই। অদ্যকার দিনও পিতার কৃপায় অতিবাহিত হইতে চলিল। কেবলই পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি, তবুও পিতাকে তেমন করিয়া ধরিতে পারিতেছি না—যে প্রকার ধরিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

১৯শে। প্রাণের পিতার কৃপায় তাঁহার অপার কৃপা অনুভব করিতেছি। এখনও আমার পাপ আমাকে পরিত্যাগ করে নাই! পিতা আমাকে অবশ্য ভাল করিয়া দিবেন। রাত্রি ভালভাবে যায় নাই।

২০শে। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে পিতার অপার করুণা অনুভব করিতেছি।

২১শে। আজ আমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জর্জ্জ মুলারের জীবনের চেয়ে কম নয়। যে দুইটী ভ্রাতা আমাকে উপর হইতে এতদিন খাদ্য যোগাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন কাল সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি গুরু গ্রহণ করিয়াছেন?" আমি বলিলাম—"না। ঈশ্বরকে ডাকিয়া যদি তাঁহাকে না পাই, তবে গুরুতে আমার কি করিবে?" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল—"রাম, কৃষ্ণ কে ছিলেন?" আমি বলিলাম—"মানুষ।" ইহাতে তাহারা ভয়ানক চটিয়া আমাকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিল এবং মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য মনে করিল। আরও অনেক কথা হইয়াছিল;—তাহাতে তাহারা চটিয়াছিল। একজন অদ্য প্রাতঃকালেই গ্রামান্তরে

তাহার বাটীতে প্রস্থান করিয়াছে, অন্যটী খাবার সময় আমার খাদ্যদ্রব্য আনিতে অস্বীকার করিয়া, আমাকে উপরে যাইতে বলিয়া গেল। আমি যথাসময়ে উপরে গেলাম, কিন্তু আমাকে খাবারজন্য ডাকিল না। পিতা ঘরে বসাইয়া আমাকে খাদ্য দিবেন এই আজ্ঞা অবহেলা করিয়া উপরে আসিয়াছি বলিয়া এইরূপ ঘটিল মনে করিয়া নামিয়া আসিলাম। আজ প্রাতঃকাল হইতেই পিতা আমাকে অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে সেই লোকটী আসিয়া "আমার জ্বর হইয়াছে" বলিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? খানিকপরেই উপর হইতে আর একব্যক্তি আমার খাদ্য লইয়া উপস্থিত! ধন্য পিতা! আর কি লিখিব!

২২শে! আজ কুঞ্জলালের পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। কুঞ্জলালের পত্রের উত্তর দিলাম। এই সকল গোলযোগে পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতে অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল।

২৩শে। অবস্থা মোটের উপর ভাল।

২৪শে। অবস্থা ভাল নয়।

২৫শে। আজকার অবস্থা ভাল।

২৬শে। দিন একপ্রকার ভালয় ভালয় গিয়াছিল। রাত্রি অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল।

২৭শে। প্রার্থনা হইতেছে। শারীরিক অবস্থা ভাল বোধ হইতেছে।

২৮শে। আজ পিতার কৃপায় ভালই যাইতেছে। একটা নির্জ্জন স্থানাভাবে বড় কষ্ট হইতেছে। সিদ্ধিবাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের এখনও দশদিন বাকী আছে। আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন লোক

মিঠাই প্রস্তুত এবং অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে আসিল। আমাদের গৃহ আজও স্থির। গোলমাল হইলে চিত্রকূটে চলিয়া যাইব, ইচ্ছা করিতেছি।

২৯শে। দিন একপ্রকার ভাল ভাবেই যাইতেছে। আজও আমাদের গৃহে গোলযোগ নাই। দেখি পিতা কি করেন।

৩০শে। দিন পিতার অপার কৃপায় অতিবাহিত হইয়াছে। পিতার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

অক্টোবর।

১লা। বর্ত্তমান মাসে তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম করি। তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। তোমাকে একেবারে প্রাণ দিতে পারিতেছি বলিয়া আমার আনন্দ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি আমাকে শীঘ্রই মুক্ত করিবে, তাহাতে আর এক বিন্দুও সন্দেহ নাই। পিতা, এই মাসে আমাকে আরও উন্নত কর।

২রা। প্রাতঃকাল নীরসভাবে এবং বিকালবেলা অতি সরসভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল।

৩রা। ঐ।

৪ঠা। প্রায় ঐরূপ।

৫ই। অবস্থা ভাল না।

৬ই। পিতার কৃপায় অবস্থা অতি সুন্দর। কাল চিত্রকূট যাইব। শুনিলাম, ফটকশিলা শুরু হইয়াছে।

৭ই। মহন্ত মহাশয় আমাকে যাইতে দিলেন না। আর দুই দিন পরে তাঁহার গুরুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ। আজও আমাদের গৃহ স্থির পিতার কৃপা যথেষ্ট সম্ভোগ করিতেছি। পিতা আমাকে দিন দিন

উন্নত করিতেছেন। পিতার কৃপা আসিলে কোন গোলমাল কিছু করিতে পারে না।

৮ই। অবস্থা মন্দ নয়।

৯ই। নীলকান্তের পত্র পাইলাম। অবস্থা পিতা ভালই রাখিয়াছেন।

১০ই। অদ্য প্রাতে উঠিয়াই স্থান পরিত্যাগ করিবার যোগার করিলাম। প্রায় একটার সময় চিত্রকূট পৌছিয়া উদাসীন বাবাজিদের ওখানে বিশ্রাম করিলাম। পরে সন্ধ্যার সময়, জানকীকুণ্ডে পৌছিয়া এক গুহা পাইলাম। গুহা অতি সুন্দর। ইহাই আমার সাধনের স্থান নিশ্চয় করিলাম।

১১ই। অদ্য দিন ভাল যাইতেছে না। অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়াই গুহা পরিষ্কারে নিযুক্ত হইলাম। প্রায় বারোটার সময় গুহা-সংস্কার শেষ হইল।

১২ই। অদ্য দিন ভাল যাইতেছে না। অদ্য কুঞ্জ ও নীলকান্তের পত্রের উত্তর দিলাম। রাত্রি আরও ভয়ঙ্কর।

১৩ই। অবস্থা ভাল না। রাত্রি ভাল।

১৪ই। অদ্য পিতার অপার কৃপায় সমস্ত দিন তাঁহাকে ডাকিতে পারিতেছি। বিকালে একটি সাধুর নিকট গিয়াছিলাম। ধর্ম্মকথা হইতে হইতে এত ভাব হইল, যে তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। এই সাধু অযোধ্যা হইতে আসিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ব রাখেন।

১৫ই। অদ্যও পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি।

১৬ই। পিতার অপার করুণা বর্ষিত হইয়াছে। পিতার কৃপা ভিন্ন মুক্তির অন্য দ্বার নাই।

১৭ই। অদ্যও ভাল। ক্রমেই ভাল বোধ হইতেছে।

১৮ই। অদ্য জ্বর হইয়াছিল। অবস্থা খুব ভাল ছিল না।

১৯এ। অবস্থা পিতার কৃপায় ভাল।

২০এ। ক্রমেই ভাল।

২১এ। ঐ। রাত্রি বড় ক্লেশে গিয়াছে।

২২এ। পিতার দয়া বড় বর্ধিত হইতেছে।

২৩এ। পিতার কৃপায় ক্রমেই ভাল।

২৪এ। অতি সুন্দর ভাবে দিন যাইতেছে।

২৫এ। পিতার কৃপা অপার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়াও কীটস্থ কীটের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মানব যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারে, তাঁহা হইলে তাঁহার আর অন্ন, বস্ত্র এবং মুক্তির জন্য কোন চিন্তা থাকে না; মঙ্গলময় নিজ হস্তে তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তিনি এই অবিশ্বাসীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬এ। আমি যেস্থানে এখন জপ করিতেছি, সেস্থানের কিছু বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। স্থানটি স্বর্গ-তুল্য। ভারতে এরূপ স্থানের অস্তিত্ব খুব কম আছে; এই জন্যই পূর্ব্বতন ঋষিগণ এস্থানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির জীবন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া সংসারের অতীত হইয়া ভগবানে চিত্ত সমাধান করিতেন। তাঁহারা যে সকল গুহায় বসিয়া তপস্যা করিতেন, এখনও তাহার দুই একটী বিদ্যমান আছে। এখন পিতা আমাকে যে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার নাম 'জানকীকুণ্ড'। সমস্ত চিত্রকূটই রাম এবং সীতার লীলাভূমি। তাঁহারা এ স্থানে ঋষিদের আশ্রমে ছিলেন; বনে বনে মৃগয়া করিতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, সে সমস্ত স্থান এখন পবিত্র ভাবে

রক্ষিত হইতেছে। এস্থানে নদীর গঠন অতি সুন্দর। অতি অল্প-বিস্তৃত দুইধার হইতে যেন শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা বাঁধান দুই Projecting অংশ আসিয়া প্রায় মিলিত হইয়াছে। বোধহয় ঐ দুই অংশ সময়ে কঠিন মাটি ছিল। এখন শ্বেত প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। দুই দিকে প্রশস্ত নদী, মধ্যস্থান অপ্রশস্ত প্রণালীর ন্যায়; কাজেই নদীর বেগ এখানে অধিক এবং সর্ব্বদাই কল কল শব্দে স্বচ্ছ জল প্রবাহিত হইতেছে। এত অপ্রশস্ত যে এখন অনায়সে লাফাইয়া এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাওয়া যায়। ঐ প্রস্তরে, আমাদের পার্শ্বে (অর্থাৎ চিত্রকূট যে ধারে স্থাপিত সেই পার্শ্বে) কতকগুলি মানুষের পদচিহ্ন আছে। এখানে প্রবাদ যে সে গুলি জানকীর পদচিহ্ন। সুতরাং-ই তীর্থ স্থান। সেখানে কতলোক আসিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করে এবং গড়াগড়ি দেয়। এইস্থান সাধকদের জন্য বিখ্যাত। এ স্থানে অনেক গুলি সাধক আছেন; ইঁহারা সকলেই রামভক্ত বৈষ্ণব। ইঁহারা আমাদের দেশের বৈষ্ণবের ন্যায় নিরক্ষর নহেন। সকলেরই সংস্কৃতে এক প্রকার প্রবেশ অধিকার আছে। ভিক্ষা আর সাধনই ইঁহাদের কার্য্য। এক একজন দূরদেশ হইতে আসিয়া এক এক গহ্বরে পড়িয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদগত কুসংস্কার অতি অল্পই আছে। আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজের লোক জানিয়াও তাঁহারা ঘৃণা করেন না; একসঙ্গে বসিয়া খান দণ্ডবৎ করেন। একজন বলিলেন—"আত্মার আবার জাত কি?" যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দেব-সঙ্গ লাভ করা খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। এই সকল সাধক নদীর তীরে স্বহস্ত-খোদিত অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী সাধক দ্বারা খোদিত গহ্বরে বাস করেন। গহ্বরগুলি মাটির নীচে। সকল গুলিরই খোলার দ্বারা ছাওয়া বারান্দা আছে। একটী পাকা

কোঠাও আছে। দুইটী ঘর কেবল মাত্র খোলার ছাউনি, গহ্বর নাই। পিতা আমাকে যে গৃহটি দিয়াছেন, সেইটিই সকলের চেয়ে সুন্দর স্থানে স্থাপিত। আমার গৃহটি মাটির নীচে, তিনটি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ তিনটি অল্প-বিস্তৃত। প্রথমটিতে আলো আছে, দ্বিতীয়টি অর্দ্ধ আলো বিশিষ্ট, তৃতীয়টি প্রায়ই অন্ধকার। শীত ভিন্ন ইহার মধ্যে থাকা যায় না। শীতকালে বোধহয় কাপড় না হইলেও চলে। খোলা দ্বারা ছাওয়া একটী বারান্দা আছে; বারান্দাটির মধ্যে গলি, যেমন আমাদের দেশের দরজা ঘর। তাহার একপার্শ্বে উনুন এব খাইবার স্থান; অন্য পার্শ্বে আমি দিনের বেলায় পিতাকে ডাকি। নানাপ্রকার বৃক্ষে গহ্বরটী প'রবেষ্টিত, তাহার মধ্যে আমার প্রিয় নিমগাছই অধিক। প্রাঙ্গনটী আমি প্রস্তরদ্বারা অতি সুন্দর করিয়া লইয়াছি। পিতাই আমার সহিত কার্য্য করিয়া সুন্দর করিয়াছেন। নানাপ্রকার সুন্দর পাখী আসিয়া আমাকে আনন্দিত করে। মৎস্যগণ স্বচ্ছন্দে নদীর মধ্যে বিচরণ করে; কারণ এখানে তাহাদিগকে হিংসা করিবার কেহ নাই। নদীর মধ্যে মৎস্যের ক্রীড়া বড় সুন্দর। জানকী-কুণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি মাছ আছে। স্বচ্ছজলে তাহাদের ক্রীড়া দেখা যে কি সুন্দর, তাহা না দেখিলে জানা যায় না; আর বাঙ্গলা-দেশের লোকের তাহা বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। এখানে সকল স্থানেই মাছ মানুষকে দেখিয়া ভয় পায় না। আমার আশ্রমের নীচেও কয়েকটী মাছ আছে। আমি তাহাদিগকে ছোলা খাইতে দিই। নদীর মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের বেদীর ন্যায় সুন্দর বেদী আছে। আমার অবস্থা আজ ভাল। কল্য আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল— এখন পিতার কৃপা।

২৭শে। অধিকাংশ সময়ই সাংসারিক ভাবে অতিবাহিত করিয়াছি

বলিয়া দুঃখ পাইয়াছি; তথাপি পিতার অপার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই। অদ্য স্থানের বিবরণ লেখা হইল না।

২৮শে। আজ পিতা ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মুক্তি দিবার জন্য পিতা সর্ব্বদা প্রস্তুত, কেবল নিজ দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এত দিনে পিতার কুটীর খানি বেশ পরিষ্কার হইল। স্থানের বর্ণনা—

পূর্ব্বদিকে, নদীর অপর পারে, কিছু দূরে, পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তরে একটী লম্বা পর্ব্বত, দক্ষিণে আর একটী ঐরূপ, মধ্য স্থানে নৈবেদ্যের ন্যায় একটী ছোট পাহাড়। এই সকল পাহাড় বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত। আমার গৃহখানির মুখ উত্তর দিকে—পূর্ব্বদিকে কিছু ফিরানো; সুতরাং সূর্য্য যখন পাহাড়ের অপর পার্শ্বহইতে উদয় হয়, তখন তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। আমাদের পার্শ্বে ও পশ্চিম দিকে অনেকগুলি পাহাড় আছে; তন্মধ্যে কান্তা-নাথই সুন্দর। এই পর্ব্বতটীর সৌন্দর্য্য অপার। আমি একদিন ভাল করিয়া দেখিয়া লিখিব।

২৯শে। আজ কিছু নীরসতা অনুভব করিতেছি। অনেক দিনের পর অদ্য কেবল ভাত খাইয়াছি। দেশের খাদ্য খাইয়া বড় প্রীতি হইল।

৩০শে। আজও প্রাতঃকাল নীরসভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের উপাসনার সময়ে পিতার কৃপা অনুভব করিতে পারিলাম। বিকালে কান্তা পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহাতে অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হইয়াছিল এবং আসিতে আসিতে রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া কিছু ঠাণ্ডা লাগাতে শরীর খারাপ হইয়াছিল। কান্তা পর্ব্বতের বিবরণ—

পিতার অনন্ত সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে ইহা একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পর্ব্বতটী পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ—প্রায় গোলাকার। ইহার পাদদেশ শত শত সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার সমস্তগুলিই দেবমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। যে গুলিতে কোন প্রকার নির্ম্মিত মূর্ত্তি নাই, সে স্থানে একখানি প্রস্তর থাকিয়া তাহার কার্য্য সমাধা করিতেছে। এই মন্দিরগুলির পাদদেশ দিয়া আবার এক প্রস্তর নির্ম্মিত বলয়াকার রাস্তা পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াছে। রাস্তাটী প্রস্তর-দ্বারা উত্তমরূপে গঠিত। এই রাস্তার বাহিরে অন্যান্য লোকের আবাস স্থান; দুই এক স্থানে সীমা অতিক্রম করিয়া ভিতরেও গিয়াছে। মন্দিরগুলির উপরে, পর্ব্বতের একেবারে পাদদেশে পিতা বৃহদাকার প্রস্তর দ্বারা আর এক বেষ্টন দিয়াছেন; তাহার উপর সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। উপরের চেয়ে নীচের বৃক্ষগুলি কিছু বড় বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বতটী যে কি সুন্দর, তাহা না দেখিলে অনুভব করা কঠিন। হিন্দুগণ এই পর্ব্বতটী, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং উড়িষ্যায় আর একটী কি পর্ব্বত—এই তিন পর্ব্বতকে ভগবানের খাস পর্ব্বত বলেন।

৩১শে। আত্মার অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু গত দিবসের অনিয়মে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে পুনরায় জ্বর হইয়াছিল। পিতার কৃপায়ই জ্বর ভাল হইবে।

নভেম্বর।

১লা। পিতা আজ বিশেষ করিয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে দিতেছেন। শরীর মন সুস্থ।

২রা। পিতার কৃপা প্রচুর বর্ষিত হইয়াছে।

৩রা। পিতার কৃপায় আজ সুস্থ শরীরে থাকিয়া কাল্‌কার চেয়ে অধিকতর কৃপা অনুভব করিতেছি। পিতা আমাকে রাজ পুত্র করিয়া

এস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাকে যেস্থানে রাখিয়াছেন, তাহা সাধন ভজনের পক্ষে এই চিত্রকূটের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গৃহটি অতি পরিপাটী এবং নির্জ্জন;—এমন নির্জ্জন যে আমার দুধওয়ালা ভিন্ন অন্য লোকের সহিত প্রায়ই দেখা হয় না। যদিও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আসেন, খুব অল্প সময় থাকিয়াই চলিয়া যান। কেবল অযোধ্যা হইতে আগত একটী সাধক-বন্ধু সময় সময় আসিয়া ধর্ম্মকথাতে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এদিকে পিতার কৃপা প্রচুর বর্ষিত হইতেছে। যখনই তাঁহার চরণতলে বসিতেছি, তখনই কৃপা করিতেছেন। পিতার ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র আমাকে নবজীবন দান করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।

অন্যান্য সাধকদের দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের অনেক সময় নষ্ট হয় এবং বড় ক্লেশ পাইতে হয়। পিতার অপার কৃপায় গৃহে বসিয়া আমি তাঁহার প্রেম-খাদ্য ভক্ষণ করি। এখানে কাঁচা দুধই বিক্রয় হয়; কিন্তু পিতার কৃপায় আমার দুধওয়ালা আমার দুধ গরম করিয়া দেন। মাসের মধ্যে পনের দিন ছোলা খাই, অবশিষ্ট পনের দিনের মধ্যে পাঁচ দিন ছাতু খাই, সুতরাং আমি রান্নার দায় হইতেও এক প্রকার মুক্ত। আর সে রান্নাও অতি অল্প সময়ের জন্য, কারণ কেবল ভাত এবং রুটি ভিন্ন ত আর কিছু রান্না করি না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে জলে স্নান করি, তাহার ন্যায় নির্ম্মল জল আর কমই আছে। যদিও কৌপিন পরি, তাহা হইলেও বস্ত্রের অভাব অনুভব করি না; কারণ আমার কোট পরিলেই সমস্ত অভাব চলিয়া যায়। আর এখানে কৌপিন ধারণ লজ্জাকর নহে, কারণ আমার সহসাধকগণ সকলেই কৌপিনধারী।

আমার গৃহের দ্বার বন্ধ করিলে, শীতের বাবারও সাধ্য নাই যে প্রবেশ করে; সুতরাং শীতকষ্টও আমার এপর্য্যন্ত হয় নাই। এই প্রকারে পিতা আমাকে এখানে পরম সুখে রাখিয়াছেন। নিমন্ত্রণেরও অভাব নাই। আমি সমস্ত ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি। মধ্যে মধ্যে যদিও অবিশ্বাস আসে, শীঘ্রই পিতা তাহা হইতেও আমাকে মুক্ত করিবেন। কারণ—আমি তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছি। লোকে এমন গুরুকে ফেলিয়া মানুষকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়! এ গুরু যে কি করেন, তাহা আর কি লিখিব!—মহাপাপীকে অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধারের পথে লইয়া যান; অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করেন, অধিক কি, নিয়ত সঙ্গে থাকিয়া তাহার সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। অধিক কি লিখিব—পিতা যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

৪ঠা। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া নীরস ভাবে দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। রাত্রিতে পিতা চরণে স্থান দিয়াছিলেন।

৫ই। অদ্য প্রাতঃকালের উপাসনায় পিতার কৃপায় খুব প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম, তৎপর ছাতু দুধ ভক্ষণ করিয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম—সেই কাস্তা পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে। আমার সঙ্গী আমার দুধওয়ালা বৈরাগী। ডাকঘরে যাইয়া মার পত্র পাইলাম। তাহার উত্তর কলম অভাবে অতি বিশ্রী ভাবে দিলাম। কুটীরে আসিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাধা করিতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার পর অবস্থা ভাল ছিল না।

৬ই। মোটের উপর অবস্থা মন্দ নয়। স্বর্ণ এবং মহেশকে পত্র লিখিলাম। আমার খাদ্য—

দয়াময়ের, মঙ্গলময়ের যে পাপীর সহিত কি লীলা খেলা, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমি যেদিন এখানে পৌঁছিয়াছিলাম, কেবল সেই দিন অনাহারে ছিলাম। ফটকশিলা দেখিয়া আমি যখন

অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আর উপায়ান্তর নাই, কোথায় যাইব—কাহারও সহিত আলাপ নাই, তখন চিত্রকূটের দিকে আসিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া, একটা, ভাঙা ইঁদারার ধারে সমস্ত রাত্রি কাটাইলাম। কিন্তু যিনি কীটানুকীটেরও পর্য্যন্ত তত্ত্ব লন, তিনি কি তাঁহার পুত্রকে অনাহারে রাখিতে পারেন? এক ব্যক্তি খুব প্রাতে সেখানে উপস্থিত। সে আমারই জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সে আসিয়াই আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর সে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, আমাকে উদাসীন নানকপন্থী বাবাজীদের আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে যাওয়ার পর রুটি, ভাত, পরমান্ন প্রভৃতি পিতা আমাকে খাওয়াইলেন। এই প্রকার রুটি, লুচি, পরমান্ন প্রভৃতি খাইয়া চারিদিন সেখানে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। একেবারে সেখানে থাকিলে এক 'বাবু' হইয়া উঠিতাম, এই জন্য পিতা আমাকে অনসূয়া দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। ২০শে আগষ্ট হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সেখানে কাটাইয়াছি। পীড়ার জন্য দুইদিন উপবাস ভিন্ন আর উপবাস দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এখানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অতি বিচিত্র। প্রথম দিন যাইয়াই খাদ্য পাইলাম। দ্বিতীয় দিন আমার সেই নিভৃত স্থান হইতে আমি বড় বাহির হই নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিদ্ধি বাবাজির এক চেলা আসিয়া, আমি উপরে দেখা করিতে অথবা খাইতে যাই নাই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। তাহার পর দেখি, সন্ধ্যার সময় তিন খানা রুটি এবং দুধ আমার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর দিন বুঝি উপরে গিয়াছিলাম, কিন্তু বাঁদরের উৎপাতে এবং চাকরদের তাচ্ছিল্যে আর উপরে যাইব না ঠিক করিলাম। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে উপবাসে রাখিতে

পারেন? একব্যক্তি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিল। খাদ্য আনয়ন সহজ ব্যাপার নয়। একশত দেড়শত হাত উপর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এবং সেই ভয়ঙ্কর বাঁদরের উৎপাত সহ্য করিয়া কে কাহার জন্য খাদ্য আনিয়া থাকে? দুই তিন খানা রুটি আসিত, শেষে আমার অনুরোধে একখানা দেড়খানা আসিত। কোন দিন লুচি এবং অন্যান্য মিষ্টখাদ্যও জুটিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইতে হইতেই আর এক ব্যক্তি আসিল। সেও আসিয়া পিতার আজ্ঞায় আমার সেবায় নিযুক্ত হইল। জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রি একটা কি দুইটার সময় আমার জন্য মোহনভোগ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। পিতা এইরূপে আমার সেবায় নিযুক্ত আছেন। এই সময়ে আমার বোধ হইত, আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া মঙ্গলময় পিতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রুটি কাপড়ে বাঁধিয়া এবং ঘটিতে জল লইয়া আসিয়াছেন। এইরূপে দিন যাইতেছে, এরূপ সময়ে পূর্ব্বে কোন স্থানে লিখিত এক ঘটনাতে তাহারা আমাকে 'নাস্তিক' বলিয়া ঠাওরাইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিবে না ঠিক করিল। পরদিন বলিল—"আপনি উপরে যাইবেন।" খা'বার সময় উপরে গেলাম, কিন্তু কেহ কথা বলিল না। আমি চলিয়া আসিয়া শুইয়া রহিলাম। খানিক পরে যিনি আমার খাদ্য আনিতেন, তিনি "জ্বর হইয়াছে" বলিয়া শুইয়া কোঁ কোঁ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোঁকানি দেখিয়া ভাণ বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে, কি আশ্চর্য্য, যাহারা কোনদিন আমার খোঁজ লয় না (একদিন আমার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) এরূপ এক ব্যক্তি আমার খাদ্য দিয়া গেল। আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া খাইতে লাগিলাম। আর সেই ব্যক্তির জ্বর ঠিক এই সময় ছুটিল। তাহার পরদিনই পিতা কুঞ্জলালের দ্বারা

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া টাকা পাঠাইলেন। ঠিক এই সময় অন্য দুই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আমার সেবায় রত হইল। একদিন আবার আসিল না দেখিয়া রাত্রিতে খিচুড়ি রাঁধিয়া আমাকে খাওয়াইল। এখানে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত উদাসীনবাবাদের ওখানে রুটি এবং খিচুড়ি খাইয়া আমার বর্ত্তমান বাসস্থানে আসিলাম। এখন পিতা খাদ্যের ব্যবস্থা নিম্নলিখিত প্রণালীতে করিয়াছেন— ইহাতে আমি হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছি—

১ম	দিন	—	ভাত	এবং	দুধ
২য়	„	—	ছোলা	„	„
৩য়	„	—	রুটি	„	„
৪র্থ	„	—	ছোলা	„	„
৫ম	„	—	ছাতু	„	„
৬ষ্ঠ	„	—	ছোলা	„	„

ইহাতে আমাকে মাসে কেবল দশদিন রান্না করিতে হইবে। অদ্য আবার জ্বর হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থা মন্দ ছিল না।

আমার শয্যা।

প্রথমদিন বৃক্ষতলস্থ ভাঙ্গা ইঁদারার পার্শ্বে। তাহার পর কোট এবং ক্ষুদ্র আসনের উপর শরীরের উপরিভাগ রাখিয়া শয়ন করিয়াই যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। জ্বর হইবার পর হইতে কোট এবং আসনখানা বিছাইয়া শয়ন করিতাম। এখন কোট গায় দিই; সুতরাং আসন এবং তাহার উপরের কাপড় খানা প্রথমতঃ শুইবার সময় বিছাইয়া লই, কিন্তু তাহা থাকে না; প্রকৃতপক্ষে মাটীতেই শুইতে হয়। উপাধান একখণ্ড প্রস্তর।

চিত্রকূট।

চিত্রকূটের বসতি প্রায় এখান হইতে দেড় মাইল দূরে নদীর অপর পার্শ্বে স্থাপিত। নদীর উভয় ধার দিয়া উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির সকল শোভা পাইতেছে। স্থানটী দেখিলেই কেবল ধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়। গ্রামের মধ্যে দেওয়াল নির্ম্মিত গৃহ খাপড়া দ্বারা ছাওয়া, উপরে কাঁটা। কাঁটা না দিলে বানরভায়ারা খাপড়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আমাদের এখানে বানর নাই, কিন্তু দুই একদিন এক এক পাল আগমন করেন। তাঁহারা স্থায়ীরূপে থাকেন না, কিন্তু যেটুকু থাকেন, তাহাতেই অস্থির করিয়া তোলেন। গ্রামের মধ্যে সামান্য রকমের বাজার আছে; মিঠাই, চাল, ডাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। নদীর পরপারেও এইরূপ আর একটী বাজার আছে, আর কান্তাপর্ব্বতের নিকটও অন্য একটী আছে। এই সকল স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রামের মধ্যে সীতাপুর নামক স্থানে ডাকঘর আছে। কান্তানাথ পর্ব্বতের নিকটও এক ডাকঘর আছে। অধিবাসীদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আছেন।

আমার সুখ।

যখন পিতার অপার করুণায় নিষ্পাপ থাকি, তখন সকলই আমাকে অপার সুখ দেয়। গৃহের দিকে তাকাইলে গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ দেখি; বৃক্ষ, পর্ব্বত, বন, আকাশ সকলই মঙ্গলময় দেবতায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাই। তখন আনন্দময় পিতার পুত্র হইয়া, আনন্দে তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে থাকি। আমার সে সময়ের আনন্দ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। পিতার অপার কৃপায় আমি

দিন দিন উন্নতি-লাভ করিতেছি। পিতা আমার অবিশ্বাস দূর করিতেছেন, আমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করিতেছেন, আমার রিপুদিগকে দমন করিতেছেন। যখন পিতার প্রেমান্ন ভক্ষণ করি, প্রেমদুগ্ধ পান করি, তখন যে কি সুখ অনুভব করি—বলিতে পারি না। যখন মঙ্গলময়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রাত্রিতে ঘুমাই, তখন আর আমার কোন চিন্তা থাকে না। পীড়িত অবস্থাতে মঙ্গলময় আমাকে কোলে কোলে করিয়া রাখেন, সুতরাং আমার আর অসুখের সম্ভাবনা কি? বাসনা, লালসা প্রভৃতির দিকে মন গেলে যখন পিতাকে দেখিতে পাই না, তখন যে যন্ত্রণা অনুভব করি, তাহা অবর্ণনীয়। পাপ দুঃখের মূল। লোকে নিষ্পাপ থাকিলে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গভোগ করিতে পারে; কিন্তু নিষ্পাপ থাকা নিজের আয়ত্ত নয়। সম্পূর্ণ ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায় না। যে নিজের বলে নিষ্পাপ হইতে চেষ্টা করিবে, সে আরও পাপে পড়িবে।

আমার গৃহের সম্মুখে বাব্‌লা গাছের ন্যায় একটি কচি কচি পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী একেবারে সম্মুখে। বৃক্ষটীর পত্রে পত্রে ব্রহ্মনাম লিখা। এই বৃক্ষে কত রকম ছোট ছোট পাখী আসিয়া আমার চিত্তরঞ্জন করে, বলিতে পারি না। ইহাদের মধ্যে দুইটী পাখী অতি সুন্দর। তাহারা দেখিতেও সুন্দর, স্বরও মিষ্ট। ইহাদের মধ্যে একটী পাখী আমাকে দেখিয়া ভয় করেনা, অতি নিকটে আসে। তাহাকে দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়; পূর্ব্বকালের ঋষিদের আশ্রমের কথা মনে হয়। ইহারা এবং আর দুইটী অতি ক্ষুদ্র পাখী নিয়ত বৃক্ষে বাস করিয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছে। আমার চিত্ত বিনোদনার্থে পিতা এই সুন্দর গায়ক এবং নর্ত্তককে

নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন কোনস্থান হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিয়া গৃহের সম্মুখস্থ প্রস্তরে বসি, তখন ইহারা আমার হৃদয়ে পিতার অপার প্রেম ঢালিতে থাকে। ময়ূরগণ সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নদীতে মৎস্যগণও আমাকে অপার সুখ দেয়।

৯ই। পিতার কৃপায় অবস্থা ভাল। এ পর্য্যন্ত শরীরও ভাল আছে। বোধ হয়, ভালই থাকিবে।

ফটকশিলা।

আমি যেখানে বাস করি, সেখান হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে নদীর মধ্যে দুইখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে; তাহারই নাম ফটকশিলা। প্রবাদ, এখানে রামচন্দ্র নিজ হস্তে সীতাকে সাজাইয়া ছিলেন। উপরে একটা ভগ্ন গুহা আছে; কোন যোগী সেখানে যোগাভ্যাস করিতেন। পর্ব্বতের উপরে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বাড়ী আছে। বাড়ীটীর ভগ্নদশা।

বিকালে পিতার কৃপায় জ্বর হইয়াছিল। আমার এই সমস্ত লইয়া আমি পরমসুখে পিতার ক্রোড়ে বাস করিতেছি। যদি জীবন পাইয়া এই স্থান হইতে যাইতে পারি, তবে জগৎকে শুনাইব, পিতার কৃপা কেমন।"

তপস্যাযাত্রার প্রায় একবৎসরপরে চিত্রকূট হইতে প্যারীলাল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন;—

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

১৮। ১১। ৮৯

প্রাণের ভাই,

আইস তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি। দেখিতেছি, পিতা আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমাদের সমস্ত পরিবারকে অতি শীঘ্র প্রেমে মাতাইবেন। ধন্য পিতা! আরকি আমাদের সকলকে একেবারে তোমার করিয়া লও। অভক্ত অবিশ্বাসী আমি, তত্রাচ তুমি আমার প্রতি প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছ, না জানি বিশ্বাসী ভক্ত হইতে পারিলে কত উপকার হইত। হয়ত এতদিন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে।

প্রাণের ভাই, তুমি কোন অপরাধ কর নাই। পিতা থাকিতে এত দুঃখ কিসের জন্য? আশান্বিত হও, অতিশীঘ্র পিতা আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।—টাকা পাঠায় নাই, সে পিতারই ইচ্ছা। পিতা তোমাদের টাকা বন্ধ রাখিয়া আমাকে অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়াছেন। তুমি যে সময়ে বাড়ীতে গিয়াছিলে সে সময়—আমাকে ৫৲ টাকা পাঠায় এবং—তাহার ২। ৩ দিন পরেই ৫৲ টাকা দেয়। এই সময় একজন বৃদ্ধ সাধু পদদেশে ভয়ানক ক্ষত হওয়ায় পীড়িত হইয়া পড়েন। পিতা আমাকে লইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অমি ক্রমাগত ২। ৩ মাস পিতার কৃপায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। ২৪ এ আগষ্ট আমাদের আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া যায়। ২৫ এ আমি কাহারও নিকট ঋণ করিব না অথবা চাহিব না বলিয়া নিশ্চয় করিয়া পিতৃচরণ সেবায় নিযুক্ত থাকি। ইতি মধ্যে বৃদ্ধ নিকটবর্ত্তী সাধক-দিগের আলয়ে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া অভাব জানিতে পরিয়া তাঁহাকে একজনের উপযুক্ত কিছু আহারীয়দ্রব্য

দান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তাহাই আনিয়া আমাকে রুটি প্রস্তত করিতে দিলেন। সেই রুটিতে আমাদের আধপেটা করিয়া খাওয়া হইল। ভোজনান্তে আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, আমার একটি ছাতা আছে, কোন সাধুর নিকট বিক্রয় করিয়া অথবা রাখিয়া টাকা অনিয়া দিলে আমি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে পারি। বৃদ্ধ বলিল আজ প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, কল্য দেখা যাইবে। ইহার প্রায় ৫।৬ মিনিট পরেই উপর হইতে একটি লোক আসিল এবং কিঞ্চিৎকাল কথাবার্ত্তার পরেই বৃদ্ধের হস্তে দুটি টাকা দিল। এই লোকটি চিত্রকূটের নহে, অন্যস্থান হইতে নবাগত। সে আমাদের অভাব কিছুই জানে না এবং কথাবার্ত্তায়ও এরূপ কিছু প্রকাশ পায় নাই। এখন দেখ, কোন্ শক্তিদ্বারা চালিত হইয়া সেই লোকটি আসিয়াছিল। আরও কি তাপসমালার অলৌকিকরূপে খাদ্যজোটার বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে চাও? আরও শুন, ঐ খাদ্য যেই ফুরাইয়া আসিয়াছে আর একব্যক্তি একদিন আসিয়া একটাকা দিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে সাধকসংখ্যা অধিক হওয়াতে, এখানে এরূপ টাকা জোটা এক প্রকার অসম্ভব। ভিক্ষাই জোটেনা। তারপর ঠিক খাদ্য ফুরাইবার সময় বৃদ্ধের সন্তান ৬৲ টাকা পাঠাইয়াছিল। তাহার সে টাকা থাকিতে থাকিতে—২৲ টাকা দেয়। তাহারপর ত রীতিমত টাকা আসিতেছে। এবার ঠিক যেদিন খাদ্য ফুরাইয়াছে, পোষ্ট আফিসে যাইয়া দেখি টাকা উপস্থিত। এই প্রকারে অবিশ্বাসীদের সহিত পিতা অপূর্ব্ব লীলা খেলাইতেছেন। এখন আর অবিশ্বাস করিতে পারিনা। খাদ্য ফুরাইলে সেই দিনই খাদ্য আসিবে এ বিষয়ে পিতা একপ্রকার নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। যীশুর ৫ রুটিদ্বারা বহুসংখ্যক লোকের আহারে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিতেছি।

এ ত গেল খাদ্য সম্বন্ধে। পিতা আমার আসিবার পূর্ব্বেই এখানে সুন্দর বাসস্থান অতি সুন্দর স্থানে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার আভাস আমার ডায়রীতে জানিতে পারিবে। না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না।

কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের পর আমি পিতার অপার কৃপায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছি। এখন একবার আহার করি, একবার স্নান করি, * * *। শরীর ক্রমে পিতার সেবায় নিয়মিত হইতেছে। আমার আলস্যসত্বেও পিতা ঠিক করিয়া লইতেছেন। এই পীড়াতে পিতার পূর্ণ মঙ্গলময় ভাব খুব প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং প্রার্থনার আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। যে পত্রে তোমাদিগকে প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম তাহার পর দুই পালা অতি অল্পমাত্র জ্বর হইয়াছিল। তোমাদের অবশ্য কেহ আমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। এক বৎসরেরও অধিক পীড়িত ছিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পিতা আমাকে একবার ২।১ দিন ভিন্ন অন্যের অধীন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ১০০ হাত নীচ হইতে কলসিতে জল আনিয়া স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া পিতার চরণে বসিয়া আনন্দে আহার করিয়াছি। মুখের রুচি এবং আহারের প্রবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সকলই পিতার কার্য্য। আমার শরীররক্ষার্থে তিনি নিজে সমস্ত করিতেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তাহারপর দুরন্ত নরকযন্ত্রণায় আমার আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইত। হয়ত একদিন জ্বরের সময় ⁄৫ কি ⁄১ ছাতুই খাইয়া বসিলাম, কিম্বা ⁄। কি ⁄॥ তেঁতুলই খাইলাম, অথবা অধিক পরিমাণে গুড়ই খাইলাম। এই অবস্থায় যেরূপ বিপদ হওয়া উচিত আমার তাহার কিছুই হইত না। বরং জ্বরান্তে নব আশায় আশান্বিত

হইয়া নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিতাম। এ সকল লীলা আমাকে কে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন? পিতা আমার অবিশ্বাসের দন্তপাটি উৎপাটন এবং তাঁহার অপার কৃপা দেখাইবার জন্য করিয়াছেন। পাপ মন ইহাতেও গলিল না। আরও এই এক শিক্ষা পাইয়াছি যে পীড়াকে আর এখন ভয় করি না। এরূপ চিকিৎসক এবং সেবক আর কোথায় পাইব। গৃহে থাকিলে এই শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম না। পাপজীবনের জন্য এত নিরাশ হইয়াছ কেন? এমন পিতা থাকিতে আর নিরাশ হইও না। আমাকে যদি বিশ্বাস কর তবে শুন—দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে থাক; নিশ্চয় উদ্ধার পাইবে। পিতা বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণরূপে যে আমার উপর আত্মসমর্পণ করে আমি তাহার নীচপ্রবৃত্তি বশীভূত করিয়া দি। কেবল পাপ তাড়াইতে চাহিলে হইবে না। পিতাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতে সাধনা কর। সাধনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে বল এবং কৃপা ভিক্ষা কর। তিনি নিজে সমস্ত করিবেন। মানুষের নিকট ছুটাছুটি করিবার ভাব যতদিন থাকিবে এবং যতদিন নিজের উপর নির্ভর রাখিবে ও সম্পূর্ণরূপে আত্মবিনাশ করিতে শিখিবে না ততদিন এ সকল সত্য অনুভব অথবা সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা হইবে না। আত্মবিনাশ না হইলে পিতাকে দেখিতে পাইবে না। আত্মবিনাশের জন্য পিতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজে তাহা সাধন করিতেছেন। সেটি এই—নিজকে, নরনারীকে, জগৎকে ব্রহ্মকৃপারূপে অনুভব করা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে অনেক শত্রু এক বাণে বিনাশ হইবে। যে সর্ব্বদাই অনুভব করে—আমার শক্তির মূলে ব্রহ্মকৃপা, জ্ঞানের মূলে ব্রহ্মকৃপা, প্রাণের মূলে ব্রহ্মকৃপা এক কথায়, সকলের মূলেই ব্রহ্মকৃপা, তাহার নিকট সাধনার মহা-

শক্র অহঙ্কার স্থান পায় না। নরনারী এবং জগৎকে এইরূপে দেখিতে শিক্ষা করিলে অপবিত্রতা চলিয়া যাইবে এবং প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই কৃপাতে সিদ্ধিলাভ করিলে আর কোন অভাব থাকিবে না। তখন কেবল এক ব্রহ্মকৃপাচ্ছটা তোমার চতুর্দ্দিকে—আত্মাতে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এবং প্রত্যেক তৃণগাছিতে দেখিবে। তখন তৃণের চেয়ে নীচ হইবে—আর কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না। এই কৃপাসাধনায় আমি এখন বিশেষভাবে পিতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি।

পীড়িত অবস্থায় লালসা প্রভৃতি কতকগুলি রিপু মাথা উঠাইয়াছিল। সেগুলি পিতা আবার ক্রমে বশীভূত করিয়া দিতেছেন। এখন দিন একপ্রকারে যাইতেছে। প্রাতে উঠিয়া কিছুকাল পিতৃচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া ব্যায়াম করি। তাহার পর মুখ ধুইয়া পিতার চরণতলে বসি। অধিকাংশ সময়ই কৃপাস্মরণ এবং বিশেষ প্রকারে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। পিতার কৃপায় অনেক সময়ই সফল হই। সময়ে সময়ে পিতার মহত্বে ডুব দিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া পরম সুখী হই। সময়ে সময়ে পিতার কৃপা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা দানে নিযুক্ত থাকি। সময়ে সময়ে পিতা কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার স্বরূপ কথঞ্চিৎরূপ অনুভব করান। মধ্যে মধ্যে খাবার চিন্তা এবং বাহিরের চিন্তাও স্থান পায়, কিন্তু তাহাদের অবস্থা পিতার কৃপায় ক্রমে শোচনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। এই প্রকারে প্রায় দুইপ্রহর কাটিয়া যায়। তাহার পর কিঞ্চিৎকাল পাঠে রত হই। কখন কখন মোহ আসিয়া এরূপ করিয়া ধরে যে আমি এ সকল হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। কখন কখন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ইহারাও

ক্রমে বলহীন হইতেছে। তাহার পর আহারাদি নিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত হই। রান্না করিয়া আচ্ছা করিয়া আহার করি। প্রায় এই সকল দ্রব্যই অধিক আহার করিয়া থাকি, যথা—

আটা (উত্তম গমের)	৴।৴০
আতপান্ন	৴১০
ডাইল (মুগ কিম্বা অড়হর, ছোলা)	৴১০
	৴॥০

টিনের ছোট চামচের এক চামচ ঘৃতও তাহার সহিত সংযুক্ত থাকে। কখন কখন তরকারি টক প্রভৃতিও হয়, কিন্তু তাহা কদাচিৎ। তৎপর কিছুকাল পিতাকে স্মরণ করিতে করিতে গড়াগড়ি দিয়া কিঞ্চিৎকাল পিতার চরণতলে বসিয়া, পাত্রাদি পরিষ্কার করিয়াও কোন কোন দিন পিতার চরণতলে বসিবার সময় থাকে, কচিৎ দুই একদিন থাকে না। সন্ধ্যার সময় একটু গৃহের উপর ভ্রমণ করিয়া এবং ব্যায়াম করিয়া পিতার চরণামৃত পান করিবার জন্য বসি। কোন কোন দিন ২।১ ঘণ্টা পিতা বসাইয়া রাখেন, কোন কোন দিন শীঘ্রই শুইয়া পড়ি। কোন কোন দিন শুইয়া শুইয়া পিতার স্মরণ মনন ইত্যাদিতে অনেক সময় পিতা যাপন করান। তাহার পর ২।৩ ঘণ্টা ঘুমাই, পরেই আবার উঠাইয়া দেন। তাহার পর আর বড় ঘুম হয় না। এইরূপ দিন গত হইতেছে। ক্রমেই আশা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিরাশা অন্তর্ধান হইতেছে। এই প্রকার সর্ব্বশক্তিমান পরমদয়ালু পিতা যাহার, তাহার আবার মুক্তির জন্য চিন্তা? পাপচিন্তা নরকভোগ যদিও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিনা, তত্রাচ তাহাদের শক্তি যে খর্ব্ব হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি। পিতা শীঘ্রই আমাদের জন্য উপায় করিবেন। বাহির হইতে সাধন ভজন

সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হই এরূপ কোন সঙ্গী এখানে নাই। কেবল মাত্র পিতা আছেন। আমি আর অন্য সঙ্গী চাইনা। পিতা ভিন্ন অন্য দিকে দৃষ্টি করিলেই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সর্ব্বসাক্ষী জাগ্রত জীবন্ত দেবতা আমার গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু হইয়া আছেন। তবে আর অভাব কি? আমি তাঁহার সঙ্গেই কথা বলি, তাঁহার নিকট হইতেই অব্যর্থ উপদেশ পাই। তিনিই আবার দয়া করিয়া আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া সেই সকল সাধনায় নিযুক্ত করেন। যখন আমাকে দেখিনা তখন তাঁহাকে দেখি এবং যখন আমাকে দেখিতে পাই তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, আর পিতাকে দেখি না। পরম দয়ালু পিতা শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপেই বিশেষ ভাবে আমার নিকট প্রত্যক্ষ হন। আমার নরকভোগ তাঁহারই ইচ্ছা। আমার অহঙ্কারের দন্তপা টি উৎপাটন করিতেছেন এবং আমার মধ্যে যে কিছু নাই তাহাই চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন। পূর্ণ মঙ্গলময় শীঘ্র আমাকে মুক্ত করিয়া লইবেন। আমি আর কিছু চাই না, কেবল তাঁহার অভয় চরণ পূজা করিবার অধিকার চাই। পিতা অনেক শিখাইয়াছেন। এই প্রকার চলিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পিতার প্রতি যদি প্রেম না হয়, সংসার ছাড়িয়া বনে গেলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। তুমি কৃপাসাধনের দ্বারা প্রেম লাভ করিতে থাক। পিতা নিশ্চয়ই তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। আর একটি দ্রব্য চাই ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা। পিতাঁর নিকট প্রার্থনা করিয়া যে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার জন্য অপেক্ষা না করে, সে কখনই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ অধিকার পাইবে না। ধৈর্য্যশীল এবং সহিষ্ণু হইয়া পিতার চরণে পড়িয়া থাকিলে, তিনি উদ্ধার করিবেনই। আর কি? আর একটি কথা—সত্যবাদী হইতে শিক্ষা কর। ব্রাহ্মসমাজে এইটির

বড় অভাব। তাহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছে। উপাসনা গান প্রভৃতি মৌখিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অপরাধে অনেকে পড়িয়া মরিতেছে। সাবধান যেন তোমাদের পরিবার মধ্যে বৃথা পিতার নাম উচ্চারিত না হয়। ভাবের সহিত যতটুকু হয়, সেইটুকুই ভাল। ছোট ছোট শিশু যেন উচ্চ উচ্চ গান করিয়া পিতার অবমাননা না করেন। তাহাদিগকে কেবল সরলভাবে এই শিক্ষা দাও ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে খুব ভালবাস। যদি তাহারা ইঁচড়ে পাকা হয় তবে নিশ্চয় জানিও, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। নিশ্চয়ই তাহারা অভক্ত নাস্তিক হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিবে। কিছুই একদিনে হয় না। বালক ধ্রুবকেও ১২ বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অস্থির হইও না। স্থির ভাবে সাধনায় নিযুক্ত হও। মাসে ২খানা পত্র দিয়া কি করিবে? পিতা এই পত্রে যাহা লিখাইলেন এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া আর কিছু চাহিও। Bible তাপসমালা, Pilgrims Progress এবং অন্যান্য সাধুদের জীবনী খুব ভক্তির সহিত পাঠ করিবে। যীশু নরশ্রেষ্ঠ। তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিও না। তাপসমালার আওল হোসেন খির্কাণীর জীবন চরিত বেশ করিয়া পাঠ করিবে।

* * * * *

তোমাদের মধ্যে সাধন ভজন কি প্রকার চলিতেছে আমাকে জানাইবে এবং আমার পত্র সকলকে পড়িয়া শুনাইবে।

* * * * *

পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা না করিলে সাধনায় একটি অঙ্গ হীন থাকে। এই অভাব আমি বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা চিঠিদ্বারা এবং টাকাকড়িদ্বারা তাঁহাদের অভাব মোচন

করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। যদি পিতা দিন দেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিব।

* * * * *

তোমাদের প্রত্যেকের সংবাদ চাই। আর কি লিখিব? উপাসনাদি করিতে থাক। প্রাণের দেবতাকে প্রাণে রাখিও, বাহির করিয়া দিওনা। যখনই কোন কুপ্রবৃত্তিকে উপস্থিত হইতে দেখিবে তখনই প্রার্থনা আশ্রয় করিয়া উপবাস দিবে, ইহাতে পিতার অনুগ্রহ প্রচুর পাইবে। রাত্রি জাগিয়া পিতৃপদ মস্তকে করিয়া, প্রেমের আলো জ্বালিয়া, ব্রহ্মকৃপারূপ শাণিত অসি ধারণ করিয়া এবং উপবাসাদি ব্রত নিয়ম পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হও, নিশ্চয় সফল হইবে। তবে এখন বিদায়।

তোমার দাদা—

এই সময় প্যারিলালের তপস্যার প্রথমাবস্থা। এই তাঁহার তপস্যার আরম্ভ। ক্রমে জীবনের গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্রাদি লেখা বন্ধ করিলেন। অনুক্ষণ ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দরসপানে বিভোর থাকিতেন।

দুই বৎসর চিত্রকূটে তপস্যার পর প্যারীলাল ওঁকারনাথ পর্ব্বতে গমন করেন। চিত্রকূটে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না, প্রায়ই জ্বর হইত। তিনি শুনিলেন মধ্য ভারতে নর্ম্মদাতীরে ওঁকারনাথ সাধুভক্তের তপঃক্ষেত্র। তিনি ওঁকারনাথ যাত্রা করিলেন।

ওঁকারনাথ পর্ব্বত ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত। নর্ম্মদা এই স্থানে আসিয়া দ্বিধা হইয়া পর্ব্বতের দুই প্রান্তদিয়া বক্রগতিতে বহিয়া পর্ব্বতশেষে আসিয়া আবার মিলিত হইয়াছেন। নদীর এই বক্রগতিতে পর্ব্বতের আকার 'ওঁ' এর ন্যায় হইয়াছে। নর্ম্মদা যেন রজতরেখায়

পর্ব্বতগাত্রে 'ওঁ' লিখিয়াছেন। নদীর উপরেই পর্ব্বতগাত্রে সাধকদের গুহা।

পর্ব্বতের পাদদেশে সহর। সহরে ওঁকারনাথ শিবের মন্দির। একটি বাজার আছে। এই স্থানে ইন্দোররাজের অধীন এক ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় নরপতি বাস করেন।

প্যারীলাল চিত্রকূট হইতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে নর্ম্মদা পার হইয়া এই সহরের এক মিঠাইবিক্রেতার দোকানে বিশ্রাম করেন; পরে পর্ব্বতে উঠিয়া গুহাবাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতে তিনি স্নানাহার, নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিলেন, মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নাম মৌনীবাবা হইল।

ঘটনাক্রমে, মিঠাইবিক্রেতার দোকানে মৌনীবাবার পদার্পণের পর হইতে তাহার ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। মৌনীবাবার আশীর্ব্বাদে এইরূপ হইয়াছে মনে করিয়া সে সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সেবাধিকার ভিক্ষা করিল। মহাত্যাগী বৈরাগী মৌনীবাবার কাহারও সেবাগ্রহণের আবশ্যকতা ছিল না। তিনি তাহাদের ব্যাকুলতায় প্রতিদিন বিকাল বেলায় কেবল একপোয়া দুধ ও কিছু বেলপাতার রস গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাই তাঁহার এখনকার দৈনিক আহার।

সেবক কোন কোনদিন আধসের তিনপোয়া দুধ জাল দিয়া একপোয়া করিয়া আনিত। মৌনীবাবা বুঝিতে পারিয়া, ইহাতে তাঁহার তপঃবিঘ্ন হয় বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি সেবা গ্রহণ করেন না বলিয়া মিঠাইবিক্রেতা ও তাহার পত্নী বড় ক্ষুব্ধ হইত। অবশেষে তাহারা তাঁহার জন্য ভাল করিয়া একটি গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার অনুমতি চাহিল; মৌনীবাবা সম্মত হইলেন।

কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধপুরুষরূপে মৌনীবাবার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বিকালবেলায় একবার মাত্র গুহা হইতে বাহির হইয়া নর্ম্মদায় আসিতেন। সেই সময় দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য গুহাদ্বারে প্রতিক্ষা করিতে থাকিত। একাদশীতে সমস্তদিন উপবাসের পর কতলোক তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া জলগ্রহণ করিবার আশায় তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। এক একদিন মৌনীবাবা গুহাদ্বার খুলিয়া বিষম জনতা দেখিয়াই পুনরায় দ্বারবন্ধ করিতেন। মহারাজ হোলকার একদিন নর্ম্মদাস্নান করিতে আসিয়া মৌনীবাবাকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমদ্বারে আসেন। মৌনীবাবা দ্বার খুলিতেই তিনি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। একব্যক্তি হোলকারের পরিচয় জানাইলেন; শুনিয়াই মৌনীবাবা গুহাপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন—হোলকার দ্বাররোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"বাবা, আমাকে উপদেশ দিন।" মৌনীবাবা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—"আমি কিছুই নই।" হোলকার কর্ত্তৃক তাঁহার চরণে অর্পিত সহস্র মুদ্রা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া মৌনীবাবা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ইহার পর গুহাদ্বারে দেবনাগর অক্ষরে লিখিয়া দিলেন—

"নাহং ব্রাহ্মণঃ ন চ সাধুঃ।"

এই সময় এক ব্রাহ্ম পরিব্রাজক (পরলোকগত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয়) খাণ্ডোয়ায় আসিয়া এক বাঙ্গালী সাধু পুরুষের যশোবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে ওঁকারনাথে গমন করেন। যাইয়া দেখিলেন, তাঁহাদেরই বন্ধু সাধু প্যারীলাল। প্যারীলাল তখন মৌনী। বন্ধু যাহা প্রশ্ন করিতেন তাহার উত্তর তিনি প্রস্তরখণ্ডে লিখিয়া

দিতেন, বন্ধু তাহা আপন দৈনন্দিন লিপিপুস্তকে উঠাইয়া লইতেন। আমরা নিম্নে তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"কাহারও নিকট কোন দিন কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, কেবল ভগবানের নিকট কাঁদিয়াছি। তিনি বাধ্য করিয়া আসন, প্রাণায়াম, মনঃসংযম করিয়া দিয়াছেন। অদ্য কয়েকদিন হইল দেখিতেছি আর নিদ্রার প্রয়োজন নাই। কারণ নিদ্রা গেলেই এরূপ এক প্রকার অনুভূতি হয় যাহাতে যোগের নাশ হয়। কি বলিব—তাহা বলিয়া প্রকাশ করিবার নয়। এক কথায় ভগবান জাগ্রত জীবন্ত। যে তাঁহার শিশুসন্তান হইতে পারে তাহার অন্তর বাহিরে কোন অভাব থাকে না। প্রথম পিতা আমার অহঙ্কারের বিনাশ করিয়াছেন। কি বলিব—এই অহঙ্কারের বিনাশ জন্য কি যাতনা না আমি পাইয়াছি! এরূপ দিন গিয়াছে, এই স্থানে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছি। ভগবানের নাম লইতে গেলে অশ্লীল ভাষা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত। আমি যতই চেষ্টা করিতে যাইতাম ততই আরও খারাপ হইতাম। এক কথায় আমি একেবারে বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছিলাম। সমস্ত কেরদানি ছাড়িয়া দিয়া যতই পিতার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পিতা দিতেছেন ততই দিন দিন যেন পিতা আমাকে উচ্চ হইতে উচ্চতররাজ্যে উঠাইয়া লইতেছেন। কিন্তু শিশু হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাঁহার অপার কৃপা ভিন্ন এই প্রকার হয় না। কারণ একদিন আমি ভগবানের চরণে পড়িয়া কাঁদিতেও পারি নাই; কাঁদিতে গিয়াছি—কে যেন হৃদয়ের মধ্য হইতে বিকট হাসি হাসিয়াছে। প্রার্থনা করিতে গিয়াছি—মুখ দিয়া অশ্লীল কথা বাহির হইয়াছে। এ সকল বলিবার এখন সময় নাই। জাগ্রত জীবন্ত পিতার কথা—যদি কখনও আদেশ গ্রহণ করিতে

পারি—প্রতিস্থারে বলিব। এখন দয়াময়ের কৃপায় আমি আর ইহলোকবাসী নই—পরলোকবাসী। আমি পিতার চরণে ডুবিয়া রহিয়াছি। শাস্ত্র মিথ্যা নয়। আমি পিতার চরণ হইতে স্বতঃই যাহা পাইতেছি, শাস্ত্রের সহিত তাহা মিলিয়া যাইতেছে। গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, বাইবেল পড়, অতি পবিত্র সত্য সকল লিখিত রহিয়াছে। গীতার ন্যায় রত্ন পৃথিবীতে আর নাই। মানব জীবন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি এই রত্নে বঞ্চিত, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর নাই। গুরু গ্রহণ না করিয়া যে এই পথে যায় তাহাকে বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বাহ্যজগতের ন্যায় ইহার নিয়ম আছে; সদ্‌গুরু তাহাই প্রদর্শন করেন। যদি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় কাঁদিতে পারা যায় তাহা হইলে আর কোন অভাব হয় না। যে মন চিত্ত এবং বুদ্ধিকে তোমারা জ্ঞান বলিয়া থাক তাহা জ্ঞান নয়। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক সম্পত্তি। এই তিনের বিনাশ আছে, জ্ঞানের কখন কোন অবস্থায় বিনাশ নাই। এই তিন জড়ীয়গুণ। জ্ঞান ভগবানের অপার কৃপায় উৎপন্ন হয়। এই সকল তোমাদের জানাইতে গেলে, একখানি পুস্তক লিখার প্রয়োজন। আমার সময় এখন বড় মূল্যবান, তাই বলিতেছি, ভাই, ক্ষমা করিও। সময় নষ্ট এক মুহূর্ত্ত করিও না। যদি সে ধন পাইতে চাও তবে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে ডাক। আমি বলিতেছি, নিশ্চয় তিনি দেখা দিবেন। কেবলমাত্র সত্য লাভ করিতে গিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। এ সমস্ত এখন আর কিছু বলিব না—জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত বলিব।

"অহঙ্কার।

"শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণের মূর্ত্তি কল্পনা না করিলেও উপস্থিত হয়। জড়কে নিগ্রহ না করিলে কখনই আত্মা পরিস্ফুট হইবে না।

প্রাণায়াম না হইলে মন ঠিক হয় না। মন জড়ীয়গুণ। জড় বশীভূত না হইলে মন ঠিক কখনও হইবে না! এই নিমিত্তই আসন এবং প্রাণায়াম দরকার সর্ব্বপ্রথমে।"

"ইহাকে (এক ব্রাহ্মণ, বোধ হয় মৌনীবাবার সেবার্থী) বলিয়া দিন, অর্থ না বুঝিয়া যেন কিছু না করে। অর্থ না বুঝিয়া গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি জপ করিলে কোন ফল নাই। হিন্দি টীকাসহিত একখানা গীতা এবং একখানা ব্রাহ্মধর্ম্ম সংহিতা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কোন বন্ধুর নিকট হইতে আনিয়া দিলে উপকৃত হই।"

"চীৎকার করিয়া কাল স্বপ্ন দেখিতেছিলে। এপ্রকার করিলে যোগ হইবে না। ধ্রুবের ন্যায় না হইলে ভগবান মিলে না।"

"সমস্ত ছাড়িয়া দশবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া জীবন লাভ করিয়াছেন এবং গুরু গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, সকলের এক নিয়ম নয়।"

"প্রকাশিতের মধ্যে যাঁহারা অতি উচ্চ তাঁহারাই দেবতাশরীর-ধারী। বুদ্ধদেব অবতার বলিয়া গণ্য। সর্ব্বভূতেই ভগবানেরই প্রকাশ।"

"তবে গুরুগ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করা উচিত। বিজয় গোঁসাইকে তোমরা হেয় মনে করিও না। তুমি দেশে যাইয়া তাঁহাকে আপনার বিষয় সরল ভাবে জানাও।—রাস্তা বুঝিবার সুবিধার জন্য। যে ব্যক্তির ভগবান ভিন্ন পুস্তকপাঠ, এমন কি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ পর্য্যন্তও ভাল লাগে না সে ব্যক্তির পক্ষে গুরুগ্রহণ না করিলে চলে, যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি। সকলদিক ঠিক রাখিয়া চলিতে হইলে, কাজেই নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে হইবে। সমস্ত ছাড়, দিন রাত্রি তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদ। গুরু আবশ্যক হইলে তিনি দিবেন,

জ্ঞান আবশ্যক লইলে তাঁহার চরণ হইতে পাইবে। গৃহীর পক্ষে গুরু গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক, কিন্তু সংসার ঠিক রাখিয়া চলিবে না।"

ইহার পর ভক্তিভাজন শ্রীযুত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওঁঙ্কারনাথে গমন করেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর মৌনীবাবা তাঁহার গীতার অলিখিত অংশে যাহা লিখিয়াছিলেন তাঁহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"দয়াময়ের অপার করুণা লাভ করিয়াছি। যদি বাস্তবিকই মরিয়া কেহ বাঁচিয়া থাকে, তাহা আমার হইয়াছে। বহির্জীবনের ত কথাই নাই। আমার শরীর সম্পূর্ণ অবশ হইয়াছিল। সম্পূর্ণরূপে যদি কেহ ভগবানের শিশু হইতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি ভগবানের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হইয়া যাওয়াই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম।"

"তর্ক যুক্তি করিয়া কতকগুলি মত এবং বুদ্ধিগড়া সত্য অবধারণ করা হইয়াছে, যাহা জ্ঞান এবং ভক্তির নিকট স্থান পায় না। এখন যদি পিতা আহার দেন, আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিব। তাহার পর পিতার চরণপূজায় রত হইবার ইচ্ছা। আর নিদ্রার দরকার কি? সত্যং শিবং সুন্দরং, কখন কখন জপ করি। ওঁ হরিই আমার মূল মন্ত্র। এখানে এক সাধু ছিল। যদি পিতা কখনও দিন দেন, আপনাদের চরণের দাসানুদাস হইব। আপনাদের সঙ্গ দেবতাগণ বাঞ্ছা করেন—আমি কি তুচ্ছ।"

"মনস্থির সম্বন্ধে কি বলিব? মানুষের মুখাপেক্ষী কোন বিষয়ের জন্যই হইবেন না। ইচ্ছা এবং দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঠিক ভগবানের কচিখোকা হইতে হইবে। আলস্য ধর্ম্মজীবনের যে প্রকার এপ্রকার আর নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আলস্যকে

প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মলাভ কখনই হইবে না। এই আলস্য, যাহা সর্ব্বদুঃখের মূল তাহা পরিত্যাগের জন্য আসনসিদ্ধি দরকার। প্রাণায়ামও একটি বাহিরের উপায়। কিন্তু অহেতুকী ভক্তি ভিন্ন সকলই পণ্ড। অসত্য পরিত্যাগ অতি প্রয়োজন। স্বপ্ন পরিত্যাগ না করিলে ভগবান লাভ অতি কঠিন।

"আমি মন এবং বুদ্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি, জ্ঞানের তত্ত্ব অতি অল্পই পাইয়াছি। সুতরাং মিথ্যা বলিবার ভয়ে (মন এবং বুদ্ধিদ্বারা নির্দ্ধারিত বাক্য ঠিক নয়) তাহা বলিয়া মিথ্যাবাদী হইতে আর ইচ্ছা নাই। কর্জ্জ করা কথা অনেক বলিয়া আত্মনষ্ট হইয়াছে। মন এবং বুদ্ধি লয় হইলেই জ্ঞান লাভ করিব। তখন নিশ্চয়ই সত্য বলিব।

"ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কার্য্য করাকে আমি দোষ মনে করি না। কিন্তু অহঙ্কার নামক মহাশত্রু বিনাশ না হইলে ফলাকাঙ্ক্ষা দূর হইবে না, জ্ঞান লাভ হইবে না।

"আপনার কি উপদ্রব? চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা প্রেমিক না হইতে পারিতেছেন যাঁহাদিগকে অভ্যাসের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই গুরু গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা ভগবানের শিশু হইয়া প্রতিনিয়ত কাঁদিতে পারেন তাঁহাদিগকে আর অন্য কিছুই করিতে হয় না। ইহা আমি খাঁটি বুঝিয়াছি।"

"এক, দুই মাস পরে কখন স্নান করি।"

"আমার নয়—আমার শারীরিক দুঃখের মধ্যে স্বপ্নমাত্র আছে। আশা করি ভগবানের করুণায় অতি শীঘ্রই খাঁটি হইতে পারিব।"

"দেবীবাবু কি আছেন? নবদ্বীপবাবু এবং হেরম্ব বাবু কি আছেন?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিষয় লিখিলেন—

"প্রচার করিয়া আত্মনষ্ট না করিয়া, কোনরূপ কার্য্য করিয়া জীবন লাভ করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের এখন উচিত।"

পূজনীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৌনীবাবাকে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন,—"বুদ্ধদেবের ন্যায় জীবন্ত সাধক দেখিয়া আসিলাম। পুস্তকে বুদ্ধের কঠোর তপস্যার কথা পড়িয়াছিলাম, এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম।" মৌনীবাবা সাতবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন।

পাঁচবৎসর ওঁকারনাথ বাসের মধ্যে মৌনীবাবা একবার মাত্র সহরে গিয়াছিলেন। এক জন্মাষ্টমীর মেলায় তাঁহাকে পাল্কীর ন্যায় একপ্রকার যানে উঠাইয়া লইয়া সকলে মিলিয়া সহর পরিভ্রমণ করাইয়া আনিয়াছিল। এইদিন সহরবাসী এবং যাত্রীগণ তাঁহার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সকলে তাঁহাকে জোর করিয়া যখন যানে তুলিয়া লইল, তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি করিয়া সকলে টাকা, পয়সাকড়ি ছড়াইতে লাগিল। প্রায় আড়াই মাইল পথ এই প্রকার মিছিল হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাহকগণ তাঁহাকে গুহায় ফিরাইয়া দিয়া গেল।

মৌনীবাবা ওঁকারনাথে পাঁচবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই পাঁচবৎসরের মধ্যে দুখানি মাত্র পত্র লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খানির নকল নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাই তাঁহার শেষ পত্র, দেহত্যাগের তিন চারিমাস পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন।

প্রাণের ভাই,

তুমি যে ভাব পাইয়াছ তাহা সত্য। কিন্তু 'সমর' কথাটা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অসত্যের সহিত সংগ্রামকেই তুমি 'সমর'

বলিয়াছ। আমি তো সেই অসত্যজীবন সমূলে উৎপাটন করিয়া সত্যরত্ন লাভ করিবার জন্য জীবন অর্পণ করিয়াছি। তবে আর তোমার ন্যায় ভাই আনন্দিত না হইয়া দুঃখ কেন করিবে? অসত্য এই মন এবং ইহার কার্য্যাবলী (মন অর্থ চিত্ত, সন্দিহানবৃত্তি, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি)। বুদ্ধি অস্থায়ী, মিথ্যাবাদী এবং পরিবর্ত্তনশীল, কারণ ইহার মূলে মন মহাশয় বিরাজ করিতেছেন। স্বপ্ন প্রভৃতি মনের কার্য্য। আত্মার সহিত মিথ্যাবাদী, অস্থায়ী বুদ্ধি মহাশয়ের যোগেই অহঙ্কারের সৃষ্টি। বুদ্ধি মহাশয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেই জ্ঞানরত্ন লাভ হয়; কারণ অসত্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মাকে মুক্ত না করিয়া সত্যস্বরূপ নিরঞ্জন পুরুষকে লাভ করিবার আশা বাতুলতা মাত্র। জ্ঞান চিরস্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিষ্কলঙ্ক। জ্ঞানীর নিকট ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এক, ইহকাল, পরকাল এক এবং সর্ব্বভূত চরাচর এক। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। অসত্য হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না করিলে ভগবানের কচিখোকা হওয়া যায় না। যে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ না হইবে সে পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, কারণ সত্য অসত্য অবধারণ আমি কি প্রকারে করিতে পারি? যদি জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের আদেশ লাভ করিবার ক্ষমতা হয়, তবেই আমাকে দেখিতে পাইবে। আমি দয়াময় পরাৎপর পরম গুরুর অতিশয় কঠিন শাসনে এই জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছি যে আমি তুমি কেহই কিছু নয় সকলেই তাঁহারই প্রকাশ। আমরা সকলেই তাঁহার লীলাক্ষেত্র! তিনি হৃদয়ে বসিয়া যাহাকে যে ভাবে চালাইতেছেন সে সেইভাবে চলিতেছে। কেহই পাপী পুণ্যাত্মা নাই। বুদ্ধির সহিত আত্মার যোগেই লোককে বৃথা

অহঙ্কারে মত্ত করিয়াছে এবং নানাপ্রকার বৃথা উপাধির সৃষ্টি করিয়াছে।

দয়াময় অপার করুণা করিয়া আমার সমস্ত উপাধি বিনাশ করিয়াছেন। আমি এবং আমার এখন কিছুই নাই। সমস্ত জগতই সেই একমাত্র পরাৎপর পরমাত্মারই প্রকাশ। আমার কোন সমাজ নাই, জাতি নাই, কুল নাই, মান অপমান এবং ঘৃণা ও আদর কিছুই নাই। আমার নিকট সমস্ত সমাজ এবং সর্ব্বলোক এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার শত্রু মিত্র কেহ নাই, আমার ভাই ভগিনী, মাতা পিতা কিছুই নাই। এক ব্রহ্মই সর্ব্বভূত চরাচরে সুন্দররূপে জাগ্রত জীবন্তভাবে প্রকাশিত। আমি কাহাকে আপনার এবং কাহাকে পর বলিব এবং কাহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিব? এখন সর্ব্বজীবে এবং সমস্ত লোকে আমার সমভাব এবং অতি পবিত্রভাব। আমার মস্তক শঙ্কর, কৃষ্ণ এবং যীশু প্রভৃতি মহাত্মাগণ হইতে একটি কীটানুকীটের নিকট আমার অন্তরাত্মা দয়ালহরি প্রকৃত পক্ষে এবং ভক্তির সহিত অবনত করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এখন আমি সর্ব্বলোক সহিত সেই অখণ্ড অব্যয় পুরুষকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। এখন আমি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম পাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান এবং ব্রাহ্ম আমার নিকট এক হইয়াছে; পাপী এবং পুণ্যাত্মা এক হইয়াছে। আহা, আমার অন্তরাত্মা দয়ালহরির কতই দয়া! আমি ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া আমাকে তাঁহার কচি খোকা করিয়াছেন। এখন কাহারও নিকট কিছু চাহিতে এবং জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। দয়ালহরি আপনাআপনি প্রার্থনাবিনা সকল বিধান করিতেছেন এবং সংসার

হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আমি বিপথে যাইতে চাহিলেও ফিরাইয়া আনিতেছেন। দেখ, দয়ালহরির অপার করুণা! আমি এখানে আসিয়া কিছুদিন পরে খরচের জন্য তোমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি প্রায় একমাস তোমাদের প্রেরিত টাকার আশায় ছিলাম। কিন্তু কি আশ্চার্য্য, সে পত্র ব্যারিং, তথাপি তোমরা পাও নাই! দয়াময় এই পত্র তোমাদিগের নিকট না পৌঁছাইয়া যে আমার কি উপকার সাধন করিয়াছেন এবং কি অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। জাগ্রত জীবন্ত দয়াল হরির অপার করুণা! হরি জাগ্রত জীবন্তভাবে আমার পিতা, মাতা, গুরু এবং সেবক হইয়া অপার লীলা দেখাইতেছেন। আমি প্রায় ৪।৫ মাস হইল বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অচল হইয়া পড়িয়াছি। এই ব্যাধির প্রথম অবস্থাতে আমি সম্পূর্ণ অবশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সর্পগতিতে চলিতাম, নিজের হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত এক প্রকার গতি-হীন হইয়াছিল। সমস্ত শরীর যেন বরফে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল। হস্ত পদ সকলই আছে, অথচ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিতে অক্ষম, নিজের অন্ন গ্রহণে অক্ষম এবং শৌচাদি কার্য্য করিতেও অক্ষম। বল দেখি, এই অবস্থা হইতে কে আমাকে এই বন্ধুবান্ধব হীন নির্জ্জন স্থানে রক্ষা করিল? আমি অক্ষরে অক্ষরে লিখিতেছি,—আমার জাগ্রত জীবন্ত দয়াল হরি। হরিই নিজ হস্তে আমার বিষ্ঠাদি পরিষ্কার করিয়াছেন, আমায় অন্নপানাদি করাইয়াছেন এবং আমাকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পৃষ্ঠে করিয়া এবং নানাপ্রকারে আমাকে বহন করিয়াছেন। তুমি হয় তো ব্যাধির তীব্রতা বুঝিতেছ না; আমি দয়াময়ের করুণায় এক প্রকার মৃত্যুঘর হইতে ফিরিয়াছি। এই বাতব্যাধির উপর কাশী এবং জ্বর ছিল। দয়াময় হরি অতি

আদরের সহিত আমার সেবা শুশ্রুষা এবং চিকিৎসা করিয়াছেন। আমি তাঁহার কৃপায় এখন লাঠিভরদিয়া থাপস্ থুপস্ করিয়া রামচন্দ্রপুরের কালীর ভাইয়ের স্থায় চলিতে পারি। আশা করি দয়াময় শীঘ্রই আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবেন। আমি পীড়িত হইলাম বলিয়া যখন অন্যান্য সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল, অন্যস্থানবাসী এক ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া প্রভু আমাকে কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইলেন। এই ব্যক্তির আহ্বানে এবং কাতর প্রার্থনায় স্থানীয় ডিস্‌পেন্‌সারীর ডাক্তার মহাশয় আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত আমাকে চিকিৎসা করিতেছেন। এই ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে শুশ্রূষা করিয়াছে তাহা পিতা হইতে হয় না, মাতা হইতে হয় না, স্ত্রী হইতে হয় না, ভাই ভগ্নী হইতে হয় না এবং বেতনভোগী ভৃত্য হইতে হয় না। এই ব্যক্তি আমার নিকট কিছু আশা করে না, কেবল আমার আশীর্ব্বাদভিখারী, আমার সেবা করিতে পারিল বলিয়াই সর্ব্বদা প্রসন্ন। ভাই, আমি কি বলিব, স্বয়ং হরি এই ব্যক্তির হৃদয়ে বসিয়া আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এই ব্যক্তি জমিদারী কাছারীর পেয়াদা ছিল। একটি স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব দেখিয়া ইহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। এখন একপ্রকার সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্ত্রীর সহিত এখানে বাস করিতেছে। আমি যদি ব্যাধির প্রথম অবস্থায় তোমাকে জানাইতাম, তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্য ১০০। ২০০ টাকা ব্যয় করিতে। তাহাতেও আমি আরোগ্যলাভ করিতাম কিনা সন্দেহ। আমি একপ্রকার আরোগ্যলাভ করিয়াছি, এখন আর তোমার আসিবার প্রয়োজন নাই। আমার ভার হরির হস্তে দিয়া সুখে থাক। আমি জ্ঞানলাভ করিলে এবং হরির আদেশ পাইলে অবশ্যই আপনা হইতেই

তোমাদের সহিত দেখা করিব, কিন্তু সংসারে আর বিষপান করিবার জন্য যাইব না। দয়াময় হরি সংসার হইতে উদ্ধার হইতে তোমার দ্বারা আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার একটি কাতর প্রাণের প্রার্থনা এই—শীঘ্র সৎপথে সম্পন্ন হইবার জন্য তৎপর হও। আর আমাকে বৃথা পত্র লিখিয়া প্রয়োজন কি? হরিকে বিশ্বাস করিয়া আনন্দচিত্তে কালযাপন কর। পিতা মাতা এবং অনাথা আত্মীয়-গণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না। সময়ে সময়ে তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিও এবং আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও হরিলাভ পক্ষে তাঁহারা যেন আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কারণ সাধুবাণী—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। গীতা এবং পাতঞ্জল দর্শন পাঠ কর, সৎগুরুর অনুসরণ কর—শান্তি পাইবে।

আর আমাকে পত্র লিখিও না উত্তর পাইবে না। কারণ এক মুহূর্ত্তও আর আমাকে হরিচরণ ছাড়া করিয়া বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিও না।

আর একটী কথা, হরি যে ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া আমার সেবা করিতেছেন সেই ব্যক্তিকে যদি সংসার মুক্ত করিবার জন্য তোমার হৃদয়বাসী দেবতা বলেন তবে তাহার ঋণশোধার্থ ২০৲ টাকা এবং পুস্তক ক্রয়ার্থ ১০৲ টাকা এরূপভাবে পাঠাইবে যে সে যেন না বুঝিতে পারে তুমি তাহার প্রেরণ কর্ত্তা এবং আমি তাহাতে সংস্পৃষ্ট আছি। তাহার ঠিকানা অন্যকাগজে দিতেছি। যদি কিছু পাঠাও, শিবরাত্রের পূর্ব্বে যেন পাঠাও। কারণ আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে এবং গীতা পাঠ সমাপ্ত হইলে, দেশে যাইয়া ঋণ শোধ করিয়া তীর্থদর্শনার্থ বাহির হইবে। এই স্থানের সঙ্গ অত্যন্ত খারাপ বলিয়া এখানে থাকিতে সে প্রস্তুত নয়।

Sree Ramgi Brahman.

C/o Babu Lachmi Narayan Seth.

mandata Po. Onkarji. Khandua.

এক আত্মন্! যদি তোমার অন্তরাত্মা এই ব্যক্তিকে ঋণ মুক্ত করিয়া প্রসন্ন হয় তবে করিবে নচেৎ নয়। এই ব্যক্তি যেমন আমার সেবা করিতে পারিল বলিয়াই সুখী এবং আমি দিন দিন রোগমুক্ত হইতেছি দেখিয়াই সুখী তোমার অন্তরাত্মা যদি তোমাকে সেইরূপ সুখী করেন তবে পাঠাইবে, নচেৎ নয়। তুমি যদি আমার কঠিন পীড়ার সময় একদিন ইহার কার্য্যাবলী দেখিতে তবে দেবতা বলিয়া ইহার চরণে নত হইতে। ফলতঃ হরি এই ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া আমার মা হইয়া মুখে অন্ন তুলিয়া খাওয়াইয়াছেন। পিতার কার্য্য করিয়াছেন, আত্মীয় ভাই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, উপদেষ্টার কার্য্য করিয়াছেন, মুটের কার্য্য করিয়াছেন, নাপিতের কার্য্য করিয়াছেন এবং অবশেষে আশ্চর্য্যরূপে মেথরের কার্য্য করিয়াছেন। দুইহাত দিয়া আমার বিষ্ঠাগুলি ফেলিয়াছেন এবং প্রসন্ন চিত্তে ফেলিয়াছেন। নিশ্চয়ই বলিতেছি, .. তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলে কত সংবাদপত্রে এই ব্যক্তির প্রশংসাবাদ উঠিত। আমি বলিতেছি এই ব্যক্তি ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তা নয়, সেই হৃদয় বিহারী দয়াল হরিই ইহার কর্ত্তা।

কুমুদ এবং তোমার অধীনস্থ সকলকে গীতাপাঠ করাইবে এবং সদ্‌গুরুর অনুসরণ করাইবে। কুমুদকে যদি সংসার হইতে বাহির করিয়াছ, সে যাহাতে সৎপথে সম্পন্ন জ্ঞানলাভ করে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। তাহাকে পুস্তকপড়া বিদ্যা এবং কার্য্য করা ধর্ম্ম

দিয়া ক্ষান্ত হইও না। সে এবং——এবং অনাথা ভগিনীগণ যাহাতে জ্ঞানাপন্ন হইয়া তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। যদি ভগবান আকর্ষণ করেন, অতি শীঘ্রই তোমরা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার জন্য ছুটিবে।

আমি এত লিখিলাম বলিয়া মন এবং বুদ্ধি মহাশয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া আমার কোন motive আছে বলিয়া মনে করিওনা। আমার তোমার নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট পত্র লিখিতে ইচ্ছা ছিলনা, কেবল আমার সম্বন্ধে তোমার ভুল সংশোধন করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। আমি সংসারে ফিরিব বলিয়া যে আশা মনে ধারণ করিতেছ, তাহা মিথ্যা। বৃথা অর্থব্যয় এবং কষ্ট পাইয়া আমাকে দেখিতে আসিওনা। হরিকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।

যদি পূজনীয় গুরু বিজয়বাবুকে একবার আমার দুঃখের কথা শুনাইয়া এইদিকে পাঠাইতে পার, পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। আমি ভগবানকে সাক্ষী করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

সর্ব্বশেষে, এই ব্যক্তিকে টাকা পাঠাইলে নোট রেজেষ্টারী পত্রের মধ্যে ভরিয়া পাঠাইও এবং দেবনাগর অক্ষরে কেবল এই কথা লিখিবে—ঋণশোধ দেনা, পুস্তক কেননা।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কোন বিশিষ্ট শিষ্য বলিয়াছেন, মৌনীবাবা গোস্বামীদেবকে একান্ত দৈন্যপ্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে গোস্বামী মহাশয় নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ;—

"বাহিরের ধর্ম্মলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত গুরুর, সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মেনা। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু বনে বনে

পদ্মপলাশলোচন বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মদর্শন পাইলেন না ; ঈশা জন্‌দি ব্যাপ্‌টিষ্টের নিকট দীক্ষিত, চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ব্যতীত ব্রহ্মদর্শন হয়না। আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনীও হইবেন লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে—তাহাতে প্রকৃত বস্তুলাভ হইবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করিতে চান তবে অন্তরের পূর্ব্বসংস্কার দুর করুন। কি সত্য কি অসত্য তাহা আপনি জানেন না, এখনও সেই পূর্ব্বের শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে, ব্রহ্মদর্শনে প্রকৃত জ্ঞান যখন উজ্জ্বল হইবে তখন এক একটি সত্য জানিতে পারিবেন। গুরু করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয় তখনই দর্শন পাওয়া যায়। অন্তরে যে বাসনা আছে তাহা পাইবেন, ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্ম-প্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবেন না ; যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে ততক্ষণ ব্রহ্মসহবাসও অনেক দূরে।

"আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে আপনি তাহা করিয়াছেন, এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভগবান সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্য জগতের কোন কার্য্য যেমন অনায়াসে চলেনা সেইরূপ অন্তর্জগৎও নিয়মভিন্ন চলে না। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি এই জন্য এত লিখিলাম।"

ইহার কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয় ওঁকারনাথ যাইবার জন্য উতলা হইয়া উঠেন এবং যাত্রার সকল আয়োজনও হয়। কিন্তু যাত্রাকালে কোন অজ্ঞাত কারণে যাওয়া স্থগিত করেন এবং প্রকাশ করেন—কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

মৌনীবাবার জীবন আলোচনা করিলে বোঝাযায় যে তিনি অতি দীন এবং শান্ত সাধক ছিলেন, উৎসাহী ও উদ্যমশীল প্রচারক ছিলেন না। আত্মগোপনই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, আত্মপ্রকাশে তিনি সতত সঙ্কুচিত ছিলেন। আপনার ক্ষমতা ও গৌরব যে কিছু আছে তাহা তিনি জানিতেনই না। আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীন জ্ঞান করিতেন, অপরকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রচারোৎসাহ স্বাভাবিক নহে।

সচরাচর দুই শ্রেণীর লোককে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা যায়। কতিপয় ক্ষণজন্মা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশ লাভ করিয়া মানব সেবায় জীবন সমর্পণ করেন, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই রাখেন না; আর এক শ্রেণীর উৎসাহী ও আত্মপ্রভাবশীল ব্যক্তি সংসারের লোকের পাপ ভ্রষ্টাচার দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। ইঁহারা আপন শক্তি ও সামর্থ্যকে তাহাদের উদ্ধার সাধনে নিয়োগ করেন। দেব প্রসাদই প্রথম শ্রেণীর সম্বল; দ্বিতীয় শ্রেণী আত্মপ্রভাবকে প্রধান রূপে অবলম্বন করেন। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক ঈশ্বরবিশ্বাসী ও সরলচিত্ত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু কার্য্যগত জীবনে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে ও এই পার্থক্যের উপরে ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ সত্য সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়।

মৌনীবাবার আত্মপ্রভাব মাত্রও ছিল না। তিনি জানিতেন না যে তাঁহার দ্বারা তাঁহার প্রভু কি কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। তিনি ভগবানের হস্তের যন্ত্রের ন্যায় চিরদিন চলিয়াছেন। যাঁহারা অনেক বলিলেন তাঁহাদের অনেক কথাই যেন নিষ্ফল হইয়া গেল,

কিন্তু যিনি মৌনী রহিলেন তাঁহার কথা শুনিবার জন্য অসম্ভব জনতা হইল! মৌনীবাবার জীবন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে কথা না বলার কি মহতী শক্তি! আমরা আত্মার শক্তিতে বেশী আস্থা স্থাপন করিতে শিখি নাই বলিয়াই বোধ হয়, বাক্যের শক্তির উপর বেশী নির্ভর করিতে যাই, তাই অনেক সময় বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র হইয়া যায়। ওঁকারনাথে প্রতিদিন অপরাহ্নে মৌনীবাবার দর্শনার্থ বহুলোক সমবেত হইতেন, প্রতি একাদশী তিথিতে অপরাহ্নে সহরের অধিকাংশ লোক মৌনীবাবাকে দর্শন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন; পূজা পর্ব্বে সহস্র লোক মহারাজা হইতে দীনতম ভিখারী পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন লাভ আশায় উপস্থিত থাকিতেন। ইহা নীরব প্রচার, জীবনদ্বারা প্রচার।

মৌনীবাবার একজন একান্ত অনুরক্ত ভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"মৌনীবাবা সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা যাহা কল্পনা বা অনুমান বা অনুভব করিয়া থাকি, অথবা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, মৌনীবাবা দিব্যচক্ষে তাহা দর্শন করিতেন। এইজন্যই বোধ হয় সাধনার চরমাবস্থায় তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "প্রচার, তপস্যা বা সাধনার অঙ্গ নহে, ইহাকে তপস্যা বা সাধনার ফল বলিতে হয় বল।" সত্যদর্শী সিদ্ধপুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা লোকালয়েই থাকুন বা লোকসঙ্গ ত্যাগই করুন, বাক্যদ্বারা উপদেশ প্রদান করুন বা মৌনাবলম্বন করুন, তিনি ইচ্ছা করুন বা না করুন, তাঁহার অর্জ্জিত সত্য, তাঁহার সাধনার ধন জগতের ধর্ম্মভাণ্ডারে মুমুক্ষু ও ব্যাকুলাত্মাদিগের জন্য সঞ্চিত রহিয়া গেল। যিনি চাহিবেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ত কত

মহৎ উপদেশ শ্রবণ করি এবং কত মহৎ সঙ্গ লাভ করি, কিন্তু তাহা সব সময় কি সার্থক হয়? সরলভাবে স্বীকার করিতেই হইবে, অনেক সদুপদেশ ও সাধুসঙ্গ জীবনে ব্যর্থ হইয়া থাকে। কেন এরূপ হয়? হয়, উপদেষ্টা সাধু ব্যক্তি তেমনভাবে স্বীয় সত্যদর্শন করেন নাই, শেখা কথা বলিয়াছেন মাত্র; না হয়, শ্রোতা উন্মুখ নহেন, অর্থাৎ অনধিকারী। মৌনীবাবা এই কারণেই বারবার বলিতেন, এ দেশের লোকের নিকট প্রচারের এ প্রণালী সফল হইবে না। চতুর ব্যক্তিরা যেমন স্বল্পপুঁজী ফিরিওয়ালাদের নিকট হইতে সহজে কোন বস্তু ক্রয় করেন না, তাহারা ভেল জিনিস দিয়া অধিক মূল্য আদায় করিবে বলিয়া ভয় করেন, এ দেশের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ, সেইরূপ, ভ্রমণশীল উপদেষ্টাদিগের নিকট হইতে সহজপ্রাপ্য সত্য সকল সমধিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। যেখানে মহাজনেরা বিরাট দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, একদরে খাঁটি জিনিস সেখানে মিলিবে বলিয়া লোকেরা বিশ্বাস করেন। সাধক মহাজন—যাঁহারা পবিত্র তপঃক্ষেত্রে সত্যধন লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, ভারতীয় মুমুক্ষুব্যক্তিগণ সহজে সেখানে যান এবং বিশ্বাস ভক্তি সহকারে সেখান হইতে সত্য লাভ করেন। এই সমস্ত সিদ্ধাত্মাগণ লোকের দ্বারে দ্বারে মুক্তি বিতরণ করিয়া বেড়ান নাই, লোকে মুক্তির সমাচার চিরদিন এই শ্রেণীর ধর্ম্মাত্মার নিকট হইতেই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল চিন্তা মৌনীবাবার হৃদয়কে এমন সজোরে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, প্রচারের বর্ত্তমান সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিজনোচিত তপোবনের আশ্রয় লইতে ও মুনিজনোচিত মৌনব্রত অবলম্বন করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। গভীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধনা ভারতের

তপোবনেই হইয়াছিল। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য যোগ শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ভারতবর্ষের ঋষিদিগের দিকে চাহিতে হইবে এবং যথাসম্ভব তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—মৌনীবাবার মত এই প্রকার ছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ, প্রধানতঃ ধনোপাসক; সাংসারিক সুখের উন্নতির সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধ। তাঁহাদের অনুসরণে ধনলাভ হইতে পারে, বিলাসবিভবের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, বাহ্যিক চাক্‌চিক্যময়ী 'সভ্যতা' লাভও হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মলাভ হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। অথচ ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্মসাধন ও প্রচার বিষয়েও সেই একান্ত বহির্ম্মুখীন বণিকজাতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রচারক ও প্রচারপ্রণালী পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা। দেশবাসীগণ সেইজন্য বোধ করি, ব্রাহ্মসমাজকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না এবং আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেছেন না। মৌনীবাবা ইহা তীব্ররূপে অনুভব করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে বহির্ম্মুখীন ভাব ও বিকট বিলাসিতার প্রাবল্য দর্শন করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগী হৃদয় একেবারে আহত ও আকুল হইয়া উঠিত। লোক-শিক্ষার জন্যই হয় ত ভগবান তাঁহাকে তীব্র বৈরাগ্যব্রত সাধনে নিযুক্ত করিলেন। আমাদিগের জন্য মৌনীবাবা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। আমি খুব আশা করি, তাঁহার তপস্যা বৃথা হয় নাই।

"তপস্যার প্রারম্ভে মৌনীবাবার মনে কিছু আত্মপ্রভাব ছিল, কারণ তপস্যায় গমনকালে বলিয়াছিলেন "বস্তুলাভ হইলে ভাই ভগ্নীকে তাহা দিবার জন্য আবার আসিব।" কিন্তু চরমাবস্থায় স্পষ্ট লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সমূলে বিনাশ

করিয়া (পিতা) আমাকে তাঁহার কচি খোকা করিয়াছেন।" কচি খোকা লাভলোকসানের ধার ধারে না। এই জন্যই সর্ব্বত্যাগী হওয়া—এই জন্যই মৌনী হওয়া। মৌনীবাবার জীবন এই আত্মিকধর্ম্ম বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রচার করিতেছে। নর্ম্মদার পবিত্রপুলিনে যে পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা এত দিনে মৃত্তিকায় মিশাইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার অমরাত্মা ভারত-সন্তানদিগকে আত্মবলিদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। এইরূপ আত্মবলিদান দ্বারা এ ভারত উদ্ধার পাইবে। ইহাই আমার বিশ্বাস।

"সমবেত সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে ক্রমশঃ মৌনীবাবার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তপস্যায় যাত্রার দিন পর্য্যন্ত তিনি পারিবারিক উপাসনায় খুব ভাবের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বেশী কথা বলিয়া উপাসনা করিতেন না। ঘণ্টাব্যাপী উপাসনার মধ্যে তাঁহাকে দুচারিটী মাত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে শুনা যাইত; কিন্তু তাহাতে কত ভাব, কত গভীরতা, কত ভক্তিব্যাকুলতা! সে ভাব উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করিত। তিনি বলিতেন, বেশী কথা বলিয়া উপাসনা করাতে অসত্য কথা আসিতে পারে। ঠিক যতটুকু প্রাণে পাও, কথা তাহা অপেক্ষা কম হউক। বেশী হইলেই অসত্য হয়। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, উপাসনা প্রাণের বস্তু। অতি সঙ্গোপনে অন্তরে উপাসনা সাধন করিতে হয়। লোক-চক্ষুর অগোচরে সত্য উপাসনা সম্ভব হয়। আপনাকেও ভুলিলে তবে উপাসনা সার্থক হয়। এমন বস্তুকে ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্য মন্দিরে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রদর্শনের বস্তু করিয়া বোধ হয় খুবই ভুল করিয়াছেন। ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, প্রকাশ্য উপাসনা লোকশিক্ষা বা প্রচারের জন্য। মৌনীবাবা এ কথাকে নিতান্ত মারাত্মক মনে করিতেন। বলিতেন "আগুন নিয়ে

খেলা"—ইহা শক্ত অপরাধ। উপাসনাকে বাহিরে প্রচারের বস্তু করাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার ফল আমরা ভুগিতেছি। আসল স্থানে এই প্রকার ভাব প্রবেশ করাতে উপাসনা বহির্মুখীন হইয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মের সবকাজে বহির্মুখীনতা প্রবেশ করিয়াছে। বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সব বিষয়ে যেন হালকা বহির্মুখীন ভাব। উপাসনাকে প্রচারের বস্তু করাতেই এই সাজা!! তিনি বলিতেন, মন্দিরে উপাসক অপেক্ষা দর্শক এবং সমালোচক অধিক হইবার কথা। তাঁহাদিগকে বেশ করিয়া কীর্ত্তন শুনাও, সুকণ্ঠ পাঠকগণের দ্বারা সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পড়াইয়া শুনাও, সুবক্তা দ্বারা ভাল উপদেশ শুনাও—তদতিরিক্ত করাতে বিপদ আছে। খুব সমভাবাপন্ন ব্যাকুলাত্মা কতিপয় ব্যক্তির সম্মিলনে ভাল ভাব আসিতে পারে; ভক্ত সঙ্গে মিলিয়া গভীর উপাসনার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া খুব স্বাভাবিক। এরূপ উপাসনা রুদ্ধদ্বারে বা সঙ্গোপনেই হয়। এইজন্য মৌনীবাবা উপাসনায় অসত্যাচরণ সম্বন্ধে বার বার আমাদিগকে সাবধান করিতেন। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নিজস্ব। একাকী নির্জ্জনে যে সাধন, তাহাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সাধন বলিতেন। মৌনীবাবার এই সকল গভীর কথা ব্রাহ্মসমাজে ভাল করিয়া আলোচনা করার সময় আসিয়াছে। পরিত্রাণ দেওয়া অপেক্ষা পরিত্রাণ পাওয়ার দিকে বেশী চক্ষু পতিত হউক। মৌনীবাবার মুক্তাত্মা আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন"।

নির্ব্বাণ।

পাঁচ বৎসর পরে ১৩০১ সনের মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে মৌনীবাবা কথা কহিলেন। সকালবেলায় মিঠাইবিক্রেতা ও তাহার পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমার মা বাপ। আমার দোষ তোমরা ক্ষমা কর, তোমরা আমার বড় উপকার করিয়াছ। ইচ্ছামত আমার সেবা করিতে পার না বলিয়া তোমরা দুঃখ কর; আজ তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমাকে আনিয়া দাও—আমি খাইব।"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি খাইবেন ?" মৌনীবাবা বলিলেন—"খিচুড়ী করিয়া আন।"

সেবক পত্নীসহ খিচুড়ী আনিতে গেল। আসিয়া দেখে মৌনীবাবা সমাধিস্থ। ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল, কিন্তু বাবার ধ্যান আর ভাঙ্গিল না। তাহারা বুঝিল না যে মহা-সাধনা অন্তে মৌনীবাবা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন—তাঁহার এ সমাধি আর ভাঙ্গিবার নয়। অবশেষে যখন বুঝিল, সন্ত পুত্রহারা জনক জননীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দেহান্তে বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্র হইয়া নর্ম্মদাতীরে প্রস্তর মধ্যে মৌনীবাবার পরিত্যক্ত দেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিল, এদিনও ওঁকারনাথে আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। স্থানবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মৌনীবাবার গুহায় আসিয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিল। পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা সজ্জিত করিয়া মৃতদেহ সমাধি-ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। পঁচিশখান কাপড় ও পাঁচমণ মালপুয়া বিতরিত হইল এবং মৌনীবাবার নামে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি উঠিয়া ওঁকারনাথকে কম্পিত করিয়া তুলিল।

তথাকার অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে, যথার্থ সাধুপুরুষের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার পরদিনই সমাধিস্থান নর্ম্মদাবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পরদিন দেখা গেল, নর্ম্মদা বাবার সমাধিস্থান আপন বক্ষের মধ্যে ধারণ করিয়া লইয়াছেন। জলরেখা সমাধিস্থান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াছে।

এইরূপে আটত্রিশ বৎসর বয়সে মৌনীবাবার নির্ব্বাণলাভ হইল। নব্যভারতের এক মহাসাধক গোপনে আবির্ভূত হইয়া গোপনেই জীবনের কার্য্য সমাপনান্তে অন্তর্হিত হইলেন। ফলাফল বিচার করিবার আমাদের শক্তি নাই, কিন্তু অনুভব করি, সে জীবন তাপদগ্ধ নরনারীর শিরে কল্যাণের ধারা বর্ষণ করিতেছে। স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও বিলাসিতাপূর্ণ সমাজের সম্মুখে সে জীবন এক মঙ্গলপ্রদ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। সমাজ মধ্যে যখন নানাপ্রকারের হৃদয়হীন অনাচারের সৃষ্টি হয় তখন তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য বলির প্রয়োজন। মৌনীবাবা ত্যাগের বেদীতলে বৈরাগ্যের যজ্ঞানলে স্বয়ং সেই আত্মবলি দিয়াছেন; আত্মাহুতি দান করিয়া মানবজাতির মুক্তির দ্বার মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ বলি, এ আহুতি কখনও ব্যর্থ হইবার নয়।

পরিশিষ্ট।

জন্মস্থান।

মৌনীবাবার জন্মস্থান আজুদিয়া গ্রাম আজ পুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে। সে গোপন তীর্থের স্মৃতিটুকু ও মনে সান্ত্বনার সঞ্চার করে। মৌনীবাবার শিশু জীবন এই স্থানের ধূলা খেলায় অতিবাহিত হইয়াছিল; তাঁহার যৌবন কাল ও তিনি এই স্থানে যাপন করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামে যদিও প্রদর্শনের কোন বস্তু নাই, শিক্ষা ও সভ্যতার কোনরূপ বাহাড়ম্বরে চক্ষু চমকিত হয় না, কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠায় এস্থান পবিত্র হইয়াছে, সন্তোষে শান্তিময় হইয়াছে। দেখাইবার মত কিছু না থাকিলেও অনুভব করিবার অনেক আছে। একবার কয়েকটী শিশু মৌনীবাবার জননীর চরণ দর্শন করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় আজুদিয়ার মত স্থান কোথাও নাই।

দুই বৎসর হইল এই গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একদল উৎসাহী যুবক এই কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। মৌনীবাবার মাতুল পুত্র এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং অবৈতনিক শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয়ের জন্য এক বিঘা জমি দান করিয়াছেন, এবং দেহ মন সমর্পণ করিয়া রাত্রি দিন শ্রম করিতেছেন। এমন কি ভিক্ষা করিতেও সঙ্কুচিত নহেন। অপর কয়েকটি যুবক বিনাবেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ করিতেছেন। এক সময় যাঁহারা নাটকাভিনয় ও বৃথা আমোদে অর্থ ও জীবন নষ্ট করিতেন এখন তাঁহারা আত্মোন্নতি ও দেশের উন্নতিতে মন দিয়াছেন। ইঁহাদের উৎসাহ,

স্বার্থত্যাগ, স্বদেশ প্রেম ও সেবানিষ্ঠা দর্শনে মন আশা ও আনন্দে পূর্ণ হয়। আজ যেন, ইহারা মৌনীবাবার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে।

এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ সাধকের স্মৃতিও জড়িত আছে। ইঁহার জীবনের কাহিনী এইরূপ ;—প্রথম বয়সে ইনি মৌনীবাবার মাতুল মহাশয়দিগের মহাজনী গদিতে কাজ করিতেন। পরে গৃহে পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি বলিয়াছেন—প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মৌনীবাবার উপাসনা দেখিয়া ইঁহার মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়। তখন হইতে উপাসনা আরম্ভ করেন। কিন্তু উপাসনার সঙ্গে প্রাচীন ভাব ও ব্যবসায় রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইল না ; উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কঠিন নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, দুঃখ দারিদ্র্যের একশেষ হইল, কিন্তু ধীর ভাবে সকলই সহিলেন। প্রায় বিশ বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল।

মৌনীবাবার দেহাবসানে ইঁহার হৃদয়ের আগুন আরও জলিয়া উঠিল। কিন্তু "যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্ব্বনাশ" তাই বুঝি বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র যুবক পুত্রকে এবং এক বৎসর পরে পত্নীকে হারাইলেন। অবশেষে এই বৃদ্ধ তাপস, পত্নীর শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব্বত্যাগী হইলেন। বাড়ী, বাগান, স্ত্রীর পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল সমুদয়, গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দান করিলেন। প্রাচীন গৃহস্থালীর অনেক উপকরণ ছিল, সে সমস্ত প্রতিবাসী দিগকে বিলাইয়া দিলেন, এবং জগদ্‌গুরু যীশুর উপদেশের অনুসরণ করিয়া কল্যকার ভাবনা ত্যাগ করিলেন। ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

তারপর কি হইল?—"তবু যদি না ছাড়ে আশ তবে হই তার দাসের দাস"—এই শেষ অঙ্গীকারও ইঁহার প্রভু ইঁহার জীবনে পূর্ণ

করিয়াছেন। এখন ইনি জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ রূপে সমাদৃত। পূর্ব্বে যে কর্ম্মীদলের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের পশ্চাতে পরামর্শদাতা এই বৃদ্ধ সাধু আচার্য্য মহাশয়। স্থানীয় সকল মঙ্গলকর্ম্মের উৎসাহদাতা ইনি। স্বামীস্ত্রীর বিরোধ ভঞ্জনকারী ইনি, উদ্‌ভ্রান্ত নরনারীকে সুপথে আনিবার কার্য্যেও ইনি। আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে ইঁহাকে "ঈশ্বর-জানিত" লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করে। ইতর, ভদ্র, যবন, ব্রাহ্মণ যিনি ডাকেন তাঁহার গৃহেই ইনি অন্নগ্রহণ করেন। বেশী কথা কহিতে জানেন.না, সরবে উপাসনা করিতে কেহ শোনে নাই ;—ইঁহার এক মন্ত্র "হরি বোল!" এই হরিনাম মহামন্ত্রেই সকলে বশীভূত। এদিকে দীনের দীন। একখানি বৈ বস্ত্র রাখেন না। কেহ নূতন বস্ত্র দিলে পুরাতন খানি কাহাকেও দান করিয়া দেন। বাসের নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। কাল কোথায় কি আহার করিবেন জানা নাই। দেখিলে মনে হয় মৌনীবাবা নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায় যে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, ইনি লোকালয়ে জাগ্রত সংসার কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া সেই ব্রত পালন করিতেছেন। রাত্রিতে নাম মাত্র নিদ্রা যান। সমস্ত রাত্রি কখনও নীরবে কখনও উচ্চরবে হরিনাম করিতে থাকেন। কখন কখন নামের ধ্বনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। সে ধ্বনির এমন এক শক্তি আছে যে উহা নিদ্রিত হৃদয়কেও জাগ্রত করিয়া দেয়। তাঁহার সঙ্গের কি প্রভাব—নিতান্ত সংসারমগ্ন হৃদয়কেও উদাস করে। এক পয়সা নাই, আদেশ হইল—"হিমালয় পর্ব্বতে যাও।" ভক্ত বলিলেন—"পথের সম্বল নাই।" উত্তর—"সব হবে।" শ্রবণে বাহির হইলেন এবং এই বৃদ্ধ বয়সে রিক্তপদে দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, বিষণপুর, মজঃফর-পুর, গয়া পুরী প্রভৃতি স্থান দেখিয়া আসিলেন। সর্ব্বত্রই ইঁহার

সেবা ও সমাদর, কিন্তু ইনি সেবাগ্রহণে নিতান্তই সঙ্কুচিত, সেবা করিতেই ব্যগ্র।

এই সম্প্রতি ইনি প্রখর শীতের মধ্যেই আসাম, চট্টগ্রাম অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। ঢাকায় গিয়া ইঁহার শরীর অসুস্থ হয়, জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়েন। কিন্তু সংসারে যার কেহ নাই, বিধাতা তাঁর সকল ভার গ্রহণ করেন। তাই রোগে ঔষধ পথ্য, শীতে শীত বস্ত্র কিছুরই অভাব হইল না। রোগশয্যায় দারুণ অবসাদের মধ্যে ও হরিনাম মন্ত্রই তাঁহার নিত্য সম্বল। জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর "বেশ আছি"। দুঃখের কিছু নাই, অভিযোগের কিছু নাই, সকল অবস্থাতে সন্তোষ। তারপর আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। সকলেই নিষেধ করিতেছেন দারুণ শীত, এসময় দুর্ব্বল শরীরে শীত বস্ত্র না লইয়া আসামে যাবেন না। কিন্তু তিনি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। বন্ধুগণ দুই খানি বস্ত্র দিলেন, তিনি একখানি নিলেন ও পরিধান বস্ত্র খানি দান করিয়া গেলেন। বলিলেন ভার বহন করিতে সামর্থ্য নাই। যিনি সকল ভার নিয়াছেন তিনিই সময় কালে দিবেন। যাত্রা কালের অকিঞ্চন ভাব আরও হৃদয় স্পর্শী। করযোড়ে ছোট বড় সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। মেয়ে এবং শিশুদের চরণে পড়িয়া বলিলেন মা'রা বাবারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বলা বাহুল্য সে দিন সেই বৃদ্ধ সাধুকে করযোড়ে আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হইতে দেখিয়া সকলেরই মনে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল।

ইঁহার দুইজন সহসাধক আছেন। তাঁহাদের জীবনের ইতিবৃত্ত আরও বিস্ময়কর। ইঁহারা দুইজনেই অক্ষর জ্ঞান বর্জ্জিত। চাষী গৃহস্থের সন্তান, জাতিতে "কুরী পরামাণিক।" একজনের নাম

নিতাই। বয়স ত্রিশের নীচে, কুমার, বৈরাগী। বাড়ীর একপ্রান্তে একখানি কুটীর বাঁধিয়া তথায় সাধন ভজন করিতেছেন। আবশ্যক হইলে, ভ্রাতৃগণের আদেশে, সংসার কর্ম্মও করেন। ইঁহার প্রতি ভগবানের এইরূপ আদেশ বলিয়া ইনি জানিয়াছেন। মুক্ত বিহঙ্গের মত নিতাই মাঠে ঘাটে গ্রামে গ্রামে হরিনাম করিয়া ফেরেন। সাংসারিক ভাব কাহাকে বলে জানেন না। প্রেমে চিরসজীব ভাব। যেন নদীয়ার নিতাই! সর্ব্বঘটে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি। জীবন সত্যময়। যে কথা সেই কাজ। আদেশ হইল—"ভেদবুদ্ধি ছাড়িতে হইবে।" মুসলমান পাড়ায় যাইয়া তাঁহাদের অন্নভিক্ষা করিয়া খাইলেন। তাহাতেও মন প্রসন্ন হইল না। পতিতা নারীগণ সর্ব্বজন ঘৃণিতা নিতাই তো-ঘৃণা জানেন না। তিনি পতিতানারীদিগকে বলেন—"বাজারে মা"। একদিন লুকাইয়া, এই 'বাজারে মা'রা যেখানে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ফেলেন সেখান হইতে সেই অন্ন তুলিয়া লইয়া খাইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে প্রতীতি হইল যে প্রভুর আদেশ পালন করা হইয়াছে। তাঁহাতে ভেদ জ্ঞান আর নাই। আশ্চর্য্য এই যে, এসব জানিয়াও সমাজ ইঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবার কথা বলে না। ইঁহাকে দেখিলে নির্ব্বিকার পুরুষ বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কেদার। লোকে ইঁহাকে বলে "গৌর।" ইঁহার বয়স ত্রিশের উপরে। গৃহস্থ—স্ত্রীপুত্র আছে। কিন্তু ইনিও একজন অনাসক্ত লোক। স্ত্রীলোক মাত্রকেই মাতৃ সম্বোধন করেন। স্ত্রীর সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার। ইনি মাথায় বহিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করেন। হরিধ্বনি করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া যাহার যাহা আবশ্যক একদরে দেন। সদানন্দপুরুষ। গৃহিণীটীও ইঁহার অনুরূপ। ইঁহার ন্যায় বিশ্বাসী মানুষ বিরল। ইনি মাঠে ঘাস কাটিতে কাটিতে

একদিন হাসিতে হাসিতে পাগলের মত হইয়া গেলেন। সেই সময়ে নিতাই উপস্থিত। গৌরনিতাই দুজনেই হাসিয়া অস্থির। সেই নির্জ্জন ঘাসের বনে তাঁহারা দেখিলেন যে প্রভু বর্ত্তমান এবং তিনি হাসিতেছেন। তাঁহার হাসিতেই ইঁহাদের হাসি। ইনি প্রত্যাদেশ না হইলে কোন কাজ করেন না। মধ্যে সকল কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া রাত্রিদিন কেবল নামসাধন করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"খাওয়া পরার ভাবনা নাই, এখন এই কাজই করতে হবে। এখন আবার কাজ করিবার আদেশ হইয়াছে।" ইঁহার সহধর্ম্মিণী প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী।

এই তিন সাধুপুরুষের আবির্ভাবে গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা বর্ণনা না করিলেও বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু মুসলমান সকলের মুখেই ধর্ম্মের কথা। রাখাল মাঠে হরিনাম করিতেছে, কৃষক হলচালনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে হরিনামের-ধ্বনি উত্থিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অন্তঃপুরে। ধর্ম্মরক্ষার কাজ চিরদিনই নারীজাতির উপর। মনে হয় এই গ্রামের কুললক্ষ্মীগণ ধর্ম্মের শান্তিলাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করিলে মনে হয় মৌনীবাবার প্রভাবেই তাঁহার জন্মস্থান আজ ধর্ম্মভাবে সমুন্নত হইয়াছে।

আচার্য্য মহাশয় সামান্য লেখাপড়া জানেন; নিতাই ও কেদার তো একেবারে নিরক্ষর, কিন্তু ইঁহারা অজ্ঞান নহেন। পরমেশ্বর স্বয়ং যে পাঠশালার শিক্ষক ইঁহারা সেই পাঠশালার ছাত্র। পরমগুরুর মুখের কথা শুনিয়া ইঁহারা যে জ্ঞানলাভ করিতেছেন, শুধু মানুষের নিকট হইতে পাওয়া যে শিক্ষা তাহার সহিত সে জ্ঞানের তুলনা হয় না।

এই সাধকগণ আশ্চর্য্যরূপে মৌনীবাবার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা কোন সম্প্রদায়ে নহেন কিন্তু সকল সম্প্রদায় ইঁহাদের। হিন্দুর দেবালয়ে, মুসলমানের মস্‌জিদে খ্রীষ্টানের গির্জ্জায়, ব্রাহ্মের মন্দিরে, যেখানে যে সম্প্রদায়ের ভক্তবিশ্বাসীগণ সম্মিলিত হইয়া ভগবানের নাম করেন, ইঁহাদের হৃদয় সেখানেই অবনত হয়। জলে স্থলে আকাশে স্থাবর জঙ্গমে সর্ব্বত্র ইঁহাদের অন্তরের দেবতাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণত হন। সেই জন্য সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেই ইঁহাদিগকে সমভাবে সমাদর করেন।

১৩১৭ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে নিতাই আচার্য্য মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ভক্ত সমগ্র হৃদয় দিয়া উৎসব সম্ভোগ করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেমন উৎসব হইল?" নিতাই বলিলেন "বাবা, (প্রশ্নকারীকে নিতাই 'বাবা' বলেন) খুব ভাল, কিন্তু তিনি ভিতর হইতে যাহা জানাইয়াছেন তার চেয়ে বড় কথা তো কিছু শুনিতে পাইলাম না।" মনে হইতে পারে—বড় স্পর্দ্ধার কথা! কিন্তু সেই মেষশিশুকে যিনি দেখিয়াছেন তিনি বলিবেন, ইহা তাঁহার প্রাণের কথা।

ওঁকারনাথ পর্ব্বতের নিভৃত গুহাতে যে আত্মা দেহমুক্ত হইয়াছিলেন, জন্মস্থানেও তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে কল্যাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অদৃশ্য হস্তের সেবায় সকল মঙ্গল চেষ্টা কৃতার্থতা লাভ করিতেছে। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন—কুলং পবিত্রং—আমরা দেখিতেছি দেশ পবিত্র হইয়াছে। মহাজনেরা এইরূপে জীবনে মরণে জগতের কল্যাণ সাধন করেন। মৌনীবাবার জন্মস্থানে একবার গমন করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কয়েকখানি পত্র।

সূর্য্যালোক অনন্ত শূন্যকে পূর্ণ করিয়া থাকিলে তাহার সুষমা অনুভূত হয় না। উহা গগণ বিলম্বিত জলকণার উপর প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব রামধনু রচনা করিলে, তদ্দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হয়। সেইরূপ গ্রন্থ ও মত বিশ্বাসের ভিতরেই ধর্ম্ম আবদ্ধ থাকিলে, তদ্দ্বারা কেহ বিশেষ আকৃষ্ট হয় না; উহা মানব জীবনের উপর আপনার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলে, সকলেরই আকর্ষণের কারণ হয়। তখন নরনারী মুগ্ধ পতঙ্গের মত ছুটিয়া আসে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যৌবনের উষাকালে, আমি এইরূপ একটী জীবনের আকর্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাস বড় জানিতাম না। মৌনীবাবা যে ধর্ম্মাবলম্বী সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের ধর্ম্ম, তিনি যে ধর্ম্মের অন্তর্গত, সেই ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীকে অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলিয়া মনে করিতাম। ক্রমে মৌনীবাবার ভিতর দিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগিনীদিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মসমাজকে দেব সমাজ এবং ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে দেবদেবী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এইরূপ সম্মোহন উপস্থিত না হইলে, আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করা সুকঠিন হইত। সেই অতীতের মধুর স্মৃতি এখনও শরীর মনকে পুলকে পূর্ণ করে।

প্যারী দাদা যখন সন্তপুষ্করিণীতে কাজ করিতেন, তখন আমি রংপুরে অধ্যয়ন করিতাম। আমার বাসস্থান হইতে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল। অনেক সময়ে আমি শনিবারে তাঁহার কাছে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না; সোমবারে স্কুলে ফিরিয়া আসিতাম। আমি বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান, মা বড়ে আমাকে

দেখিবার জন্য চাতকিনীর মত উৎগ্রীব হইয়া থাকিতেন; আমি বহ্মে মার কাছে কি, প্যারী দাদার কাছে থাকিব, অনেক সময়ে তাহা ঠিক করিতে পারিতাম না। "কারে রেখে কারে দেখি কে বড় সুন্দর, দুইই আমার কাছে তুল্য মনোহর"—আমার অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইত।* কখনও মার কাছে কখন বা প্যারী দাদার কাছে থাকিতাম। তিনি আমার জীবনের কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা একটী ঘটনাতে প্রকাশ করিতেছি; আমি যখন আমার উপার্জ্জিত অর্থ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিতে সংকল্প করি, তখন তাহা প্যারী দাদার নামে দিব বলিয়া, মনে করিয়াছিলাম; শেষে অনেকের পরামর্শে উহা আমার জননীর নামে প্রদত্ত হয়।

ব্যাকুলতা।—ব্যাকুলতা তাঁহার জীবনের ভূষণস্বরূপ ছিল। ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ অবধি তিনি প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত ২।৩ ঘণ্টা উপাসনা ধ্যানও গ্রন্থ পাঠে কাটাইতেন। ইহা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, ইহাতে কখন তাঁহাকে শিথিল যত্ন হইতে দেখা যায় নাই। স্নানান্তে প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হইত, এবং ইহা উত্তর বঙ্গের ব্রাহ্মগণের এক আকর্ষণের বস্তু ছিল; অনেকে প্রলুব্ধ চিত্তে তাহাতে আসিয়া যোগ দিতেন। তিনি কখন কখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ধ্যানে কাটাইতেন। রবিবারে স্কুল ছিল না বলিয়া বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত উপাসনায় থাকিতেন। 'তাপসমালা' গ্রন্থ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। দরবেশদিগের কঠোর বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা তাঁহার জীবনের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যখন 'তাপসমালা' পড়া হইত, তখন তিনি ভাবাবেশে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, শয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। অনেক সময়ে গ্রন্থ পাঠ বন্ধ রাখিতে হইত।

তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের কিছুদিন পূর্ব্বে, তিনি অধিকাংশ রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ধ্যানাদিতে কাটাইতেন। তিনি আর আমি এক ঘরে শয়ন করিতাম, সন্তান যেমন মার নিকট আবদার করে, তেমনই ভাবে কখন কখন গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে আবদার করিতে শুনিতাম। সেই আবদারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমি বিস্ময়মুগ্ধচিত্তে এই চিন্তা করিতাম ইনি ব্রহ্ম নামের মাধুর্য্যে এমন মজিয়াছেন যে শ্রান্তিহারিণী নিদ্রাও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল!

তিনি অধিকাংশ সময় উপাসনার ভাবে থাকিতেন। যখন নাম জপ করিতেন, তখন তাঁহার মুখে চোখে এক অপূর্ব্ব বিজুলি খেলিত, শরীর কণ্টকিত হইত। বলিতে বলিতে সে দেব মূর্ত্তি আজ আমার মানস নেত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

যখন তিনি সাজা পুকুরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন পরলোকগত বাবু হরিদাস রায় তথায় দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। হরিদাস বাবুর মুখে শুনিয়াছি একবার মৌনীবাবার সহিত রংপুর ধর্ম্ম সভার তদানীন্তন সম্পাদক পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া তর্ক হয়। তর্করত্ন মহাশয় নাস্তিকতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্ক করেন। সেই তর্কে মৌনীবাবার মনে সংশয় ও শুষ্কতা জন্মে, এবং তাঁহার জীবনকে ভারবহ করিয়া তোলে। সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বিষা ব্যালী সম তাঁহাকে এমন দংশন করিতে থাকে যে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়া একদিন নির্জ্জন উপাসনার মধ্যে গলায় কাপড়ের ফাঁস দেন, এবং অজ্ঞান হইয়া পড়েন। হরিদাস বাবু তাড়াতাড়ি সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন। সেই অবস্থায় তিনি অন্তরে এই বাণী শুনিতে পান—'তুমি বিশ্বাস কর, আমি আছি।

অগ্রসর হও, যাহা এখন অমীমাংসিত মনে হইতেছে, পরে আমার নিকট তাহার মীমাংসা পাইবে।’ এইরূপে নিদাঘ তাপের পর, তাঁহার প্রাণ সরস হইল। কখন কখন তিনি সেই স্থান দেখাইয়া বলিতেন আমার মৃত্যু হইলে, এই স্থানে আমাকে সমাধিস্থ করিও; কারণ এই স্থানেই প্রভু আমাকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া প্রথমে অমৃতের সন্ধান দিয়াছিলেন। উত্তর কালে এই আকুলতাই তাঁহাকে কঠোর বৈরাগ্যে দীক্ষিত এবং কৃচ্ছ্র সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দীনভাব। তাঁহার মত কর্ত্তব্য পরায়ণ সাধু অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুলের কাজ আরম্ভ হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি স্কুলে উপস্থিত হইতেন, কখন এই নিয়ম নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হইত না। সামান্য অসুখে তিনি কখনও অনুপস্থিত থাকিতেন না। দেখিয়াছি এক হাতে কুইনাইনের মিক্চার ও অন্যহাতে প্রস্তুত বার্লি পূর্ণ বোতল লইয়া স্কুলে যাইতেছেন। স্কুলেই সেই পথ্য গরম করিয়া খাইতেন। তদানীন্তন ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর বাবু মহেন্দ্র নাথ দত্ত বলিতেন এমন কর্ত্তব্য পরায়ণ ধর্ম্ম ভীরু লোক আমি আর দেখি নাই। মহেন্দ্র বাবু প্যারীবাবুর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা রংপুরে প্রচার করিয়াছিলেন। প্যারীবাবু কেবল বেলের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, তিনি রাত্রিতে শূন্য মার্গে উত্থিত হইয়া তপস্যা করেন, ইত্যাদি অবাস্তবিক কথা মহেন্দ্র বাবুরই প্রচারিত। আমাদের ঝি এই সব কথা শুনিয়া একদিন মৌনীবাবাকে দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। প্যারীদাদা রংপুরে আসিলে প্রায়ই আমার সহিত দেখা করিতে নর্ম্মালস্কুলের বোর্ডিংএ আসিতেন। আমি একদিন ঝিকে আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম। ঝি তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল।

এবং অন্তরালে গিয়া মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। আমরা তাহাকে তাঁহার সম্মুখে প্রণাম করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম, কারণ তিনি আদৌ তাহা পছন্দ করিতেন না। এইরূপ দীনভাব তাঁহার চিরকাল ছিল। যখন ওঁকারনাথে মৌন হইয়া সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, শুনিয়াছি তখন আপনার গুহার শিরোদেশে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি সাধু নই— পাপী। আমি কখন তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে পারি নাই। প্রণাম করিতে গেলে স্বয়ং আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন। তখন তাঁহার স্পর্শে শরীর কণ্টকিত হইত, বুঝিতাম সাধুর স্পর্শে সত্য সত্যই শক্তির সঞ্চার হয়।

সময়ে সময়ে তিনি রংপুর ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, কখন কখন ভাবাবেশে গায়কদিগের অপেক্ষা না করিয়াই, বেদি হইতে গান ধরিয়া দিতেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন না, কিন্তু যখন ভক্তিগদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে 'ডুবিব অতলসলিলে প্রেমসিন্ধুনীরে আজি' এই গান করিতেন, তখন মনে হইত, তিনি যেন উপাসক মণ্ডলীকে লইয়া কোন্ অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছেন। যখন তাঁহার মুখে 'জীবন্ত ঈশ্বর এইত বর্ত্তমান' গান শুনিতাম, তখন দেশকাল ভুলিয়া যাইতাম। "জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম, অনন্ত পাবন" গানটী এমন তেজ ও বিশ্বাসের সহিত করিতেন, যে মনে হইত যেন বিশ্বাসের অগ্নিকণা চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতেছে। তাঁহার গানে এমন জীবন্ত জাগ্রত ভাব এবং ব্যাকুলতা ছিল যে, মাঘমাসের রংপুরের শীতেও আমরা স্বেদজলে সিক্তকলেবর হইতাম। সেই পবিত্র স্মৃতি, শুষ্কতা এবং বিষয়াশক্তির মধ্যে এখনও সরসতা ও বৈরাগ্যের সঞ্চার করে।

সেবা। ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সেবার ভাব তাঁহার জীবনে সুপরিস্ফুট হইয়াছিল। সময়ে সময়ে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তাঁহাকে দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত নরনারীর সেবার জন্ত কোন কোন স্থানে যাইতে দেখা গিয়াছে। সেবায় তিনি বড় আনন্দ পাইতেন। এজন্ত কখন কখন নিজের হাতে রন্ধন করিয়া পরিজনবর্গকে আহার করাইতেন। গরমের সময়ে আহারে বসিলে নিজের হাতে না হইলে অপরের দ্বারা বাতাস করাইতেন। এই ঘটনায় সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম, কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত করাইতে পারিতাম না। একদিনের কথা মনে আছে। সেদিন রবিবার খুব বৃষ্টি হইতে ছিল। ভোরে উঠিয়া দেখি, তিনি ধ্যানে মগ্ন। দেখিতে দেখিতে ১২টা বাজিয়া গেল, তবু আসন ত্যাগ করিলেন না। আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বিকালে হাটে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে তিনি উঠিলেন, এবং আমাদিগকে রাখিয়া নিজেই বৃষ্টির ভিতরে হাটে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তৎকালের উৎফুল্লতা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন কি এক অপার্থিব বস্তু পাইয়াছেন। হাট হইতে আসিয়া স্বয়ং রন্ধন করিলেন, এবং স্ত্রীপুরুষ সকলকে খাওয়াইয়া পরে রাত্রিতে নিজে আহার করিলেন। এই সব কার্য্যের ভিতরে তাঁহার যে এক নিমগ্ন আনন্দ বিহ্বলতা দেখিয়াছি তাহা ব্যক্ত করা যায় না। একদিন রাত্রিতে বড়ই গরম পড়িয়াছিল, এজন্ত ভাল ঘুম হইতেছিল না। মধ্য রাত্রিতে জাগিয়া দেখি, তিনি দুই হাতে দুইখানা পাখা লইয়া দাঁড়াইয়া, স্নেহময়ী জননীর মত আমাদিগকে ব্যজন করিতেছেন। জানিনা কতদিন এইরূপে অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা লইয়াছি।

তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া, চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রস্থান করিলে তাঁহার সংসর্গে কিছুদিন বাস করিতে আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু তপোবিঘ্ন হইবে ভয়ে সে বাসনা তাঁহাকে জানাই নাই। পরে যখন যাইবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিলাম, তখন অনুসন্ধানে জানিলাম

তিনি চিত্রকূট হইতে কোথায় গিয়াছেন কেহই জ্ঞাত নহেন। মধ্যে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন তিনি তাঁহাকে ওঁকারনাথে দেখিয়াছেন। তৎপর ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া, ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ওঁকারনাথ হইতে মৌনীবাবা গোঁসাইজিকে ব্যাকুলতা পূর্ণ একখানা পত্র লেখেন আমি গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্যের নিকটএই সংবাদ পাইয়া ঢাকা আশ্রম হইতে মৌনীবাবার ঠিকানা আনি এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে জানাই। ইহার কিছুদিন পরে ওঁকারনাথে যাইবার প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাকে একখানা পত্র লিখি। তখন পরলোক গত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয় পরিব্রাজক বেশে তাঁহার গুহায় বাস করিতে-ছিলেন। তিনি মৌনীবাবার আদেশে জানাইলেন তিনি প্রাণেশ্বরের অনুসন্ধানে বিব্রত, এখন দেখা করিবার সময় নয়, পরে দেখা হইবে। আমি এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের আকা-ঙ্ক্ষায় আশা বদ্ধ সমুৎকণ্ঠার সহিত বাস করিতে থাকি। কিন্তু হায়! বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, এ পৃথিবীতে আর সে বাসনা পূর্ণ হইল না।

ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে তিনি নীরবে ফুটিয়াছিলেন; নীরবে সুবাস, ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া, নীরবে ঝরিয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অবগত আছেন সেই কুসুমের কত সৌরভ, কত সুষমা, ও কত কোমলতা। আমাদের ন্যায় সংসারাসক্ত নর নারীর সম্মুখে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া সে কুসুম আবার স্বর্গের উদ্যানে গিয়া ফুটিয়াছে। যদি সেই সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও জীবনে প্রতিফলিত হইত, তবে কৃতকৃতার্থ হইতাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ,
গিরিধি।

প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু,

আপনি মৌনীবাবার জীবনীর পরিশিষ্টে আমার একখানি পত্র মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে মৌনীবাবার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য। যাহা হউক ঘটনাক্রমে তাঁহার সাধনস্থলে কিঞ্চিৎ সময় যাপন করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, এস্থলে তাহার একটু উল্লেখ করা গেল।

সাধক প্রবর পরলোকগত প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় স্বভাবতঃই অতি ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অতিশয় বলবতী ছিল। সেই জ্ঞানপিপাসার তাড়নায় তিনি গৃহে থাকিয়া পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলিয়া যে সাধারণ সাধন ভজন করা যায়, তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার সত্য জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হইয়াছিল যে তাহার প্ররোচনায় তিনি আত্মীয়স্বজনের স্নেহের বন্ধন অতিক্রম করিতে এবং এত কালের উপার্জ্জিত সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে কিছুই ইতস্ততঃ করেন নাই। এ সকল আকর্ষণ ও বন্ধন তাঁহাকে একটুও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি অন্তরনিহিত জ্ঞানপিপাসা ও প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

প্যারী বাবু মৌনাবলম্বন করিয়া মৌনীবাবা নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং অতি কঠোর ভাবে সাধনে প্রবৃত্ত আছেন, সময়ে সময়ে এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। আমাদের পরলোকগত বন্ধু কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয় কয়েকদিন ওঁকারনাথে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিয়া আসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ

প্রদান করিয়াছিলেন। মৌনীবাবার সম্বন্ধে এ প্রকারের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতেই আমার মনে আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল। কিন্তু ওঁকারনাথ ত খুব নিকটে নহে। যখন তখন সেস্থানে যাওয়া যায়না এজন্য বহুদিন আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তৎপরে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া মধ্য ভারতের কোন কোন স্থান দর্শন করিয়া আমি ওঁকারনাথে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আমি ওঁকারনাথে উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মৌনীবাবার সাধন গুহার সন্ধান জানিয়া লইলাম। তাঁহার সাধন গুহার উপরে একটী শ্বেত পতাকা উড়িতেছিল। লোকে সেই পতাকা দেখাইয়া বলিল ঐ স্থানে মৌনীবাবা অবস্থিতি করেন। তাঁহার সাধন গুহার নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম তাহার প্রবেশ-দ্বার অবরুদ্ধ আছে। দ্বার অবরুদ্ধ থাকায় অনেকক্ষণ আমাকে বাহিরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সাধনে বিঘ্ন জন্মাইয়া আমার আগমন সংবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা হইল না। এজন্য অনেকক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল। আমি বোধহয় ৯টা কি ১০টার সময় সেস্থানে উপস্থিত হইয়া ছিলাম। ২টা কি ২॥টার পূর্ব্বে তাঁহার কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তৎপরে মনে হইল যেন তিনি গুহার বাহিরে আসিয়াছেন। ঐ সময়েই তিনি আহারের জন্য বাহিরে আগমন করিতেন। তাঁহার বাহিরে আগমনের সাড়া পাইয়া আমি ইঙ্গিতে আমার আগমনবার্ত্তা তাঁহাকে জানাইলাম। তখন তিনি দ্বার খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে দেখিয়াই তাঁহার যে অতিশয় ভাবোচ্ছ্বাস হইল তাহা বেশ বুঝিতে

 তিনি অতি আগ্রহের সহিত আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

তিনি মৌনী ছিলেন বলিয়া বাক্যে তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস কিছুই ব্যক্ত হইল না, কিন্তু আকার প্রকারে তাহার বিশেষ অভিব্যক্ত হইল। তখন গ্রীষ্মকাল বাহিরে অত্যন্ত গরম ছিল, এজন্য আমাকে তাঁহার গুহার ভিতরে লইয়া গেলেন, গুহার ভিতরে গিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া শীতল হইলাম। তখন তাঁহার সহিত আলাপের সুযোগ হইল। আলাপ বলিলে যাহা বুঝায় তাঁহার সঙ্গে সে ভাবের আলাপ যে হইল না তাহাত বুঝাই যায়। কারণ তিনি মৌনী ছিলেন। আমি তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করিলাম, তিনি লিখিয়া তাহার উত্তর দিলেন। উহা পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও মত এবং তাঁহার দৈনিক কার্য্যাদির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে। *

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা সাধন গুহার অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার লিখিত বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহার একটু আভাস দিতেছি। আমি তাঁহার গুহায় প্রবেশের দ্বার দেশে গমন করিয়াই দেখিতে পাইলাম, দ্বারের চৌকাঠের মস্তকে লিখিত আছে "নাহং ব্রাহ্মণঃ নচ সাধুঃ" এরূপ লিখিয়া রাখিবার অভিপ্রায় সহসা অনুভূত হইল না, পরিশেষে জানিতে পারিয়াছিলাম উক্তস্থানে সাধু এবং ব্রাহ্মণ দিগের নিকটে লোকে নানা প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য গমন করিয়া থাকে। মৌনীবাবার সাধু বলিয়া খ্যাতি ছিল। এজন্য তাঁহার নিকটেও লোকের সমাগম হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হয় বলিয়া লোক সমাগম বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বারদেশে উক্ত বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যে

* পূর্ব্বেই তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় আত্মীয় স্বজনগণ হইতে দূরে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন লোকসমাগম সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অতিশয় অন্তরায়। এ জন্য তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন আমি ব্রাহ্মণ এবং সাধু নহি। ইহাদ্বারা তাঁহার সাধনের ঐকান্তিকতা, এবং সাধন পক্ষের বিঘ্ন পরিহারের একান্ত আকাঙ্ক্ষার যেমন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তেমনি তাঁহার সাংসারিক মানলাভের অনিচ্ছা ও নিস্পৃহতার ও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যাঁহারা সাধুনামে প্রসিদ্ধ এবং যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া একান্তে বাস করিয়া থাকেন, দেখাযায় তাঁহাদেরও অনেক শিষ্য অনুশিষ্য জুটিয়া যায়। তাঁহাদের ও সাধক মণ্ডলী থাকে। মণ্ডলী হইলেই তাঁহাদের মধ্যে পদমর্য্যাদা লাভের স্পৃহার উদয় হয় এবং তদনুসারে তাঁহাদের মানমর্য্যাদা লাভের তারতম্য হইয়া থাকে। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও, সাংসারিক সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিলেও গুরু হইবার সাধ এবং গুরুত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাহা পরিত্যাগের সাধ এ দেশীয় সন্ন্যাসিগণের মধ্য হইতেও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এ জন্য তাঁহাদের মধ্যে মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এবং তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর হইতে আদর সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা ও পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মৌনীবাবা শুধু সাংসারিক সুখ সুবিধার বাসনা পরিহার করিয়াছিলেন তাহা নহে, সাধুনাম গ্রহণে যে সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা তিনি তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকসমাগমকে তিনি কিছুতেই পছন্দ করিতেন না, তাহাকে তিনি সাধন কণ্টক স্বরূপই মনে করিতেন; এ জন্য সেই তীর্থস্থানের যে অংশে লোকের গমনাগমন নাই বলিলেই হয় এরূপ স্থানেই তাঁহার সাধন গুহা হইয়াছিল।

তাঁহার সাধন গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গুহাতে উপবেশন ও শয়নের উপযুক্ত স্থান আছে কিন্তু দাঁড়াইবার মত ব্যবস্থা নাই। সেই গুহাতে বসিবার জন্য একখানি চর্ম্ম। উপাধানের জন্য একটী পাথরের লোড়া এবং মশার উৎপাত নিবারণের জন্য ধূঁয়া করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া একটী পাথরের খাদার মত জিনিস আছে। তদ্ভিন্ন তিনটী ঘটি দেখা গেল, একটী একটু বড় জল রাখিবার জন্য, অন্য দুইটীর একটী জলপানের জন্য ও অপরটী শৌচাদির জন্য। এতদ্ভিন্ন তাঁহার গুহায় অন্য কোন বস্তু দেখা গেল না। তাঁহার পরিধানে আলখাল্লার মত এক বস্ত্র দেখা গেল। এ সকলের উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে তিনি শরীর রক্ষার উপযুক্ত বস্তুরও কত ন্যূনতা ঘটাইয়াছিলেন। পার্থিব প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রভাব তাঁহার উপরে কত সামান্য ছিল, এ সকল দ্বারা তাহাই অনুভূত হইতে পারে। পরিচ্ছদাদির ত এই অবস্থা। আহারের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, পূর্ব্বে কখনও বেলপাতার রস কখনও বা অল্প একটু দুগ্ধ পান করিতেন। সেইরূপ করাতে তাঁহার শরীর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে কোনও ক্রমে বুকে ভর দিয়া গুহার বাহির হইতে হইত। শরীরের সেইরূপ অবস্থায় আর কিছুই করা যায় না বলিয়া অবশেষে অল্প অল্প রুটি ও তরকারি আহার করিতে প্রবৃত্ত হন। যিনি তাঁহাকে সাধনের জন্য গুহা করিয়া দিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনিই প্রতিদিন, ২॥টা কি ৩টার সময় কিছু রুটি ও তরকারি পাঠাইয়া দিতেন। দিনের মধ্যে এক-বার ঐ সামান্য আহার্য্য গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে কঠিন মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে হইত। আমি যখন তাঁহার নিকটে গমন করিলাম, তাহার একটু পরেই তাঁহার খাদ্য লইয়া একটী লোক

উপস্থিত হইল। তিনি খাদ্যের কিছু অংশ আমাকে প্রদান করি-লেন। আমি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেও কিছুতেই আমার নিষেধ শুনিলেন না। তখন দুইজনে সেই রুটি ও তরকারি ভাগ করিয়া খাইলাম। সারা দিন রাত্রি কি ভাবে যাপন করেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম অতি প্রত্যূষে একবার গুহা হইতে বাহির হইয়া নিম্নে নর্ম্মদায় অবতরণ করেন, প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক নর্ম্মদা হইতে পানীয় জল লইয়া গুহায় প্রত্যাবৃত্ত হন। তাহার পরে গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া নিয়মিত সাধনে রত হন। আর আহার্য্য আনিবার সময় হইলে বাহিরে আসিয়া আহার করেন, তৎপরে একটু বিশ্রাম পূর্ব্বক স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক সাধনে রত হন। নিদ্রার স্বতন্ত্র সময় বা ব্যবস্থা নাই। শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইলে অধিকাংশ সময় যোগাসনে বসিয়াই যে একটু নিদ্রা হয়। এই ভাবে লোক-সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া দিনের পর দিন ঘোর একাকিত্বের মধ্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।

আমি তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবার জন্য কিছু পয়সা দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি তাহাও গ্রহণ করিলেন না। দিনান্তে একবার আহার এবং শরীর আবরণের জন্য একমাত্র বস্ত্র, জল ব্যবহারের ঘটি ও সাধনের আসন ইহা ভিন্ন তাঁহার আর পার্থিব কোন প্রয়োজনীয় পদার্থের আবশ্যক ছিল না। এ সকল দ্বারা জানা যায়, তিনি সংসারে কিরূপ নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে মালাদিসম্বন্ধে তিনি কিরূপ নিস্পৃহ ছিলেন। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে মুক্ত পুরুষের যে সকল লক্ষণ আছে তাহা তাঁহাতে সমাগত হইয়াছিল। এমন নিস্পৃহ সাধু প্রায়শঃ দেখা যায় না। এ দেশে সন্ন্যা

দস্তগণেরও সাম্প্রদায়িক ভাব ও সাম্প্রদায়িক আয়োজন থাকে। শিষ্যাদি ও সঙ্গীসহায় থাকে। সুস্থতায় অসুস্থতায় পরস্পরের সাহচর্য্যে মনে শক্তি ও সান্ত্বনা লাভের উপায় থাকে। মৌনী বাবার সে সকল কিছুই ছিল না। এমন প্রকৃত সাধু, নিস্পৃহ সাধু আমার দৃষ্টিপথে আর পতিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে দেখিয়া এবং ক্ষণকাল তাঁহার সঙ্গে বসিয়া আমি ধন্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তিনি আমাকে সে স্থলে থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু আমার অবস্থিতিতে তাঁহার সাধনের বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া আমি আর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত মনে করিলাম না।

আমি তাঁহাকে কি কি বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা স্মরণ করা সম্ভবপর নহে। তবে তিনি যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা হইতে যাহা সংকলন করা যাইতে পারে তাহা সংকলিত হইল। সংকলিত অংশ পাঠ দ্বারা জানা যাইবে আমি তাঁহাকে সম্ভবতঃ—মনঃস্থির করিবার উপায়, তাঁহার সাধন মন্ত্র ও বিষয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পুনরায় আমাদের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন কিনা এই প্রকারের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিব। সংকলিত তাঁহার লিখিত বিষয় অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইবে কারণ তাঁহার লেখা আমার প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নগুলি থাকিলে আর এমন অসংলগ্ন বোধ হইত না।

শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়,
কলিকাতা।

সাধু প্যারীলাল আমাদের একান্ত আপনার জন ছিলেন, আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, দাদা বলিতেন। তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা, ব্যাকুলতা, ধ্যানশীলতা যাহা দেখিয়াছি তাহা অতি অপূর্ব্ব। আমি

সময় সময় তাঁহার গৃহে সপ্তপুষ্করিণীতে যাইতাম, তিনিও রঙ্গপুরে আমার গৃহে আসিতেন। একবার শনিবার অপরাহ্নে গিয়াছি, একটী মহিলা (স্বর্ণময়ী) ছিলেন কিন্তু তবুও আগ্রহ করিয়া তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। নিরামিষ খাইতেন, আমি তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত নিরামিষান্ন ভোজন করিয়া বড় তৃপ্তি অনুভব করিলাম। তিনি আহার করিলেন না, বলিলেন আমি পরে আহার করিব। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন দাদা আপনি শয়ন করুন আমি একটু ভগবানের নাম করিব। এই বলিয়া আসন করিয়া বসিলেন, আমি অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় জাগিয়া দেখি তিনি তখন ও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার অপূর্ব্ব ধ্যান মগ্নতা দেখিয়া আমার বড় বিস্ময় জন্মিল। আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ভোর ৪টার সময় আমাকে ডাকিয়া উঠাইলেন। আমি বলিলাম কই আপনি ত আহার করিলেন না? বলিলেন "না আজ ত আর খাওয়া হইল না" শুনিয়াছি তাঁহার প্রায়ই এইরূপ হইত। যিনি সমস্ত রজনী ধ্যানে যাপন করেন তাঁহার ধর্ম্ম তৃষ্ণার কথা আর কি বলিব! ..

তিনি যে দিন কার্য্য ত্যাগ করেন সেদিন তাঁহার অভিনন্দন উদ্দেশ্যে ছাত্র শিক্ষক এবং স্থানীয় লোকের এক সভা হইয়াছিল। ৫।৬ জন জমিদার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বিদায়ে সকলের মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইয়াছিল, অভিনন্দন পত্র পাঠের সময় বালকগণের আকুল ক্রন্দনে সকলেরই চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আব্রাহ্মণ সকল বালক অশ্রুসিক্ত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল। আমাকে একখণ্ড অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল কিন্তু উহা আর এখন নাই।

সন্তপুষ্করিণী পরিত্যাগের দিন তিনি তাঁহার সমস্ত সার্টিফিকেট অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্বরাজের স্বহস্ত লিখিত অক্ষয় সার্টিফিকেট লাভের জন্য যাঁহার আগ্রহ পৃথিবীর সার্টিফিকেটে তাঁহার প্রয়োজন কি? হীরকখণ্ড পাইলে তুচ্ছ কাচখণ্ড সযত্নে কে রক্ষা করে? শুনিয়াছি সাধু প্যারীলাল ওঁকারনাথ পাহাড়ে কঠোর সাধনা করিয়া পরম বস্তু ব্রহ্মধন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারের সকল বাসনার নির্ব্বাণ হইয়াছিল। ধন্য তিনি, ধন্য তাঁহার জন্মভূমি। আমরাও ধন্য যে এমন সাধু পুরুষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ছিলাম।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গুহ,
ঢাকা।

সমাপ্ত।